একটি কোলবালিশপ্রেমী মেয়ে ডাক্তারের গল্প

শেখ রেজওয়ান নূর

সূচিপত্র

আপনারা হয়তো আন্দাজ করছেন, জবা একটি মেয়ের নাম। কিন্তু এই নামটি আসলে এসেছে একটি কোলবালিশের নাম থেকে। জবার বাবা জবার মাকে একটি টুকটুকে লাল কোলবালিশ উপহার দিয়েছিলো, যার নামও ছিলো জবা। জবার মা ওই কোলবালিশকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতো বলে নিজের মেয়ের নাম রেখেছে জবা।

অধ্যায় এক
জবার ইতিকথা

এক ছেলে, আর এক মেয়ে। একে অপরকে খুব ভালোবাসে। একে অপরকে ছাড়া যেন থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা একটাই-মেয়েটি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না। সে সবসময় তার বেগুনি রঙের কোলবালিশটা বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। ছেলেটিরও একটি হলুদ কোলবালিশ আছে, তবে তা ছেঁড়া।

একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই মেয়েটি বললো, 'তোমার কোলবালিশ তো ছেঁড়া। সেটি বুকে নিয়ে আমি ঘুমাতে পারবো না। তুমি আমাকে নতুন একটি কোলবালিশ উপহার দিলে তবেই আমি তোমাকে বিয়ে করবো।' এই কথা শুনে ছেলেটি বললো, 'তুমি তো টুকটুকে লাল শাড়ি

পরে আমাকে বিয়ে করবে, তাই না? তাই তোমাকেও আমি সেরকমই একটি টুকটুকে লাল কোলবালিশ উপহার দেব।' মেয়েটি বললো, 'সত্যি?' ছেলেটিও বললো যে এটা সত্যি। মেয়েটি তখনই ছেলেটির কথায় বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। ছেলেটিও কোলবালিশ বানানোর কাজ শুরু করে দিলো। আহা, শিমুল তুলার টুকটুকে লাল কোলবালিশ, কার না ভালো লাগে!

দেখতে দেখতেই তাদের বিয়ের দিন চলে এলো। নতুন কোলবালিশ তৈরির কাজও শেষ হলো। মেয়েটি হাসিমুখেই ছেলেটিকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়ের পরই হলো বিপত্তি। মেয়েটি চেয়েছিলো লাল কোলবালিশ, কিন্তু এ তো হলুদ কোলবালিশ! ছেলেটি মেয়েটিকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এটি আসলেই একটি লাল কোলবালিশ, হলুদ কভার দিয়ে আবৃত। কিন্তু মেয়েটি বুঝতে রাজি হলো না। সে বললো, 'চেয়েছিলাম টুকটুকে লাল একটি কোলবালিশ। কিন্তু হলুদ কোলবালিশ দিয়ে তুমি আমাকে এভাবে ঠকালে? এই কোলবালিশের ওপর শুধু আমার অধিকার আছে, তোমার না।' তখন ছেলেটি মন খারাপ করে বললো, 'কোলবালিশের ওপর আমার অধিকার না-ই থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ওপর কি নেই? আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারি না?' তখন মেয়েটি বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো তখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারবে, কিন্তু এই কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে না। এই কোলবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে শুধু আমি ঘুমাবো। তুমি চাইলে তোমার ছেঁড়া কোলবালিশ জড়িয়ে ধরেও ঘুমাতে পারবে।' তখন ছেলেটি বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তখন তা-ই করবো।' তারপর মেয়েটি নতুন কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো, আর ছেলেটি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ছেলেটি অনেক চেষ্টা করেও কোলবালিশটি সামান্য সময়ের জন্যও নিজের কাছে রাখতে পারলো না। এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর মেয়েটি সত্যটা জানলো। সে বললো, 'কোলবালিশটার কভারে হয়তো ময়লা জমে গেছে। এটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিই।' আর কভার খুলতেই ভেতর থেকে টুকটুকে লাল কোলবালিশটা বেরিয়ে এলো। এটি দেখে খুব খুশি হলো

মেয়েটি। তখনই সে ছেলেটিকে ফোন করে (দুষ্টুমির ছলে) বললো, 'আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে। নয়তো আমি সারা জীবনের জন্য তেপান্তর চলে যাবো।' তারপর মেয়েটি ছেলেটির সব পছন্দের খাবার রান্না করে কোলবালিশটার কভার ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজে গোসল করে বিয়ের শাড়িটা পরে কোলবালিশটা কোলে নিয়ে বসে রইলো।
অপেক্ষা করলো ছেলেটির জন্য। কিন্তু ছেলেটি এলো না।

তারপর মেয়েটি ছেলেটির কোলবালিশ কেটে ভেতর থেকে তুলা বের করলো। তারপর নিজের কোলবালিশের সেলাই কিছুটা খুলে তার ভেতর তুলা ভরে আবার সেলাই করলো।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বাসায় এলো। তখন মেয়েটি দুষ্টুমির ছলে বললো, 'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমার? আর একটু দেরি করলে আমি চলেই যেতাম।' তখন ছেলেটি বললো, 'অফিসে কাজের অনেক চাপ ছিলো। তাই দেরি হয়েছে। কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় তো তাড়াতাড়ি এসেছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ এমনটা কেন করলে, বলবে কি?' তখন মেয়েটি বললো, 'আমি তোমার কোলবালিশ কেটে তার ভেতরের তুলা আমার কোলবালিশে ভরেছি।' তখন ছেলেটি মন খারাপ করে বললো, 'কেন করলে এমনটা? নিজের কোলবালিশ তো আমাকে দেবেই না, আর আমারটাও কেটে ফেললে?' তখন মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি তো আমাকে টুকটুকে লাল একটা কোলবালিশ উপহার দিয়েছ। তাহলে আরেকটা কোলবালিশের কী দরকার? এটাকেই না হয় আমরা আপন করে নিই।' তারপর মেয়েটি কোলবালিশের একটা অংশ ছেলেটির কোলে তুলে দিয়ে অপর অংশ নিজের কোলে রেখে বললো, 'রক্তজবার মতোই টুকটুকে লাল কোলবালিশ এটি। কখনোই কোলছাড়া করবো না এটাকে। সবসময় নিজের সাথে রাখবো। আর তুমি সাথে থাকলে তো কথাই নেই। দুজনে মিলে আদর করবো এটাকে।'

এটা শুনে ছেলেটি খুব খুশি হলো। বললো, 'তুমি যখন বলছো তখন তা-ই হবে। কিন্তু কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমালে তো আর তোমাকে বুকে

নিয়ে ঘুমাতে পারবো না। আবার তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমালে কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারবো না। কী করি বলো তো।' তখন মেয়েটি বললো, 'কোলবালিশটা আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকবে। আমরা দুজনেই একসাথে এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো। চাইলে তুমি তখন আমার হাতে হাত রেখেও ঘুমাতে পারো। তাতে আমি এবং এই কোলবালিশ-দুজনেই তোমার ছোঁয়া পাবে।' তখন ছেলেটি বললো, 'বাহ্। খুব ভালো। কিন্তু তুমি আমাকে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বললে যে?' তখন মেয়েটি বললো, 'আজ তুমি যা খেতে চাইবে তা-ই তোমাকে খাওয়াবো।' তখন ছেলেটি বললো, 'আগে আম□ তোমাকে খাওয়াবো।' মেয়েটি বললো, 'না। আগে আমি তোমাকে খাওয়াবো।' কে কাকে প্রথমে খাওয়াবে এটা নিয়ে তর্ক শুরু হলো। কিন্তু কেউ খাবার মুখে তুললো না।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বাইরে থেকে একটি শব্দ শুনতে পেল (শব্দের উৎস: https://m.youtube.com/watch?v=CIrm2g3LJsY)। তারপর ছেলেটি বললো, 'কিছুক্ষণ বাইরে থাকি। নইলে তো তর্ক থামবে না।' বলে বেরিয়ে গেল সে। ফিরে এলো প্রায় দুই ঘণ্টা পর। তারপর মেয়েটিকে বললো, 'আগে আমি তোমাকে একবার খাওয়াই, তারপর তুমি আমাকে একবার খাওয়াবে, তারপর আবার আমি, তারপর তুমি-এভাবে খাওয়ার মজাই আলাদা।' তখন মেয়েটি খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো তখন তা-ই হবে।' তারপর তারা একে অপরকে খাবার খাওয়ালো। তারপর মেয়েটি কোলবালিশ সহ ঢুকে পড়লো বেডরুমে। বললো, 'শাড়ি পরে আমি ঘুমাতে পারবো না, আর এই লজ্জাবতী কোলবালিশকে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবো না। তার চেয়ে ভালো আমি শাড়িটা খুলে একটা জামা পরে নিই। ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করো।'

তারপর মেয়েটি নিজের শাড়ি খুলে টুকটুকে লাল জামা-পায়জামা পরলো এবং তার ধবধবে সাদা ওড়না দিয়ে কোলবালিশটা ঢেকে দিয়ে বললো, 'তোমাকে ঢেকে দিয়েছি। আশা করি আর লজ্জা পাবে না।' তারপর সেটাকে একটা চুমু দিয়ে তারপর ছেলেটিকে ডেকে নিলো কাছে। বললো,

'চলো। এবার এই কোলবালিশটাকে মাঝখানে রেখে আমরা শুয়ে পড়ি।' বলে তারা শুয়ে পড়লো। মেয়েটি আগে কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরলো এবং ছেলেটি মেয়েটির হাতের ওপর হাত রাখলো। শুরু হলো কোলবালিশের সাথে এই দম্পতির নতুন জীবন।

(পরবর্তী অধ্যায়ে দেখবেন কিভাবে কোলবালিশকে নাম দেয়া হয়, এবং মেয়েটি নিজের মেয়ের নামকরণ কিভাবে করে।)

অধ্যায় দুই
জবার নামকরণ ও জন্ম

(গত অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে'। তারাই জবার প্রকৃত বাবা-মা। এবার চলুন, দেখে আসি কিভাবে জবার নামকরণ ও তার জন্ম হয়।)

ছেলেটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এই কোলবালিশের নাম রাখবে বা রেখেছো?' তখন মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ।' ছেলেটি নাম জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো, 'রক্তজবার মতো টুকটুকে লাল কোলবালিশ এটি। তাই আমি এটার নাম রাখলাম জবা। যদি আমাদের একটি মেয়ে হয় তাহলে আমি তার নামও জবা রাখবো।' তখন ছেলেটি বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর নাম। তুমি যখন এত বড় একটা কাজ করতে পারলে তখন তার পুরষ্কার আমি তোমাকে এখনই দেব।' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'কী পুরষ্কার?' তখন ছেলেটি বললো, 'তুমি এই কোলবালিশটা সরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো, তারপর দিচ্ছি।' তখন মেয়েটি কোলবালিশটা সরিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরতেই ছেলেটি মেয়েটির দুই গালে দুটো চুমু দিলো। আর মেয়েটিও খুশি হলো। সে বললো, 'তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসো?' তখন ছেলেটি বললো, 'আমি তোমাকে নিজের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসি। কারণ তুমিই আমার রূপকথা। তুমি আমার জীবনের চেয়েও দামি। কথা দাও, কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না।' বলে কেঁদে দিলো সে। মেয়েটিও নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। সে বললো, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমারই থাকবো। কখনো অন্য কারও হবো না। কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কথা দিলাম।' তারপর সে ছেলেটিকে চুমু দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো, না কোলবালিশটাকে রাখবো আমাদের মাঝখানে?' ছেলেটি জিজ্ঞেস, 'এই রাতটা কি আমি তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারি?' তখন মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই পারো। তোমার প্রিয়তমাকে তোমার বুকে রেখে যদি খুশি হতে পারো তাহলে আমিও খুশি হবো।' তারপর ছেলেটি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। মেয়েটিও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। সে উল্টো দিকে ফিরে তার কোলবালিশটা নিয়ে আবার ছেলেটির দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়লো। দুজনেরই ঘুম ভাঙলো ভোরবেলায় একটি শব্দ শুনে (শব্দের উৎস: https://m.youtube.com/watch?v=nGNm6cXhLMc)। তারপর ছেলেটি মেয়েটিকে বললো, 'আসি, কেমন?' মেয়েটি বললো, 'ঠিক আছে।' ছেলেটি

বেরিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নাশতা করে অফিসে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। ফিরে এলো সন্ধ্যায় অফিসের কাজ শেষ করে। মেয়েটি যখন একা থাকতো, তখন অবসর সময়ে কোলবালিশ সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখতো এবং কোলবালিশ সঙ্গে নিয়েই গান শুনতো। আর ছেলেটি কাছে থাকলে তো কথাই নেই। দুজনে মিলে সময় কাটাতো কোলবালিশের সাথে। সকল খুনসুটিতেই কোলবালিশ তাদের কোল দখল করে রাখতো।

এভাবেই তিন বছর চলার পর মেয়েটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বললো, 'আপনাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে।' শুনে ছেলে-মেয়ে দুজনেই খুব খুশি। তখন থেকেই ছেলেটি মেয়েটির অনেক বেশি খেয়াল রাখতে শুরু করলো। অনেক আদর-যত্নে রাখতো মেয়েটিকে। সবসময় মেয়েটির পছন্দের জিনিস কিনতো ছেলেটি। এভাবেই কাটলো প্রায় পাঁচ মাস। তারপর মেয়েটি জানতে পারলো যে সে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লো।

প্রায় চার মাস পর মেয়েটি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটি মেয়ের জন্ম দিলো। সেই মেয়েটির নাম রাখা হলো জবা।

জবার মা তখনো জানতো না যে জবার জন্ম হয়েছে। জানতে পারলো প্রায় আধঘণ্টা পর। তারপর মা মেয়েকে বুকে টেনে নিলো, আর তখন থেকেই জবার যত্ন নেয়া শুরু করলো সে।

দুই দিন পর হাসপাতাল থেকে জবার মাকে ছাড়পত্র দেয়া হলো। হাসপাতাল থেকে ফিরেই জবার মা জবাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, এবং জবার যত্ন নেয়া শুরু করলো। আর জবার বাবাকে সে বললো, 'এখন

থেকে এই কোলবালিশ নিয়ে তুমিই ঘুমাবে, যতদিন পর্যন্ত না জবা এই কোলবালিশের ওপর পূর্ণ অধিকার পাচ্ছে। জবার বাবা এতে রাজি হয়ে গেল। জবা এবং তার বাবার মাঝখানে থাকতো কোলবালিশটা, আর জবার মা জবাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতো। এভাবেই চললো জবার পরিবারের নতুন জীবন।

(জবার জন্ম তো হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে জবার বেড়ে ওঠা দেখবেন।)

অধ্যায় তিন
জবার শৈশব

(ফুটফুটে রাজকন্যা জবা তো জন্ম নিলো। এবার চলুন, দেখে আসি জবার শৈশব কিভাবে কাটে।)

জবার জন্মের পর থেকে জবার মা জবাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছুই করতে পারতো না। যা করার জবাকে ঘুম পাড়িয়ে তবেই করতো। মাঝেমধ্যে জবাকে তার বাবার কাছে রেখে এসে জবা তার কাজ করতো।

জবার জন্মের পর থেকে জবার মা জবাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছুই করতে পারতো না। যা করার জবাকে ঘুম পাড়িয়ে তবেই করতো। মাঝেমধ্যে জবাকে তার বাবার কাছে রেখে এসে জবা তার কাজ করতো।

এভাবেই কাটলো দুই বছর। এর মধ্যে জবার হাঁটাচলা, জবার কথা বলা সবকিছুর প্রকাশ ঘটলো। তখন থেকে জবার মা নিশ্চিন্তে সব কাজ ঠিকমতো করতে শুরু করলো।
জবাকে অনেক খেলনা (বিশেষ করে পুতুল) কিনে দেয়া হয়েছিলো যেন জবা সেগুলো দিয়ে খেলতে থাকে আর তার মা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে। জবা সেসব নিয়ে খেলত, আর জবার মা নিশ্চিন্তে ঘরের সব কাজ করতো।

প্রায় তিন বছর পর শুরু হলো জবার শিক্ষাজীবন। জবা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতো। তখন জবার মা জবাকে বললো যে জবা যদি ক্লাসে

প্রথম হতে পারে তবে তাকে সেই টুকটুকে লাল কোলবালিশটি উপহার দেয়া হবে। জবা তাতে রাজি হয়ে গেল।

বছরের শেষে দেখা গেল যে জবা ক্লাসে প্রথম হয়েছে। তখন জবাকে বলা হলো যে জবার ষষ্ঠ জন্মদিনে জবাকে সেই কোলবালিশটি উপহার দেয়া হবে। তার আগপর্যন্ত সেই কোলবালিশটির ওপর জবার পূর্ণ অধিকার থাকবে না। জবা সেই কোলবালিশটাকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে থাকলেও অপর পাশটা জবার মা জড়িয়ে ধরে থাকতো।

দেখতে দেখতেই চলে এলো নতুন বছর। জবাও একটু একটু করে কোলবালিশটা নিজের বুকে আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু জন্মদিনের উপহার পাওয়ার অপেক্ষা যেন শেষ হতে চাইলো না। এদিকে জবার মা-ও ফন্দি আঁটলো, জবাকে ওই কোলবালিশটা কাগজে মুড়ে দেয়া হবে। আর সবার শেষে জবাকে সেটা দিয়ে তাকে চমকে দেয়া হবে। জবার বাবাও এতে রাজি হয়ে গেল।

অবশেষে জবার জন্মদিন চলে এলো। জবার মা জবাকে স্কুলে পাঠিয়ে জবার কোলবালিশটার কভার খুলে কোলবালিশটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে আলাদা করে রেখে দিলো যেন জবা দেখতে না পারে। তারপর সে গেল কেক কিনতে। কেক কিনে জবাকে স্কুল থেকে নিয়ে এলো সে।

জবা তো ভীষণ খুশি। আজ সে তার প্রিয় কোলবালিশটাকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে ঘুমাতে পারবে, তাকে অনেক আদর করতে পারবে। কিন্তু সে বাসায় ফিরে দেখলো যে তার কোলবালিশটা নেই। তখন তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। জবা তার মাকে জিজ্ঞেস করতেই জবার মা বললো, 'দেখ, জবা, তুমি যদি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে না পারো, তাহলে ভবিষ্যতে কোলবালিশবিহীন বিছানায় কিভাবে ঘুমাবে? আর, অনেক মানুষ আছে যারা তোমার এই কোলবালিশ নিয়ে ঘুমানো পছন্দ করবে না। আবার অনেকেই আছে, যারা অন্যের কোলবালিশ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরকাছে রাখে। এমন হলে তো তুমি আর সেই কোলবালিশটা পাবে না। তাই আমি তোমার বাবাকে বলেছি কোলবালিশটা বিক্রি করে দিতে। আমরা এখন

থেকে কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাবো।' এ কথা শুনে জবা কেঁদে ফেললো। সে কোলবালিশ ছাড়া কিছুতেই থাকবে না। তখন জবার মা জবাকে বকতে লাগলো। সে বললো, 'যা-ই হোক না কেন, তুমি কখনোই কোনো কোলবালিশ পাবে না। আর যদি তুমি এটা মেনে নিতে না চাও, তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না।' এ কথা শুনে জবা ভয় পেয়ে গেল এবং চুপচাপ তার মায়ের কথামতো চললো।

সন্ধ্যায় জবার বাবা অফিস থেকে ফিরে বললো, 'জবা, মা, দেখ আজ কতজন তোমার জন্মদিন উদযাপন করবে। তুমিও তাদের সাথে গল্প করবে, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' মুহূর্তের মধ্যেই জবার বন্ধুরা বাসায় চলে এলো। জবা তাদের সাথে অনেক গল্প করলো। সে যেন কোলবালিশটার কথা কিছু সময়ের জন্য ভুলেই গেল।

হঠাৎ করেই জবার বাবা বললো, 'মা, এবার কেকটা কেটে ফেল তো দেখি।' জবা তার বাবার কথায় কেকটা কেটে সবাইকে ভাগ করে দিলো। সবাই মজা করে খেল কেকটা। তারপর সবাই জবাকে উপহার দিয়ে বিদায় নিলো।

রাতের খাবার খাওয়ার পর জবা এক এক কর উপহারের মোড়কগুলো খুলে দেখলো। কোনোটাতে জামা, কোনোটাতে খেলনা, কোনোটাতে বই ইত্যাদি। তখন জবার বাবা বললো, 'দেখ, সোনা, তোমার বন্ধুরা তোমাকে কত উপহার দিয়ে গেছে।' জবা বললো, 'তা তো দেখতেই পারছি। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আমাকে আমার জীবনের চেয়েও প্রিয কোলবালিশটা হারাতে হবে।' তখন জবার বাবা বললো, 'তুমি এসব নিয়েই খুশি থাকো। কোলবালিশ লাগবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর জবা বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখ বন্ধ করতেই সে দেখলো স্বপ্নে এক পরী তাকে বলছে, 'রাজকুমারী জবা, তোমার মন খারাপ কেন? কী হয়েছে?' জবা বললো, 'পরী, আমি তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। কিন্তু আমার মা কোলবালিশটা বিক্রি করে দিয়েছে। এবার আমি কিভাবে কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাবো?' তখন পরীটি বললো, 'সোনা, আমি সব

জানি। তাই আমি তোমার মাকে একই রকম আরেকটি কোলবালিশ কাগজে মোড়ানো অবস্থায় দিয়েছি। একবার চোখ খুলে দেখ, তোমার মা-ও এখানে চলে এসেছে। তোমার মাকে বলে দেখ, সে তোমাকে কোলবালিশটা দিয়ে দেবে।'

সাথে সাথেই জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখলো যে তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জবার মা বললো, 'তুমি তো সবার দেয়া উপহার দেখেছ। তাহলে আমাদের দেয়া উপহার কেন দেখবে না?' তখন জবা বললো, 'তোমরা যা-ই উপহার দাও না কেন, কোলবালিশ তো দাওনি। তাহলে তোমাদের দেয়া উপহার দেখে কী লাভ?' তখন জবার মা বললো, 'একবার উপহারটা দেখে নাও, তারপর পছন্দ না হলে না হয় আর দেখাবো না।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তবে মনে রেখো, এটাই শেষ বার।' তখন জবার মা বললো, 'মা-মণি, চোখটা বন্ধ কর, আর আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

কিছুক্ষণ পর জবার মা জবাকে সেই উপহারটা দিয়ে বললো, 'হাত দিয়ে পরখ করে বলো তো, এটা কী?' জবা পরখ করে বললো, 'এটা একটা সিলিন্ডার বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা অনেক তুলতুলে। অন্য সিলিন্ডারগুলোর মতো নয়।' জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে এটা কী?' জবা বললো, 'জানি না।' জবার মা বললো, 'তাহলে এটার মোড়ক উন্মোচন করে বলো এটা কী।' জবা মোড়ক উন্মোচন করতেই অবাক হয়ে গেল। এটা তো সেই টুকটুকে লাল কোলবালিশটা, যেটা তার মা তাকে উপহার দিতে চেয়েছ□। তখন জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এটার জন্যই তো আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। তাই আমি আর কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবো না। আমি কোলবালিশ ছাড়াই ঠিক আছি।' এটা শুনে জবার মা-ও কেঁদে ফেলল। বললো,
'আমি না হয় তোমার সাথে অন্যায় করেছি। কিন্তু এই কোলবালিশটার অপরাধটা কী? তুমি এটাকেই বুকে নিয়ে ঘুমাবে।' কিন্তু জবার কান্না না থামায় তার মা বললো, 'ঠিক আছে। আমিও তোমার সাথেই ঘুমাবো।'

এর মধ্যেই জবার বাবা বললো, 'কোথায় তুমি? একটা উপহার দেখাতে এত সময় লাগে কি?' তখন জবার মা বললো, 'আমার মেয়েটা কষ্ট পেয়েছে। তাই আমি তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো। যদি তোমার একা ঘুমাতে সমস্যা হয় তাহলে তুমিও চলে এসো। আমরা একসাথে জবাকে আদর করবো।' জবির বাবা বললো, 'ঠিক আছে। আসছি।' তারপর জবাকে মাঝখানে রেখে জবার বাবা-মা বিছানায় শুয়ে পড়লো। জবা বললো, 'আমি বাবার সাথেই ঘুমাবো। তুমি থাকো কোলবালিশ নিয়ে।' তারপর জবা তার বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা স্বপ্নে দেখল, তার মা বলছে, 'আমি যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই তবে তুমি কি কাঁদবে?' জবা বললো, 'না।' তখন জবার মা বললো, 'তাহলে আমি চলেই যাই।' জবা বললো, 'এভাবে চলে যেও না। তাহলে খুব কষ্ট পাবো।' জবার মা বললো, 'কষ্ট পাবে আর কাঁদবে না তা তো হতে পারে না। আমি চলেই যাচ্ছি। আর কোনো দিন ফিরে আসবো না।' জবা চিৎকার করে তার মাকে ডাকতে লাগলো, কিন্তু জবার মা সাড়া দিলো না।

তখন ঘুম ভেঙে গেল জবার। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো? তুম□ চলে গেলে আমি মরেই যাবো।' এটা শুনে জবার মা-ও কেঁদে ফেললো। বললো, 'তুমি তো আমার কলিজার টুকরো। তোমাকে ছেড়ে কি আমি কোথাও যেতে পারি?' তারপর জবার মা জবার কপালে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'আমার দুই পাশে আমার দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুমাবো।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মেয়ে তো আমি। তাহলে আরেক মেয়ে?' জবার মা বললো, 'এই যে কোলবালিশটা দেখছ, এটা তোমার বাবা আমাকে উপহার দিয়েছিলো। এটাকে আমি আমার মেয়ের মতোই ভালোবাসতাম। আর আমাদের জামার রঙের মতোই টুকটুকে লাল হওয়ায় আমি তার নাম রেখেছি জবা।' এতে জবা আরো বেশি অবাক হলো। সে বললো, 'তোমার দুই মেয়ে, কিন্তু তাদের একই নাম! কোনো ব্যাপার না। আমিও ভাবছিলাম, হয়তো এই কোলবালিশটার নামও জবা-ই হবে।' জবার মা বললো, 'বুকে নেবে এটাকে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। জবার বুকে তো জবাকেই মানায়, তাই

না?' জবার মা বললো, 'ঠিক বলেছ। নাও, মা-মণি। এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' জবা কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা স্বপ্নে দেখল যে সে তার মায়ের হাতে চুমু দিচ্ছে। কিন্তু আসলে জবা তার মায়ের বুকে চুমু দিয়েছিলো। জবার মা বললো, 'জানো, তুমি কোথায় চুমু দিয়েছ?' জবা বললো, 'তোমার হাতে।' জবার মা বললো, 'ন□। তুমি আমার বুকে চুমু দিয়েছ। যেখানে আমার সব কষ্ট জমে ছিলো, সেখানে চুমু দিয়ে তুমি আমার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছ।' জবা বললো, 'ভালো তো। তোমার মেয়ে তোমার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। এবার তুমি খুশি তো?' জবার মা বললো, 'হ্যাঁ। আমি ভীষণ খুশি।' জবা বললো, 'মা, তাহলে এবার তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর জবা ও তার মা-দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবার বাবা-মা দুজনেই উঠে পড়লো, কিন্তু জবা তার কোলবালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলো। জবার মা বললো, 'তুমি অফিসে যাও। আজ আমি জবাকে স্কুলে পাঠাবো না। গতকাল জবা যে কষ্ট পেয়েছে, তা দূর করে তবেই আমি তাকে স্কুলে পাঠাবো।' জবার বাবা বললো, 'আমিও তা-ই ভাবছি। আজ জবার স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি জবার সাথে সময় কাটাও।' জবার মা বললো, 'আমি তোমাকে খেতে দিচ্ছি। তুমি খেয়ে অফিসে যাও।' জবার বাবা নাশতা করে অফিসে চলে গেল। জবা ঘুম থেকে উঠে বললো, 'মা, আমি কি স্কুলে যাবো না?' জবার মা বললো, 'না, মা। আজ স্কুলে যেতে হবে না। তুমি বরং কোলবালিশটা নিয়ে এসো। আজ আমরা এটার সাথেই সময় কাটাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। কোলবালিশটা নিয়ে আসছি।'

জবা কোলবালিশটা নিয়ে এসে তার মায়ের কাছে বসলো। জবার মা বললো, 'আগে খেয়ে নাও। তারপর বলছি কী করতে হবে।' জবা খেয়ে উঠলে জবার মা বললো, 'এই কোলবালিশটা তোমার বোনের মতো। আমি এটাকে অনেক আদর করতাম। নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম এটাকে। তুমিও সেটাই করবে।' জবা বললো, 'অবসর সময়ে তুমি কী করতে?' জবার মা বললো,

'অবসর সময়ে আমি কোলবালিশ কোলে নিয়ে টিভি দেখতাম, বই পড়তাম, গান শুনতাম। তুমিও কি তা-ই করবে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। তাতে যদি আমার মন ভালো হয় তবে তা-ই করবো।' তখন থেকেই জবা কাজে লেগে পড়লো।

জবা কোলবালিশটাকে সাথে নিয়েই টিভি দেখতো, বই পড়তো, গান শুনতো। আর অনেক গল্প করতো। এভাবেই তার অবসর সময় কেটে যেত। জবা ক্লাসেও প্রথম হতো। সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু জবা কখনোই তার কোলবালিশটার কথা বাইরের কাউকে বলেনি, যাতে কেউ জবার কোলবালিশ জবার থেকে কেড়ে নিতে না পারে। যখন বাইরের কোনো লোক জবার ঘরে থাকতে আসতো, জবা তার কোলবালিশটা আলমারিতে লুকিয়ে রাখতো, যেন কেউ সেটি দেখতে না পায়। আবার বাইরের লোক চলে গেলে জবা তার কোলবালিশটা আলমারি থেকে বের করে সেটার সাথে সময় কাটাতো। এভাবেই কাটলো জবার আরো ছয় বছর।

(জবা তার শৈশব পার করে পা রাখবে কৈশোরে। তখন দেখবেন তার মধ্যে কী পরিবর্তন আসে।)

অধ্যায় চার
জবার কৈশোর

(শৈশব পেরিয়ে জবা পা রাখলো কৈশোরে। চলুন দেখে আসি কৈশোরে জবা ঠিক কী করে।)

সময় যেতে লাগলো, আর জবা-ও বড় হতে লাগলো। পুরনো জামাগুলো ছোট হয়ে যেতে লাগলো। তাই তাকে বড় জামা কিনে দিতে হলো। সে খেয়াল করলো, তার শারীরিক পরিবর্তন ঘটছে। তখন তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে কাউকে কিছু ঠিকমতো বলতে পারতো না।

এভাবে দুই বছর সে কোনোকিছুতেই মনযোগ দিতে পারলো না। সে ক্লাসেও ভালো ফল পেত না। সে নিজেও জানতো না তার কী হয়েছে। কখনো খিটখিটে মেজাজ থাকতো তার, আবার কখনো বিষণ্ন থাকতো সে।

দুই বছর যাওয়ার পর বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার নজরে আসে। তখন তিনি বললেন যে জবা এমন এক সময়ের মধ্যে যাচ্ছে, যখন তার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু জবা সেটা বুঝতে পারছে না। তাই সকলের উচিত জবাকে এ বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করা। তখন জবার সহপাঠিরাও বিষয়টা বুঝতে পারলো এবং তারা ঠিক করলো যে জবাকে এই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবে।

এভাবে একটু একটু করে জবা স্বাভাবিক হতে শুরু করলো, এবং আবার ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন করলো। সবাই আবার তাকে ভালোবাসতে শুরু করলো। জবা মাধ্যমিক পরীক্ষায়-ও খুব ভালো ফল পেয়েছিলো। এতে সবাই খুব খুশ□ হয়েছিলো। সবাই তাকে আবার কাছে টেনে নিলো, আর সবাই খুব ভালোবাসলো তাকে।

এরপর শুরু হলো জবার কলেজ জীবন। সেখানে সে পেল নতুন সহপাঠীদের। প্রথম বছর জবা খুব ভালো ফল করলেও দেখা গেল যে তার

প্রাপ্ত ফলাফল আরেকজনের প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মিলে গেছে। তার নাম কমল। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে যুগ্মভাবে তো আর দুইজনকে প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা যায় না, তাই ছেলে বলে কমলকে প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এতে জবা খুব কষ্ট পেল। তখন কমল বললো, 'সমাজে কি ছেলেরাই সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করবে? মেয়েদের কি সেই যোগ্যতা নেই?' তখন সবাই কমলের কথায় অবাক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারলো কমল কী চায়। পরে কমলকে বাদ দিয়ে জবাকেই প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হলো। এতে জবা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'বোকা মেয়ে। প্রথম স্থান অধিকার করে কেউ কাঁদে?' তখন জবা চোখ মুছে বললো, 'আমি এতটাই খুশি হয়েছি যে কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু তুমি এটা কেন করলে?' কমল বললো, 'আমি চাই মেয়েরা যেন ছেলেদের কারণে পিছিয়ে না থাকে। তুমিই আমার চোখে সেরা। তুমি জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যাও। আর অবশ্যই আমার কথা, এমনকি আমাকেও মনে রাখবে, কেমন?' জবা বললো, 'অবশ্যই।'

তার পরের বছরও জবা খুব ভালো ফলাফল করলো, এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিতভাবে কমলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। এতে সবাই জবার ওপর খুব খুশি হলো, আর বললো যে তারা সারা জীবন জবার পাশে থাকবে।

(কৈশোর থেকে জবা পা রাখবে যৌবনে, তারপর কমলকেই বিয়ে করবে সে। শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়।)

অধ্যায় পাঁচ
অবিবাহিত মেয়ে জবা

(কৈশোর পেরিয়ে জবা পা রাখলো যৌবনে। এখানে দেখবেন জবা তার বিয়ের আগ পর্যন্ত ঠিক কী করে।)

কলেজ জীবন শেষ করে জবা দেশের বিখ্যাত একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলো। তার পুরনো বন্ধুদের মধ্যেও অনেকেই সেখানে ভর্তি হলো। সেখানেও জবা অনেক ভালোভাবে পড়াশোনা করলো, আর প্রথম বর্ষে খুব ভালো ফল করলো। অনেক নতুন কিছু শিখলো সে।

প্রথম বর্ষ শেষ হতেই শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা শিক্ষার্থীদের সাথে ক্যাম্পিং করবে। তখন তারা শিক্ষার্থীদের দুই ভাগে বিভক্ত করলো: এক ভাগ শিক্ষার্থী যারা কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না, এবং অপর ভাগ যারা কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে। এ কথা শুনে জবা হেসে বললো, 'এমন কেন বলছেন, স্যার?' তখন সেই শিক্ষক বললেন, 'দেখ, আমার এত বয়স, বিয়ে হয়েছে অনেক আগে, তাও কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। আর তোমরা তো আমার ছেলেমেয়েদের মতো। আমি নিজেই যদি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে না পারি, তাহলে তোমাদের কিভাবে বলবো কোলবালিশ ছাড়া

ঘুমাতে?' এতে সবাই হেসে ফেললো। তারপর তারা ঠিক করলো যে তারা ক্যাম্পিং করবে।

অনেক কথার পর অবশেষে ঠিক করা হলো যে তিন দিন পর সবাইকে ক্যাম্পিং-এর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সবাইকে বলা হলো সুন্দরভাবে সাজতে, সাথে অতিরিক্ত এক সেট কাপড় সাথে নিয়ে আসতে বলা হলো। সেই সঙ্গে প্রিয় একটি বালিশ ও (কোলবালিশপ্রেমীদের জন্য) প্রিয় একটি কোলবালিশ নিয়ে আসতে বলা হলো।

জবা বাড়□ ফিরে এসেই তার বাবা-মাকে এ বিষয়ে সব খুলে বললো। তখন জবার মা বললো, 'আমার বাবার বাড়িতেও একটি কোলবালিশ আছে, যেটিকে বুকে নিয়ে আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার বিয়ের পর থেকে সেটি সেখানেই পড়ে আছে। ভাবছি, সেটাকে এখানে নিয়ে আসবো। যখন তোমার কোলবালিশটা এখানে থাকবে না, তখন আমি আমারটা নিয়েই থাকবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা। চলো, কালই নিয়ে আসি তোমার কোলবালিশটা।' জবার মা-ও এতে রাজি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে জবার মা পুরো পরিবার নিয়ে তার বাবার বাড়ি গেল। তারপর বললো, 'বাবা, আমার কোলবালিশটা তো এখানে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। আমি এটা আমার সাথে নিয়ে যাবো।' তখন জবার নানা বললো, 'ঠিক আছে, মা। কিন্তু তোমরা তো মাত্র এসেছ। আজ আমাদের সাথে থাকবে, কেমন?' জবার মা বললো, 'না, বাবা। আজ নয়। অন্য একদিন থাকবো।' জবা-ও বললো যে আজ নয়, অন্য কোনোদিন থাকবে তারা।

দুপুরের খাবার খেয়ে জবা ও তার পরিবার জবার মায়ের কোলবালিশটা নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে এলো। তারপর জবা বললো, 'দুটো কোলবালিশের কভারই পরিষ্কার করা দরকার।' জবার মা বললো, 'কাল পরিষ্কার করে দেব।'

পরদিন সকালে জবা দুটো কোলবালিশের কভারই খুলে ধুতে দিলো। একটি কোলবালিশ ছিলো বেগুনি রঙের, আর অপরটি ছিলো জবা ফুলের মতোই টুকটুকে লাল। জবা লাল কোলবালিশটা কোলে নিয়ে বললো, 'দেখ, লজ্জায় কেমন লাল হয়ে গেছে মেয়েটা। এত লজ্জা কিসের? বেশি লজ্জা পেলে তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে রাখবো। তারপর দেখি কোথায় যায় সব লজ্জা।' তখন জবার মা জবার কোল থেকে কোলবালিশটা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, 'না! তুমি এমনটা করতে পারো না তার সাথে।' জবা বললো, 'আমি তার সাথে একটু দুষ্টুমি করছিলাম। আমি কি পারি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কোলবালিশটাকে কষ্ট দিতে?' জবার মা বললো, 'তোমার কথায় অনেক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।' জবা বললো, 'তা-ই যদি হয় তাহলে আজ তুমি আমার কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাও, আর তোমার কোলবালিশটা এক রাতের জন্য আমায় দিয়ে দাও।' জবার মা এতে রাজি হয়ে গেল। তারপর দুপুরে কোলবালিশের কভারগুলো ধুয়ে দিলো সে।

সেই রাতে জবার মা জবাকে তার কোলবালিশ দিয়ে সে জবার লাল কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। জবা তার মায়ের বেগুনি কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি তো অনেকদিন আমার মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছ। এবার না হয় আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর জবা-ও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা তার মাকে বললো, 'মা, আজ নতুন করে আবৃত করে দেব কোলবালিশ দুটোকে। তারপর রাতে আমি সেই লাল কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাবো। আর অনেক আদর করবো সেটাকে।' জবার মা বললো, 'ঠিক বলছো তো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।'

তারপর দুপুরে জবা ও তার মা নিজ নিজ কোলবালিশে কভার লাগিয়ে ফেললো। তারপর জবা তার লাল কোলবালিশটা (যদিও তখন হলুদ কভার দিয়ে আবৃত) কোলে নিয়ে বললো, 'গতকাল আমার কথায় খুব কষ্ট পেয়েছিলে, তাই না? দুঃখিত, আর কখনো এমনটা করবো না তোমার সাথে।' তারপর কোলবালিশটাকে চুমু দিলো সে।

রাতে জবার মা তার প্রিয় বেগুনি কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা বুকে নিয়ে সেটিকে আদর করতে লাগলো, আর কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি কি এখনো আমার ওপর অভিমান করে আছো? আর অভিমান করে থেকো না। তুমি আমার ওপর অভিমান করলে যে আমি অনেক কষ্ট পাবো।' তারপর জবা ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে জবা স্বপ্নে দেখলো যে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'গতকাল তুমি আমাকে ওই ভাবে বললে কেন? তুমি কি জানো, তাতে আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি?' তখন জবা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, 'দুঃখিত, সোনা। আর কখনো এমন করবো না তোমার সাথে।' তারপর জবা চুমু দিলো ওই ছোট্ট মেয়েটাকে। কিন্তু তাতেও মেয়েটির মন ভালো হলো না। তখন জবা দুষ্টুমির ছলে বললো, 'আমি কাল হাতে মেহেদি লাগিয়ে সেই মেহেদি-রাঙা হাত দিয়ে তোমার গালে আদর করবো। তখন দেখি তোমার কেমন লাগে।' এতে অবাক হয়ে গেল ছোট্ট মেয়েটি। তারপর হেসে দিলো সে। তখন জবা বললো, 'এই তো। লক্ষ্মী মেয়েটার মুখে হাসি ফুটেছে।' তারপর মেয়েটিকে আবার চুমু দিয়ে জবা বললো, 'এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবার মা বললো, 'জবা, আজ না তোমার ক্যাম্পিং-এ যাওয়ার কথা?' তখন জবা ঘুম থেকে উঠে তার কোলবালিশটাকে বললো, 'আজ আমি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো। আশা করি, তোমার ভালো লাগবে।' তারপর সে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে গোসল করে একটি ধবধবে সাদা জামা এবং সাদা পায়জামা পরে নিলো। সেই সঙ্গে একটি সাদা ওড়না। জবার মা বললো, 'তোমার কোলবালিশটাকে কোলে নাও তো। একটা ছবি তুলে রাখি।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার কোলবালিশটা কোলে নিয়ে বসতেই জবার মা ছবি তুলে নিলো। তারপর জবা তার ব্যাগে একটি টুকটুকে লাল জামা, একটি লাল পায়জামা এবং সাথে একটি লাল ওড়না ঢুকিয়ে নিলো। সেই সঙ্গে কোলবালিশটাকেও ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলো

সে। তারপর জবা তার বাবা-মাকে বিদায় জানিয়ে সেই মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

জবা সেই মেডিকেল কলেজের সামনে যেতেই দেখলো সারি সারি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) বাস দাঁড়িয়ে আছে। সবাইকে বলা হলো নিজ নিজ ব্যাগে নিজ নিজ আইডি নাম্বার সংবলিত কাগজ লাগিয়ে নিতে। সবাই সেই কথা মতো নিজ নিজ ব্যাগে আইডি ট্যাগ লাগিয়ে নিলো। তারপর আইডি নাম্বার অনুযায়ী সাজিয়ে সবাইকে নিজ নিজ সিট বুঝিয়ে দেয়া হলো। বাসগুলো ছেড়ে গেল কাঙ্খিত গন্তব্যে।

বিকালে সবাই নিজেদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছে তাঁবু টানিয়ে নিলো। জবার সঙ্গে একই তাঁবুতে থাকতে দেয়া হলো কমলকে। জবা কমলকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলো। সে বললো, 'খুব ভালো হয়েছে যে আজ আমি তোমার সাথে রাত কাটাতে পারবো।' কমল বললো, 'আমিও তোমাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।' অনেক গল্প করলো তারা। তারপর তারা রাতের খাবার খেয়ে ব্যাগ থেকে নিজ নিজ কোলবালিশ বের করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে জবা স্বপ্নে দেখলো যে সেই ছোট্ট মেয়েটি তাকে বলছে, 'তোমাকে একদম সাদা পরীর মতো লাগছে। মনে হচ্ছে যেন আমি একটি সাদা পরীর বুকে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছি।' জবা হেসে বললো, 'তাই?' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ। পরীর বুকে মাথা রেখে ঘুমানোর মজা-ই আলাদা।' জবা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'আজ সাদা পরীর বুকে ঘুমাচ্ছ, কাল লাল পরীর বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে। আশা করি ভালো লাগবে।' তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর সবাইকে বলা হলো ব্যাগ গুছিয়ে নিতে। সেই কথামতো সবাই ব্যাগ গুছিয়ে নিলো। দুপুরে সবাই গোসল করে খেয়ে নিলো। তারপর সবাই বাসে উঠে আবার সেই মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। সন্ধ্যায় তারা সেই

মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছালো। তারপর সবাই ফিরে গেল নিজ নিজ ঘরে।

ঘরে ফিরে সবাই তাদের অভিজ্ঞতার কথা বললো। জবা-ও কিছু কম বলেনি। জবার বাবা-মা জবার অভিজ্ঞতার কথা শুনে খুব খুশি হলো। তারা বললো, 'আমরা মনে করেছিলাম যে তোমার প্রথম যাত্রায় কী-না-কী হয়ে যাবে, এখন তো দেখছি সব ঠিক আছে।' তারপর রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর থেকে আবার সবাই স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে লাগলো। জবা তার দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসে যেতে লাগলো। তবে তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো, সে কিছুতেই কমলকে কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে দেবে না। জবা কমলকে বললো, 'তুমি যদি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে না পারো তাহলে আমি কোনোভাবেই তোমাকে বিয়ে করবো না। আমিও কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাই।' কিন্তু কমল কিছুতেই এতে রাজি হলো না।

বিষয়টি নজরে এলো জবার এক সহপাঠীর। তার নাম জুঁই। জবা আর জুঁই বরাবরই একসাথে ক্লাস করে। জুঁই ঠিক করলো, সে কিছুদিন কমলের সাথে সময় কাটাবে, আর জবাকেও উচিত শিক্ষা দেবে, যেন সে কমলকেই বিয়ে করে। জবা ও কমল একসাথে অনেক কাজ করলেও সেই এক বিষয়ে তাদের মতের মিল নেই, কমল কোলবালিশ ছাড়া থাকবে না, আর জবা কমলকে কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে দেবে না। একদিন জুঁই কমলকে বললো, 'কমল, তুমি জবাকে ভুলে গিয়ে আমার সাথে সংসার করো।' কমল বললো, 'না। জবাকে যখন আমি আপন করতে পারলাম না তখন আমি ঠিক করেছি আমি অচিরেই আমার এই হৃৎপিন্ড দান করবো। জুঁই, তোমার হৃৎপিন্ড তো দুর্বল। তাই আমি আমার হৃৎপিন্ড তোমাকেই দিয়ে দেব।' জবা সেদিকেই হাঁছিলো। হঠাৎ কমলের এই কথা শুনে যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। জবা বললো, 'না, কমল। তুমি আমাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারো না।' তারপর কমলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো সে। কমল বললো, 'তোমার সাথে তো আমার মতের মিল নেই। তাহলে আমি কিভাবে

তোমার সাথে সংসার করবো?' জবা বললো, 'আমি এতকিছু বুঝি না। তুমি আমার সাথেই সংসার করবে। তুমি শুধুই আমার।' কমল বললো, 'ঠিক আছে। তুমিই আমার সবকিছু। আমি শুধু তোমার, আর কারো না।'

পরদিন ক্লাসে জবা জুঁইকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, জুঁই, তুমি তো কখনোই বলনি যে তোমার হার্টে সমস্যা আছে। আর হঠাৎ করে কমলকে কেন এই কথা বলতে গেলে?' জুঁই মিষ্টি হেসে বললো, 'জবা, আমি জানি যে তুমি কমলকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তাই আমি ইচ্ছা করেই এমনটা করেছি যেন তুমি বুঝতে পারো যে কমল তোমাকে কতটা ভালোবাসে। আসলে আমার সবই ঠিক আছে। আমি শুধু তোমাদের দুজনকে এক করতে চেয়েছি।' জবা বললো, 'সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি তুমি আমার জন্য এত কিছু করতে পারো। তুমি খুব ভালো।' তারপর থেকে সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করলো, এবং দ্বিতীয় বর্ষেও সবাই ভালো ফলাফল করলো।

তৃতীয় বর্ষের শুরুতে জবা হঠাৎ করেই খেয়াল করলো, জুঁই ঠিকমতো ক্লাস করছে না। সবসময় মন খারাপ করে থাকছে। তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, জুঁই? কী হয়েছে তোমার মন খারাপ কেন?' জুঁই বললো, 'জবা, জানো, আমি হোস্টেলের খাবার খেতে পারি না। হোস্টেলের কোনোকিছুই ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি না। তবে তার চেয়েও বড় কষ্ট হলো, আমি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। কিন্তু আমার মা আমাকে কিছুতেই কোলবালিশ নিয়ে হোস্টেলে যেতে দেবে না। কী করি, বলো তো।' জবা বললো, 'আজ থেকে তুমি আমার সাথে, আমার ঘরে থাকবে, আর আমার কোলবালিশটাই জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে।' জুঁই এতে রাজি না হলেও জবা জোর করেই জুঁইকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই জবা তার মাকে বললো, 'মা, এ হলো জুঁই, আমার এক ঘনিষ্ঠ সহপাঠী। সে-ও আমার মতোই, কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে দেবে না। পাশাপাশি জুঁই হোস্টেলের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারছে না। তাই আমি ঠিক করেছি আগামী তিন বছর সে আমাদের সাথেই থাকবে। তুমি দয়া করে

তাকে আমার সাথে থাকতে দাও।' জবার মা বললো, 'নিশ্চয়ই মেয়েটা অনেক দূর থেকে এসেছে। সে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। মিষ্টি মেয়ে একটা।' তারপর জুঁই-এর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো সে।

রাতের খাবার খাওয়ার পর জবা জুঁইকে লাল কোলবালিশটা দিয়ে বললো, 'এই নাও আমার কোলবালিশ। তুমি এটাকেই জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' জুঁই জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যদি তোমারটা নিয়ে ঘুমাই তাহলে তুমি কিভাবে ঘুমাবে?' জবা বললো, 'আমি কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাবো।' জবার মা বললো, 'না, জবা। তুমি নিজের কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাও, আমি আমারটা দিচ্ছি জুঁইকে।' তারপর জবার মা বেগুনি কোলবালিশটা জুঁইকে দিয়ে বললো, 'তুমি এটা নিয়ে ঘুমাও, আর জবাকে তারটা নিয়ে ঘুমাতে দাও।' জুঁই বেগুনি কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। আর জবা তার লাল কোলবালিশটা বুকে টেনে নিয়ে সেটাতে একটি চুমু দিয়ে সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো।

স্বপ্নে জুঁই দেখলো একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। জবা ওই মেয়েকে স্বপ্নে অনেকবার দেখেছে, তাই জবা মেয়েটিকে খুব ভালোভাবেই চেনে। জবা মেয়েটাকে বললো, 'তুমি তো সচরাচর আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও। আজ হঠাৎ আরেকজনের বুকে কেন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'এ আমি কার বুকে মাথা রেখেছি?' জবা বললো, 'এ হলো জুঁই। সে আমার বোনের মতো। তোমাকে অনেক আদর করবে।' জুঁই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'জবা, তুমি কি এই মেয়েকে চেনো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। সে সবসময় আমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমায়। খুব আদরের মেয়ে সে। আজ সে তোমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমাবে।' জুঁই মেয়েটাকে চুমু দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন থেকে আবার সবাই স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করলো। যারা হোস্টেলের পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়নি তারা তাদের প্রিয় সহপাঠীদের ঘরে গিয়ে উঠলো। সেখানেও সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা

করলো, এবং সবাই ভালো ফলাফল করল□। এভাবেই চললো আরো তিন বছর।

(জবা তো তার শিক্ষাজীবন শেষ করে পা রাখলো কর্মজীবনে। এবার তার বিয়ের পালা। জবা কমলকে বিয়ে করে তার সাথেই সংসার করবে।)

অধ্যায় ছয়
জবার বিয়ে

(পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষে জবা এখন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক। এবার তার বিয়ের পালা। চলুন, দেখে আসি জবা ও কমলের বিয়ে ঠিক কিভাবে হয়।)

শিক্ষাজীবন শেষ করে সেই মেডিকেল কলেজের সবাই এখন ডাক্তার হয়ে গেছে। যে যার মতো করে নিজ নিজ কর্মস্থল খুঁজে নিচ্ছে। জবাকে শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে জুঁই নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে কথা দিয়েছে, সে সবসময় জবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। জবার মনটা তখন ভীষণ খারাপ। ঠিক সেই সময় কমল জবাকে বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমি আছি তো।' জবা কেঁদে বললো, 'আমার অনেক প্রিয় সহপাঠী ছিলো জুঁই। তাকে এভাবে চলে যেতে দেখে আমার সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে।' কমল তাকে জড়িয়ে ধরে সমবেদনা জানালো।

সেই রাতে জবা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলো, সেই মেয়েটি তাকে বলছে, 'আজ তোমার সেই বোন কোথায়? নিশ্চয়ই বেড়াতে গেছে, তাই না?' জবা বললো, 'না। সে একবারেই চলে গেছে, সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।' এটা শুনে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি যে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে চাই।' জবা বললো, 'এখন থেকে তুমি শুধু আমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমাবে। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে এমন মার মারবো যে সারা জীবন মনে থাকবে।' মেয়েটি মন খারাপ করে জবার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জবার। সে বলল□ যে তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে। পরদিন সে হাসপাতালে যেতেই তাকে তার চেম্বার বুঝিয়ে দেয়া

হলো। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর একদিন জবা হঠাৎ করেই খেয়াল করলো, জুঁই তার দিকেই এগিয়ে আসছে। জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, তুমি এখানে?' তখন জুঁই বললো যে তাকে জবার অধীনে কাজ করতে বলা হয়েছে। এতে জবা খুব খুশি। জবা বললো, 'তুমি তাহলে আমার ঘরেই থাকবে, তাই না?' জুঁই বললো, 'না রে। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি আমার স্বামীর সাথেই থাকবো। তবে তোমার মন খারাপ থাকলে বলে দিও, তখন তোমার সাথেই থাকবো।' জবা বললো, 'লক্ষ্মী বোন আমার। তুমি সুখে সংসার করবে, এটাই আমি চাই।' জুঁই বললো যে তা-ই হবে।

জবা ঘরে ফিরে তার বাবা-মাকে সব বলতেই জবার মা বললো, 'তুমি তো কমলকে ভালোবাসো। তাহলে একদিন কমলকে বলো আমাদের সাথে দেখা করতে।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। কাল বলবো।' পরদিন জবা কমলকে নিয়ে তার ঘরে যেতেই জবার বাবা বললো, 'কমল তো খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে। আশা করি তোমাকে খুব ভালো রাখবে।' কমল বললো, 'তা ঠিক বলেছেন। জবার সাথে বিয়ে হলে আমি খুব খুশি হবো।' তারপর ঠিক করা হলো যে পরদিন জবা ও তার পরিবার কমলের ঘরে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবে। জবা এতে ভীষণ খুশি। রাতে সে তার কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তোমাকে আমি একটা নতুন সঙ্গী দেব, যে সবসময় তোমার সাথে থাকবে, তোমার সাথে গল্প করবে। তুমি অবশ্যই তাতে খুশি হবে, তাই না?' বলে সেটাকে একটা চুমু দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখলো যে সেই ছোট্ট মেয়েটি মন খারাপ করে তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। এদিকে জুঁই মেয়েটিকে বলছে, 'আমার বুকে এসো।' কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই জুঁই-এর কাছে যাবে না। জবা মেয়েটিকে বললো, 'আমি তোমার সাথে যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। তুমি জুঁই-এর বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' মেয়েটি বললো, 'না। আমি তোমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমাবো।' তারপর জবা বললো, 'থাক, জুঁই। মেয়েটা আমার উপর রাগ করেছে। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলে তাকে আমি তোমার বুকে তুলে দেব।' মেয়েটি বললো যে সে ঘুমাবে না, কিন্তু অল্প

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর জবা মেয়েটিকে জুঁই-এর বুকে তুলে দিয়ে বললো, 'এবার তুমি মেয়েটিকে বুকে নিয়ে ঘুমাও।' জুঁই মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'লক্ষ্মী মেয়ে। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর জুঁই ও জবা-দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা ও তার পরিবার সেজেগুজে কমলের বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। জবা পরেছিলো লালচে-কমলা রঙের শাড়ি, এবং কপালে ছোট কালো টিপ। দারুণ লাগছিলো তাকে। কমলের ঘরে পৌঁছাতেই কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'জবা, আমার স্বপ্নের রাজকন্যা, তোমাকে দারুণ লাগছে।' জবা লজ্জায় হেসে বললো, 'কী যে বলো না। আমাকে মোটেও দারুণ লাগছে না।' কমল বললো, 'সব মেয়েরাই এমন করে। কিন্তু আমি সত্যি বলছি, তোমাকে দারুণ লাগছে।' তারপর দুই পরিবারের সদস্যরা কথা বলে বিয়ের তারিখ ঠিক করলো। জবা ও কমলকে আলাদা করে কথা বলার জন্য কিছু সময় দেয়া হলো।

তখন কমল মন খারাপ করে বললো, 'জবা, আমার একটা কোলবালিশ ছিলো, সেটা তো তুমি জানো, তাই না?' জবা বললো, 'তা জানি, কিন্তু কী হয়েছে সেটার?' কমল বললো, 'আমার মা সেটাকে কেটে ফেলেছে। বলেছে কোলবালিশ ছেড়ে বউ নিয়ে থাকতে।' জবা বললো, 'মূল কোলবালিশটা কী রঙের ছিলো, সেটা বলো। বাকিটা আমি দেখছি।' কমল বললো, 'কমলা রঙের, একরঙা কোলবালিশ।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। বাসায় আমার একটা কমলা রঙের জামা আছে। সেটাকে কেটেই তোমার জন্য নতুন কোলবালিশ বানাবো আমি।' তারপর তারা কথা শেষ করলো। জবা তার বাবা-মায়ের সাথে ঘরে ফিরে এলো।

জবা ঘরে ফিরে এসে যেন কিসের মধ্যে হারিয়ে গেল। সে আর নিজের মধ্যে নেই। নতুন জীবনসঙ্গী পাবে, এটা ভেবে জবা খুব খুশি হলো। রাতে নিজের কোলবালিশটাকে কমল মনে করে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতো সে। এভাবেই চললো বেশ কয়েক দিন। তারপর হঠাৎ একদিন জুঁই এসে

উপস্থিত হলো জবার ঘরে। সে বললো যে সেদিন তারা দুজনে একসাথে থাকবে। জবা তাতে রাজি হয়ে গেল। সেই রাতে একসাথেই থাকলো তারা।

জবা তো তার বিয়ের জন্য কেনাকাটা অনেক আগেই শুরু করেছিলো। দেখতে দেখতে তার বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। এর মধ্যেই কমল তার মাকে বললো যে সে কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারবে না, তাই কমলের মা কমলের জন্য একটি কমলা রঙের একরঙা কোলবালিশ বানিয়ে দিলো, কিন্তু সে কমলকে বললো যে বিয়ের পর এই কোলবালিশ জবাকে দিয়ে দিতে হবে। কমল তাতে রাজি হয়ে গেল। ফলে জবাকে আর কষ্ট করে কোলবালিশ তৈরি করতে হলো না। কমলের বিয়ের কেনাকাটাও দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল।

অল্প কয়েকদিন পর এলো সেই শুভ দিন। আজ জবার বিয়ে। জবা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি গোসল করে বিয়ের সাজে সেজে নিলো। পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, কপালে ছোট্ট লাল টিপ, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, চোখে কালো কাজল, সব মিলিয়ে দারুণ লাগছিলো জবাকে। কমলও তাড়াতাড়ি গোসল করে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে নিলো। তারপর কমল তার বাবা-মাকে নিয় জবার বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

জবার বাড়িতে তখন বিশাল আয়োজন। অনেক খাবার, অনেক সাজসজ্জা। কমল তো এসব দেখে অবাক! এত সাজসজ্জা আগে দেখেনি সে। জবাকে আলাদা একটি ঘরে রাখা হয়েছিলো। চুপচাপ বসে ছিলো সে। পরে জবার মা জবাকে নিয়ে এসে কমল ও জবাকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলো। জবা তখন লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। কমলের দিকে চোখ পড়ছে না তার। কমল জবার গালে হাত দিয়ে বললো, 'লজ্জার কী আছে? আমি তো আজ থেকে তোমারই। তুমিই আমার বুকের বাম পাশ।' জবা তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কমলের দিকে। কমল বললো, 'এই তো। লক্ষ্মী মেয়েটা লজ্জা কাটিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছে।'
জবা বললো, 'এটা কি বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' কমল বললো, 'মোটেও না।'

এর মধ্যেই জুঁই হঠাৎ বলে উঠলো, কী সুন্দর লাগছে আমার বোনটাকে! যেন এক লাল পরী। তার পাশে কমলকেও দারুণ মানিয়েছে। যেন রাজযোটক।' তারপর সে বললো সবাই যেন এই নবদম্পতির নতুন জীবনের সুখের জন্য দোয়া করে। পরে সবাই দুপুরের খাবার খেল। সবার আগে খেল জবা ও কমল। তাদের যেভাবে আপ্যায়ন করা হলো তা বলে বোঝানো যাবে না। তারপর সবাই জবা ও কমলের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলো যেন তারা সুখে জীবন যাপন করে। সঙ্গে নবদম্পতিকে উপহার দিতেও ভুললো না তারা। তারপর বিবাহ সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জবা ও কমলের বিয়ে সম্পন্ন হলো।

তারপর কমলের বাবা-মা কমলকে জবার ঘরে রেখে বললো, 'আজ তোমরা এখানেই থাকো। কাল আমাদের ঘরে আসবে, কেমন?' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা চলে গেল। অন্যান্য অতিথিরাও চলে গেল। রইলো শুধু জুঁই ও তার স্বামী। জুঁই বললো, 'তোমার গায়ে সোনার গয়না মানায় না।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি হঠাৎ এ কথা কেন বলছ?' জুঁই বললো, 'তুমি নিজেই এক স্বর্ণবালিকা (সোনার টুকরো মেয়ে)। তোমার গায়ের রং-ই তো খাঁটি সোনার মতো।' জবা বললো, 'তুমি পারোও বটে। আমি মোটেও এতটা সুন্দর নই।' জুঁই বললো, 'তাই বুঝি?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' জুঁই বললো, 'ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমাদের যেতে হবে। আবার কবে এখানে এসে তোমার সাথে দেখা করতে পারবো, সেটা জানি না।' জবা বললো, 'আরে বোকা, তুমি কমলের ঘরে গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে।' পরে জুঁই তার স্বামীকে নিয়ে নিজ ঘরে চলে গেল।

রাতে খাওয়ার পর জবা ও কমল গেল বাসর করতে। সেখানে কমল জবাকে বললো, 'তোমার গায়ের গয়না খুলে ফেল। সত্যিই সেগুলো তোমার গায়ে মানায় না। গয়না ছাড়াই তোমাকে বেশি সুন্দর লাগে।' এতে জবা ভীষণ রগে গেল। সে বললো, 'ঠিক আছে। গয়না খুলে রাখছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমার কাছে আসতে দেব না। আমরা এক খাটে ঘুমালেও আলাদা ঘুমাবো।' কমল বললো, 'রেগে গেলে তোমাকে আরো মিষ্টি লাগে।' এ কথা শুনে জবা আরো বেশি রেগে গেল। সে বললো, 'ঠিক আছে। এখন থেকে

আমরা আলাদা থাকবো। আমি কোনো কিছুই তোমার সাথে ভাগাভাগি করবো না।' তারপর সে তার লাল কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে জবা স্বপ্নে দেখল, সেই ছোট্ট মেয়েটি এবার কমলের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। জবা মেয়েটিকে বললো, 'কী রে, আজ তুমি আমার বুকে মাথা না রেখে এই খারাপ ছেলেটার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছ?' মেয়েটি বললো, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আর তুমি কি না তাকে খারাপ বলছো?' জবা বললো, 'সে আমাকে নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করছে। আমি তার সাথে থাকতে চাই না।' মেয়েটি বললো, 'এসব তো ডাইনীরা বলে। তুমি তো এক ফুটফুটে পরী। তাহলে তুমি কেন এসব বলছ?' জবা বললো, 'কারণ সে আমাকে পরী থেকে ডাইনী বানিয়ে দিয়েছে।' মেয়েটি বললো, 'যদি তা-ই হয় তাহলে আমি তার সাথে দূরে চলে যাবো।' জবা বললো, 'যাও তাহলে।' কিছুক্ষণ পর জবা দেখলো যে আশপাশে কেউ নেই। এর মধ্যেই একজন এসে বললো যে তারা সড়ক দুর্ঘটনায় মরে গেছে। তখন জবা চিৎকার করে বললো, 'এ হতে পারে না। কমল, তোমরা কোথায়? একবার ফিরে এসো। কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আমরা একসাথে থাকবো। সবসময় সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব।'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জবার। সে উঠে দেখল যে কমল বিছানায় নেই। জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কমল, তুমি কোথায়?' কমল তখন বাথরুমে ছিলো। সে বেরিয়ে এস□ জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কী হয়েছে, প্রিয়তমা? কাঁদছ কেন?' জবা বললো, 'কথা দাও, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।' কমল বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ। দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসছি।' জবা বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমি বাঁচবো না তোমাকে ছাড়া।' কমল বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে চলো আমার সাথে।' তারপর কমল জবাকে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি খাওয়ালো। তারপর আবার ফিরে এলো তারা। তারপর কমল বললো, 'জবা, তুমি আমার বুকে মাথা রাখো।' জবা কমলের বুকে মাথা রাখতেই কমল জিজ্ঞেস করলো যে জবা স্বপ্নে কী দেখেছে। জবা কমলকে

সবটা খুলে বলতেই কমল বললো, 'এবার ঘুমাও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।' জবা বললো, 'আমার শীত লাগছে। আমাকে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দাও।' কমল জবাকে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিয়ে জবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'তোমার ঢেউ খেলানো চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ভালো লাগছে, তাই না?' জবা বললো, 'খুব ভালো লাগছে। তুমি প্রতি রাতেই আমার সাথে এমন করবে, কেমন?' কমল বললো, 'ঠিক আছে। তুমি এবার কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাও তো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে সেটাকে চুমু দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ম্যাডাম, এবার উঠে পড়ুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।' জবা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। জবা তার কোলবালিশটা সাথে করে নিয়ে কমলের ঘরে যেতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করতেই জবার মা জবাকে বললো যে জবা চাইলে তার কোলবালিশটা সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু জবার বাবা তাতে রাজি হলো না। সে বললো যে জবার কোলবালিশ এখানেই থাকবে, আর জবা শুধু এখানে এসেই সেটাকে নিয়ে ঘুমাতে পারবে। এতে জবার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু সে কাউকে কিছু বুঝতে দিলো না।

দুপুরে খাওয়ার পর জবা তার বাবা-মাকে বললো, 'আমি আবার কবে তোমাদের সাথে দেখা করতে পারবো, জানি না। কিন্তু তোমাদের রেখে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না।' তখন জবার মা বললো, 'আমাদের সাথে থাকতে না পারলেও এই কোলবালিশটাই মনে করিয়ে দেবে আমাদের কথা। এটাই তোমার আপনজন।' কিন্তু জবার বাবা তাতে রাজি হলো না। সে বললো, 'বিয়ে যখন করেই ফেলেছ তখন তোমাকে কোলবালিশ ছাড়াই থাকতে হবে। আমি কোনোভাবেই তোমাকে কোলবালিশ নিয়ে যেতে দেব না।' এটা শুনে জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলো, আর বললো, 'এর চেয়ে ভালো আমি মরে যাই। আমি যখন কোলবালিশটা নিয়ে যেতে পারবো না, তখন আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?' জবার মা জবার বাবাকে বললো, 'যদি তোমার জন্য আমার মেয়েটার কিছু হয়ে যায়, আমি ভুলে যাবো তুমি আমার কে হও।' কমল বললো, 'যদি

জবাকে কোলবালিশ নিয়ে যেতে দেয়া না হয় তবে আমি এই বিয়ে ভেঙে দেব।' তখন জবার বাবা বললো, 'জবা, মা, দরজা খুলে দাও। আমি বলছি, তুমি যেখানেই যাও না কেন, সবসময় তোমার কোলবালিশটাকে সাথে নিয়ে যাবে। এটা নিয়ে আর কোনো কথা হবে না।' জবা বললো, 'ঠিক বলছ তো?' জবার বাবা বললো, 'হ্যাঁ।'

জবা তার কোলবালিশটা কোলে নিয়ে সেটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমাকে একটা নতুন সঙ্গী উপহার দেব। চলো আমার সাথে।' তারপর জবা সেটাকে নিয়ে বেডরুম থেকে বের হয়ে বসার ঘরে এলো। কমল বললো, 'দেখ, জবা, মেয়েটি তোমাকে কিছু বলতে চায়।' জবা কোলবালিশটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বলতে চাও?' তারপর সে বললো, 'আমি কি না এক লাল পরী, আর এটা কি না আমার লাল কোল! আর সেই কোলে এক লাল কোলবালিশ!' তারপর সে কোলবালিশটাকে হালকা আঘাত করে বললো, 'তুমি এতটা দুষ্টু কবে হলে?' কমল বললো, 'এভাবে আঘাত করলে তো মেয়েটা কষ্ট পাবে।' জবা বললো, 'জানি। আমি কি এই ফুটফুটে মেয়েকে কষ্ট দিতে পারি? তার আগেই যে আমার বুকটা ফেটে যায়।' তারপর জবা কোলবালিশটাকে আরেকটা চুমু দিয়ে বললো, 'লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি সত্যিই খুব ভালো। আমার অতি প্রিয় তুমি।' জবার মা বললো, 'কোলবালিশটাকে আমার কোলে তুলে দাও। হয়তো আর কোনোদিন দেখতে পারবো না এটাকে। তাই শেষবারের মতো এটাকে আদর করতে চাই।' জবা বললো, 'না, মা। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো তুমি আবার তাকে দেখতে পাবে, যদিও ঠিক জানি না কবে।' তারপর জবা তার মাকে কোলবালিশটা দিতেই জবার মা কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, আর কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'শোনো, তুমি তো আর আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। তুমি জবার সাথে অন্য ঘরে গিয়ে উঠবে। সেখানে এক লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, আর সবার কথা শুনে চলবে, আর পারলে আমাদের ভুলে যাবে।' তখন জবা বললো, 'কী যে বলো না। সে কেন তোমাদের ভুলে যাবে?' তারপর জবা কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে বললো, 'তুমি মনে হয় আমার মাকে ছেড়ে যেতে চাইছ না। আর যাবেই বা কিভাবে? আমার জন্মের আগে তো তুমি তার বুকেই ঘুমাতে।' তখন জবার মা বললো, 'এটাকে তোমার

বুকেই ভালো মানায়, তাই তুমিই নিয়ে যাও এটাকে।' জবা কোলবালিশটাকে বললো, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, যদি তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো পুরো পথ আমার কোলে ঘুমাতে ঘুমাতে যাও।' কমল বললো, 'সে রাজি হয়ে গেছ□।' জবা কোলবালিশটাকে বললো, 'তোমার ওপর যেন কারো নজর না লাগে, সে জন্য তোমাকে আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি।' তারপর জবা কোলবালিশটাকে আরেকটা চুমু দিয়ে তার লাল শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে দিলো। জবার বাবা বললো, 'তোমাকে এখন অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন পরিবারে অনেক কাজ করতে হবে। পাশাপাশি, খুব আদর-যত্নে রাখবে এটাকে, কেমন?' জবা বললো, 'আচ্ছা।'

তারপর জবা তার বাবা-মাকে বিদায় জানালো। কিন্তু জবার মন যেন তাতে সায় দিলো না। তাই জবা তার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো আর বললো, 'জানি না, তোমাদের ছাড়া আমি কিভাবে থাকবো।' কমল বললো, 'হাসপাতাল থেকে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় আমরা এখানেই খাবো, তারপর আবার হাসপাতালে যাবো।' এই কথা শুনে লজ্জায় হেসে ফেললো জবা। সে বললো, 'তা কি কখনো হয়?' কমল বললো, 'তা-ই হবে। হাজার হোক, তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারি না। তাই বলছি, দুপুরে আমরা এখানেই খাবো।' জবা বললো, 'তুমি আমার জন্য কত কিন্তা করো! আমার মনে হয় তুমিই আমার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী।' কমল বললো, 'এবার চলো, যাওয়া যাক।' তারপর তারা দুজনেই গাড়িতে উঠে বসলো, এবং গল্প করতে করতে কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো, এবং সেখানে পৌঁছালো প্রায় তিন ঘণ্টা পর।

(জবা তো বিয়ে করে নতুন ঘরে গেল। এবার জবা শুরু করবে তার নতুন জীবন।)

অধ্যায় সাত
বিয়ের পরের জীবন

(জবা তো বিয়ে করে নতুন ঘরে পা রাখলো। এবার দেখুন তার সাথে কী হয়।)

জবা ও কমল দম্পতি নতুন ঘরে ঢুকলো। তাদের দেখে কমলের বাবা-মা খুব খুশি। কমলের মা জবাকে দেখে বললো, 'তুমি কি তোমার সেই কোলবালিশ সাথে করে নিয়ে এসেছ?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, মা।' তারপর সে তার শাড়ির আঁচল থেকে কোলবালিশটাকে বের করে কোলে নিলো। তখন কমলের মা বললো, 'খুব সুন্দর তো! এটাকে আমার কোলে তুলে দাও তো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর জবা তার কোলবালিশটা কমলের মায়ের কোলে তুলে দিলো।

কমলের মা কোলবালিশটা পেতেই একটু একটু করে তার কভারটা খুলতে লাগলো। জবা বললো, 'আর খুলবেন না, মা। নইলে সে লজ্জায় মরেই যাবে।' তারপর জবা কমলের মায়ের কোল থেকে কোলবালিশটা নিয়ে তাকে পূর্ণভাবে ঢেকে দিয়ে বললো, 'কাঁদে না, সোনা। আমি আছি তো।' কমলের মা বললো, 'এটা তো তোমার বোন বলে মনে হচ্ছে না।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?' কমলের মা বললো, 'এটা তোমার মেয়ে।' জবা বললো, 'তাই নাকি? তাহলে তো আরো ভালো। এটাকে আরো বেশি আদর করবো।'

তারপর জবা কোলবালিশটাকে নিয়ে কমলের বেডরুমে গেল। সেখানে সে দেখলো যে বিছানার ওপর সবুজ কভার দিয়ে আবৃত আরেকটি কোলবালিশ আছে। তখন জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটাই কি তোমার কমলা কোলবালিশ?' কমল বললো, 'হ্যাঁ।' তখন জবা তার কোলবালিশটা কমলের কোলবালিশের পাশে রেখে বললো, 'বলেছিলাম না, তোমাকে এক নতুন সঙ্গী উপহার দেব? এই নাও।' তারপর দুটো কোলবালিশকেই চুমু দিয়ে জবা বললো, 'আমি আসি, কেমন? আমাকে তো অনেক কাজ করতে হবে।' কমল বললো, 'তার কোনো দরকার নেই।' জবা অবাক হয় জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?' কমল বললো, 'আমরা সবাই কাজ ভাগ করে নিয়েছি। তোমাকে সব কাজ করতে হবে না।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছ□। তাহলে আমি আমার মেয়েদের আরো বেশি সময় দিতে পারবো।' কমল বললো, 'ঠিক বলেছ।'

রাতের খাবার খেয়ে জবা ও কমল যখন শুতে যাবে, তখন কমল জবাকে বললো, 'তোমার গায়ে সোনার গয়না মানায় না।' এতে জবা ভীষণ রেগে গেল। তখন কমল বললো, 'তুমি রেগে গেলে তোমাকে আরো মিষ্টি লাগে।' এতে জবা আরো বেশি রেগে গেল। সে বললো, 'যদি তা-ই হয় তাহলে আমি আর কখনোই তোমার সাথে খাবো না, তোমার সাথে ঘুমাবো না, এমনকি তোমার কোনো কাজেও আর সাহায্য করবো না।' তখন কমল জবাকে চুমু দিতে চাইলে জবা বললো, 'তুমি আমার কাছে আসবে না।' তখন কমলের মন খারাপ হয়ে গেল। তবুও সে জবাকে কোলে তুলে নিলো। তখন জবা

বললো, 'তোমাকে বলেছিলাম আমার কাছে না আসতে। তবুও তুমি আমাকে স্পর্শ করে কোলে তুলে নিয়েছো! তোমার সাহস তো কম না!' এর মধ্যেই কমল জবাকে দোল খাওয়ানো শুরু করলো। তখন জবা হেসে বললো, 'জানো, কমল, ছোটবেলায় আমার বাবা-মা আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য এভাবেই দোল খাওয়াত। এই বয়সে এসে তোমার কোলে চড়ে দোল খেতে পেয়ে আবার যেন ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছি।' তখন কমল বললো, 'কে বলেছে তুমি বড় হয়ে গেছ? তুমি তো এখনো সেই ছোট্টটিই আছো।' জবা হেসে বললো, 'তাই, না? এবার আমাকে নামিয়ে দাও।'

কমল জবাকে খাটের উপর নামিয়□ দিতেই জবা বললো, 'আমি ছোট থাকলে তুমি আমাকে অনায়াসেই কোলে তুলে নিতে পারতে। এখন কি আর তুমি আমার ভার সামলাতে পারবে?' কমল বললো, 'আমি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারি, কারণ তুমিই আমার হৃৎস্পন্দন।' এতে জবা এতটাই খুশি হলো যে সে কেঁদেই ফেললো। তখন কমল জবাকে বুকে জড়িয□□ ধরে বললো, 'কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না।' জবা বললো, 'কথা দিলাম।' তারপর কমল জবাকে চুমু দিয়ে কমলা কোলবালিশটা জবাকে দিয়ে বললো, 'আজ তুমি এটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাও, আর আমি তোমারটাকে নিয়ে, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল যে লাল জামা পরা মেয়েটি মন খারাপ করে বসে আছে। পাশে কমলা জামা পরা মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, বোন?' লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'আমাকে মেহেদি-রাঙা হাত দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।' তখন জবা বললো, 'আমি তোমাকে আমার মেহেদি-রাঙা হাত দিয়ে মেরেছি, তাই তো? তাহলে এবার আমি তোমার হাতের এপিঠ-ওপিঠ দুপিঠেই মেহেদি দিয়ে রাঙিয়ে দেব।' এতে মেয়েটি সত্যিই খুব খুশি হলো। জবা বললো, 'এই তো। মেয়েটির মুখে হাসি ফুটেছে।' তারপর জবা মেয়েটির হাতের এপিঠে মেহেদি লাগিয়ে দিয়ে বললো, 'আগে এটা শুকিয়ে যাক, তারপর ওপিঠে মেহেদি লাগিয়ে দেব।' সেটাই হলো। তারপর হাত পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর মেহেদি ধুয়ে দেয়া হলো। মেয়েটি তখন

বললো, 'তুমি তো খুব সুন্দর আলপনা দিতে পারো।' জবা হেসে বললো, 'ঠিক বলেছ, সোনা। এখন আর আমার ওপর অভিমান করে নেই তো?' মেয়েটি বললো, 'একদম না।' তখন জবা দুই মেয়েকেই চুমু দিয়ে তার দুপাশে বসিয়ে দিলো।

ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে জবার। সে দেখল যে কমল তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'ও পরী, কথা দাও, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।' জবা বললো, 'আমারও অন্য পরীদের মতোই ডানা তৈরি হবে, আর ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগেই আমি উড়ে চলে যাবো।' তারপর জবা উঠে বাথরুমে গেল। সেখান থেকে বের হয়ে জবা দেখল যে কমল কাঁদছে। তখন জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় ছিলে তুমি?' জবা বললো, 'আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।' কমল বললো, 'কথা দাও, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না।' জবা বললো, 'আমি তোমার হৃৎস্পন্দন, তাই আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। কথা দিলাম।' তারপর কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। জবাও ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল যে তার দুই পাশে দুই মেয়ে, একজন কমলা জামা পরা এবং অপরজন লাল জামা পরা। জব□ দুই মেয়েকে তার কোলের দুই পাশে বসিয়ে প্রথমে লাল জামা পরা মেয়েটিকে, তারপর কমলা জামা পরা মেয়েটিকে চুমু দিলো। তারপর জবা লাল জামা পরা মেয়েটিকে বললো, 'তোমার হাতে তো মেহেদি লাগিয়ে দিলাম। এবার তোমার বোনের হাতেও লাগিয়ে দিই।' লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই।' জবা কমলা জামা পরা মেয়েটির হাতে মেহেদি লাগিয়ে কিছু সময় পর ধুয়ে ফেললো। তারপর জবা বললো, 'এবার তোমাদের দুজনকেই খুব সুন্দর লাগছে।'

ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। কমল জবাকে বলছে, 'উঠে পড়ো, প্রিয়তমা।' জবা বললো, 'আরেকটু ঘুমাতে দাও না।' তখন কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, সোনা।' কিছুক্ষণ পর কমলের মা এসে জিজ্ঞেস

করলো, 'কী রে, তোমরা এখনো ঘুমাচ্ছো?' কমল বললো, 'মহারাণী তো আমাকে ছাড়া থাকবেন না। তাই তাকে আরেকটু সময় ঘুমাতে দিচ্ছি।' কমলের মা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে তা-ই হোক। আমি আমার মেয়েটাকে একটু আদর করে দিই।' তারপর কমলের মা জবাকে চুমু দিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙলো জবার। ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে। তখন কমল বললো, 'তাহলে মহারাণীর ঘুম ভেঙেছে।' জবা বললো, 'দশটা বেজে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাশতা করে নিই।' তারপর তারা হাতমুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'আজ আমি দুটো কোলবালিশের কভারই ধুতে দেব।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'তোমারটা লজ্জা পাবে না?' জবা বললো, 'তা পাবে। তাই আমি তাকে আমার ওড়না দিয়ে ঢেকে দেব।' তারপর জবা প্রথমে কমলা ও পরে লাল কোলবালিশের কভার খুলে নিজের টুকটুকে লাল ওড়না দিয়ে লাল কোলবালিশটাকে ঢেকে দিলো, আর দুই প্রান্তে দুটো প্যাঁচ দিলো যেন কোলবালিশটা কখনোই অনাবৃত না হয়।

দুপুরে খাওয়ার পর জবা বললো, 'চলো, কমল। একটু ভাতঘুম দিই।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা নিজের কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে বললো, 'আমার টুকটুকে লাল লজ্জাবতী মেয়ে। আমার বুকেই মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর সেটাকে চুমু দিয়ে চোখ বন্ধ করলো জবা। কমলও ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আবার উঠলো তারা। তারপর জবা বললো, 'কাল থেকে আবার কাজে লেগে পড়তে হবে। তার প্রস্তুতি নিই।' তারপর নিজের কয়েকটি জামা ব্যাগ থেকে বের করলো জবা। তারপর সে কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কাল কোন জামাটা পরে গেলে ভালো হবে?' কমল বললো, 'কাল তুমি হলুদ জামাটা পরে যাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

রাতের খাবার খেয়ে জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। কমল বললো, 'তুমি যদি তাকেই বুকে নিয়ে ঘুমাও, তাহলে আমি কিভাবে তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো?' তখন জবা কোলবালিশটাকে তার

পাশে রেখে বললো, 'এবার আমাকে বুকে নাও।' কমল জবাকে বুকে নিয়ে চুমু দিলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো তারা।

কিছুক্ষণ পর জবার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সে ওপাশ ফিরে তার কোলবালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে। কমলও ওপাশ ফিরে নিজ কোলবালিশ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে উঠে দুজনেই নাশতা করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। কাজ শেষ করে তারা ঘরে ফিরে গল্পে মেতে উঠলো। জবা কমলকে বললো যে সে নাচ-গান, কবিতা লেখা ও আবৃত্তি ইত্যাদিতেও দক্ষ হতে চায়। কমলের পরিবারও তাতে রাজি হয়ে গেল। এতে জবা খুব খুশি হলো।

তারপর থেকে জবা ও কমলের একসাথে ঘুরতে যাওয়া, একসাথে খাবার খাওয়া, একসাথে গল্প করা, একসাথে কেনাকাটা করা, এমনকি একসাথে ঘুমানো-সব ভালোভাবেই চলছিলো। তারপর হঠাৎ কমলের সাথে তর্ক শুরু করে জবা, এবং এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে কিছুদিন তারা আলাদা থাকবে। কিন্তু কমল তো জবাকে ছাড়া কিছুতেই থাকবে না। তাই জবা বললো, 'সে ক্ষেত্রে আমি যূঁথীকে তোমার সাথে থাকতে বলবো। সে-ও অবিকল আমার মতোই দেখতে।' কমল এতে রাজি না হলেও জবা তাকে এটা করতে বাধ্য করলো। কাজ শেষে জবা কমলের সাথে থাকলেও নিজেকে যূঁথী বলে দাবি করতো, এবং কমলকে বলতো, 'জবা আর কোনদিন আসবে না। তোমাকে এখন থেকে আমার সাথেই থাকতে হবে।' এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর কমল ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, এমনকি ঠিকমতো ঘুমানোও বন্ধ করে দিয়েছিলো। তখন জবা বুঝতে পারলো যে এভাবে চলতে থাকলে একদিন কমল মরেই যাবে। তখন জবা নিজের ভুল স্বীকার করে নিলো। কিন্তু কমল সেটা বিশ্বাস করলো না। সে বললো, 'আমি জানি, জবা মরে গেছে, আর তুমি যূঁথী। তুমি কখনোই জবার জায়গা নিতে পারবে না।' জবা বললো, 'যূথী কখনোই তোমার জীবনে ছিলো না। আমিই যূঁথী হয়ে ছিলাম এতদিন। আর কখনো এমনটা করবো না। কথা দিলাম।'

কিন্ত□ তাতেও কাজ হলো না। তখন জবা ঠিক করলো যে কমলের সাথে জবার দেখা করাতে হলে যূঁথীকে ঘর থেকে বের হতে হবে। তাই জবা পরের দিন হাসপাতালে গেল।

জবা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কমলের পায়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। জবা বললো, 'পায়ে পড়ি তোমার। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি জানি না, তুমি আমাকে ছাড়া কতটা কষ্টে ছিলে। তবে আমি আর তোমাকে কষ্ট দেব না। আজ থেকে আমরা একসাথে থাকবো।' কমল তাতেও বিশ্বাস করলো না জবাকে। সে ভাবলো যে যূঁথী এখনো তার সাথে সংসার করার চেষ্টা করছে।

রাতের খাবার খাওয়ার পর জবা কমলের সাথে ঘুমাতে গেল। তখন জবা বললো, 'তুমি খেয়াল করেছ কি না, জানি না, কিন্তু এটাই সত্যি যে আমিই সেই লাল কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি। যূঁথী এটা কখনোই করতে পারতো না।' কমল বললো, 'কে জানে, হয়তো যূঁথীরও এরকমই একটি লাল কোলবালিশ আছে।' জবা অবাক হয়ে বললো, 'ওমা! এ কেমন কথা?' কমল বললো, 'পুরোপুরি সত্য না-ও হতে পারে।' তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু কমল বিশ্বাস করলো না যে সে জবার সাথেই সংসার করছে। জবা কমলকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

কিছুদিন পর জবা বললো, 'আমি তোমার মন থেকে যূঁথীকে দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই আমি ঠিক করেছি, কাল আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো।' কমল আর কিছু বললো না। (আসলে, পরদিন থেকে কিছুদিনের জন্য জবার কাজ পড়ে গিয়েছিলো, তাই জবাকে যেতে হচ্ছে।) জবা বললো, 'আজ শেষবারের জন্য কি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে?' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর কমল বললো, 'জবা, কথা দাও, তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমল জবাকে চুমু দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন ভোরে জবা কমলকে ছেড়ে উঠতেই

কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো, জবা?' জবা বললো, 'বাথরুমে যাচ্ছ□। আর আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাও, কেমন?' তারপর জবা কমলকে তার কমলা রঙের কোলবালিশটা দিতেই কমল জড়িয়ে ধরলো সেটাকে। জবা কমলকে চুমু দিয়ে কাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

নাশতা করে জবা কমলের মাকে বললো, 'মা, আমি কিছুদিনের জন্য কাজে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি কমলকে বলবেন যে আমি তাকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর কমল জবাকে জিজ্ঞেস করলো যে সে কোথায় যাচ্ছে। জবা বললো, 'আমি তো আর তোমার মন থেকে যূঁথীকে সরাতে পারলাম না। তাই আমি চিরকালের জন্য তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদি তুমি অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে সংসার করতে চাও, তাহলে আমাকে জানাবে। আর যদি তুমি আমার সাথেই থাকতে চাও, তাহলে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে, নাহলে আমি আসবো না। আর, চিঠিতেই আন্তরিকতা থাকে, তাই চিঠি লিখতে বলেছি। তাড়াতাড়ি জানিও। আমি মরেও যেতে পারি, তখন আর তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। তাই যা করার তাড়াতাড়ি করবে। আমি চললাম।' তারপর জবা বেরিয়ে গেল। তারপর কাজে লেগে পড়লো সে।

কমলের মন তখন থেকেই খারাপ। সে জবাকে ছাড়া কিছুই করবে না। কিন্তু জবা নিজের কাজ ছেড়ে আসতে পারবে না। তবে কমল সেটা জানতো না বলে সে ধরেই নিয়েছিলো যে জবাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাই সে স্বাভাবিক হতে শুরু করলো।

সন্ধ্যায় হঠাৎ কমল জানতে পারলো যে একটি মেয়ে গাড়ির নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে গেছে। তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো সে। কোলবালিশটাকেও বুকে টেনে নিলো না সে। পরদিন সকালে কমল হাসপাতালে গেল। তারপর মেয়েটির লাশ দেখতে মর্গের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো সে। কিছুটা দূর যাওয়ার পর হঠাৎ জবার সাথে ধাক্কা খেল সে। তারপর জবাকে ধরে তাকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে

বাঁচালো কমল। তারপর কমল অবাক হয়ে বললো, 'তুমি এখানে!' জবা বললো, 'হ্যাঁ, কেন?' কমল বললো, 'গতকাল একটা মেয়ে গাড়ির নিচে চাপা পড়েছে। আর সে তোমার জামার মতোই একটা জামা পরেছিলো। তাই আমি মনে করেছিলাম হয়তো তুমিই মরে গেছ।' জবা বললো, 'আমিও শুনেছি। কিন্তু, কাজ পড়ে গেছে তো, তাই তোমাকে জানাতে পারিনি। তোমার যদি এখানে কোনো কাজ থাকে তবে তুমি তা করে নাও, নাহল□ বাড়ি ফিরে যাও।' কিন্তু কমল জবাকে না নিয়ে কোথাও যাবে না। পরে জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি তোমার সাথে বাড়ি যাচ্ছি। তবে তার আগে আরেকজনকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।' তখন হঠাৎ পেছন থেকে একজন বললো, 'কী রে, জবা, এই তোমাদের ভালোবাসা? খুব ভালো। আমার বিশ্বাস, তোমরা চির সুখি হবে।'

জবা বললো, 'এটা নীলাঞ্জনার গলা না?' (জবার আরেক সহপাঠী নীলাঞ্জনা।) নীলাঞ্জনা বললো, 'একদম ঠিক। আমিই নীলাঞ্জনা।' জবা বললো, 'আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কি তুমি আমার কাজের কিছুটা করে দিতে পারবে?' নীলাঞ্জনা বললো, 'আমি জান□, কী হয়েছে। তাই তুমি কিছুদিনের জন্য বাড়ি যাও। আমি আর স্বর্ণালী (জবার আরেক সহপাঠী) তোমার কাজ করে দেব।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি স্যারকে বলে যাচ্ছি।' এই বলে জবা তার রুমের দিকে গেল, যার অধীনে সে কাজ করছে। তখন জবাকে বলা হলো, 'আমরা সব জানি। কমলের সাথে য□ হয়েছে, তারপর তোমার উচিত তার পাশে থাকা। তুমি বাড়ি যাও।'

জবা বেরিয়ে এসে দেখল তার মা কমলকে বকছে। তখন জবা বললো, 'মা, কমলকে বকছো কেন? কমলের কোনো দোষ নেই। আমিই কমলের সাথে তর্ক করে এমনটা করেছি।' তখন জবার বাবা বললো, 'আমি বলেছিলাম না, জবা এত সহজে মরতে পারে না।' জবার মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে, মা-মণি, তুমি এখনো বেঁচে আছো?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' জবার মা বললো, 'আমি কিছুতেই তোমাকে কমলের সাথে থাকতে দেব না। তুমি আমাদের সাথে চলে এসো।' কিন্তু জবা যাবে না।

ততক্ষণে কমলের বাবা-মা সেখানে চলে এসেছে। কমলের মা কমলকে বললো, 'জবার মা তোমাকে যা বলেছে, তারপর তোমার উচিত জবাকে ছেড়ে চলে আসা।' কিন্তু কমলের বাবা এতে রাজি হলো না। সে বললো, 'মেয়েটির কী দোষ? একই রকম জামা কি একজনের বেশি মানুষ পরতে পারে না?' কমলের মা বললো, 'না।' তারপর সে কমলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। জবাও মন খারাপ করে কমলের বাবার সাথে কমলের ঘরেই গেল।

কমলের মা কমলের বাবাকে ঘরে ঢুকতে বললো। সেই সঙ্গে জবাকেও। কারণ, কমলের মা বুঝতে পেরেছে যে একই রকম অনেক জিনিস একজনের বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারে। তারপর জবা কমলকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এই তো, আমি এসে গেছি।' কিন্তু কমলের মন ভালো হলো না। তখন জবা বললো, 'আজ আমি নিজ হাতে তোমাকে খাওয়াবো।' জবা সেটাই করলো। তারপর বললো, 'আমি আজ আর কোথাও যাচ্ছি না। কালও তোমার সাথে থাকবো। তারপর আবার কাজে যাবো।' কিন্তু কমল সেটা হতে দেবে না।

রাতে খাওয়ার পর জবা কমলকে বললো, 'তুমি কি আমার কোলের ওপর ঘুমাতে চাও?' কমল বললো, 'না, এতে তুমি খুব কষ্ট পাবে।' তখন জবা বললো, 'তবে কি তুমি আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে?' কমল বললো, 'আমি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমালে তুমি কষ্ট পাবে। তার চেয়ে ভালো আমি তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাই।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমলকে চুমু দিলো সে। তারপর জবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো কমল।

কিছুক্শণ পর জবা উঠে তার ব্যাগ থেকে তার লাল কোলবালিশটা বের করলো। (জবা যেখানে রাত কাটায়, তার লাল কোলবালিশটা সবসময় সঙ্গে রাখে।) তারপর সে কমলের বুকে কমলা রঙের কোলবালিশটা দিয়ে দিলো এবং নিজে লাল রঙের কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা কমলকে বললো, 'আজ আমি কোথাও যাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু কাল থেকে আবার কাজে লেগে পড়বো। তবে তুমি একদম চিন্তা করবে না। কিছুই হবে না আমার।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু কমলের মন ভালো ছিলো না। তখন জবা বললো, 'আজও আমি তোমাকে নিজ হাতে খাওয়াবো।' জবা ঠিক সেটাই করলো। আর সারাদিন গল্প করে কাটিয়ে দিলো তারা। রাতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিলো তারা।

পরদিন সকালে জবা কমলকে বললো, 'আমি যাই, কেমন? তবে আমি কথা দিচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে আসবো। তুমি মন খারাপ করে থেকো না।' কমল বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যাও।' কিন্তু কমলের মন তখনও খারাপ। এর মধ্যেই জবা কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এদিকে কমলের মন ভালো হচ্ছে না দেখে তার মা বললো, 'তুমি কিছুদিনের জন্য জবাকে ভুলে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু কমল সেটা করতে পারলো না। এভাবেই কালো একদিন।

পরদিনও কমলের মন খারাপ দেখে তার মা বললো, 'তুমি জবাকে ভুলে যাও। আমি তার চেয়েও সুন্দরী মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দেব। তুমি জবার সাথে সব সম্পর্ক শেষ করে দাও।' কিন্তু কমল এতে রাজি না হওয়ায় কমলের মা তাকে আঘাত করতে লাগলো। পরে কমলের বাবা কমলের মাকে ফিরিয়ে দিলো। ততক্ষণে কমলের গায়ে অনেক দাগ লেগে গেছে।

ততক্ষণে জবা ও তার দলের সদস্যদের কাজ শেষ। তারা কাজের ফলাফল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিলো। তারপর তারা জবাবের অপেক্ষা করলো। পরদিন জবাকে বলা হলো যে তাদের দলের ফলাফল সবচেয়ে ভালো হয়েছে। তখন তাদের খুশি আর দেখে কে! জবা তাড়াতাড়ি কমলকে ফোন করে বললো, 'আমাদের কাজ চমৎকার হয়েছে। গত কয়েক বছরে নাকি এমনটা হয়নি। আমি আজ খুব খুশি। তুমি খুশি তো? আচ্ছা, আমি চলে আসছি। এসে তোমাদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াব।' তারপর জবা ফোন রেখে মিষ্টি কিনতে গেল। তারপর সে সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালো। তারপর ঘরে ফিরলো সে।

ঘরে ফিরে এসে জবা কমলকে বললো, 'আমি তো হাসপাতাল থেকে এসেছি। জানি না, কতটা জীবাণু সাথে করে নিয়ে এসেছি। তাই আগে আমি গোসল করে নিই, তারপর তোমার সাথে কথা বলবো, কেমন?' তারপর জবা গোসল করে এলো। কিন্তু কমল একদম চুপচাপ, কোনো কথা বলছে না। জবা বললো, 'বাবা, মা, আপনারা মিষ্টি খেয়ে নিন। আমাদের কাজ সত্যিই খুব ভালো হয়েছে।' কমলের বাবা বললো, 'তাই নাকি? এ তো সত্যিই দারুণ খবর! দাও, মিষ্টি দাও।' জবা বললো, 'দিচ্ছি, বাবা।' তারপর জবা কমলের বাবা-মাকে মিষ্টি দিলো। তারপর সে কমলকে বললো, 'মিষ্টি খেয়ে নাও।' কিন্তু কমলের কোনো নড়চড় নেই।

তখন জবা কমলের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনা? মন খারাপ?' কমল তাও কিছু বললো না। তখন জবা কমলের মাথায় হাত রেখে বললো, 'জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে। আপনারা খেয়াল করেননি?' কমলের বাবা বললো, 'এসব কমলের মায়ের জন্য হয়েছে। সে খুব আঘাত করেছে আমার ছেলেটাকে।' তখন কমলের মা বললো, 'আসলে কিছুই হয়নি। সে কোনো কারণ ছাড়াই এমনটা করছে।' জবা বললো, 'আমি সত্যিই তোমার সাথে খুব অন্যায় করেছি। আর কখনো তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না। এবার এসো, জলপট্টি দিয়ে দিই।' কিন্তু কমল কিছুতেই উঠবে না। তখন জবা বললো, 'কিছু সময়ের জন্য আপনারাই কমলকে সামলান। আমি পরে আসবো।' এই বলে জবা ঘুমাতে গেল। কমলের বাবা কমলকে জবার পাশে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় জলপট্টি দিয়ে দিলো। কমল নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো জবার পাশে।

কিছুক্ষণ পর জবা হঠাৎ উঠে পড়লো। তারপর কমলকে তার পাশে দেখে জবা নিজেই জলপট্টি দিলো কমলের মাথায়। আর জবা কমলের কোলবালিশটা কমলের বুকে রেখে তার ওপর কমলের হাত রেখে দিলো। তারপর জবা কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'কিছু হবে না তোমার। আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলবো।'

রাতে খাওয়ার পর কমলের মা বললো, 'নাও, কমল। ঔষধ খেয়ে নাও।' কিন্তু কমল কিছুতেই ঔষধ খাবে না। তখন জব□ বললো, 'মা, আমি খাওয়াচ্ছি।' কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। তখন কমলের মা বললো, 'তাহলে তোমাকে পিটিয়ে ঔষধ খাওয়াতে হবে।' তখন জবা বললো, 'না, মা। একদম না।' কমল বললো, 'জবা, তুমি চলে যাও। আর কখনো আমার সামনে আসবে না।' কমলের মা বললো, 'যত দোষ সব আমার। আমি তোমাকে বলেছিলাম জবাকে ভুলে যেতে। কিন্তু এখন আমি বলছি, তুমি জবার সাথেই থাকবে।' কিন্তু কমল থাকবে না। সে ছটফট করতে লাগলো। তখন জবা বললো, 'ভালোভাবে কাজ না হলে ঘুমের ইনজেকশন দিতে হবে।' কমল বললো, 'এমনটা করলে আমি ব্যথা পাবো। দয়া করে এমনটা করবে না।' তখন জবা বললো, 'তাহলে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো।'

কিন্তু কমল ছটফট করতেই থাকলো। তাই জবাকে বাধ্য হয়েই ঘুমের ইনজেকশন কিনতে হলো। তারপর জবা ফিরে এসে দেখল যে কমলের মা তাকে জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়াচ্ছে। তখন জবা বললো, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। এবার চলো, ঘুমাতে যাই।' কিন্তু কমল ছটফট করতেই লাগলো। তখন জবা বললো, 'আমি ভেবেছিলাম বেশি কথা বলতে হবে না; তুমি অল্পতেই বুঝে যাবে। কিন্তু এখন তো দেখছি সেভাবে হবে না।' কমল বললো, 'তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই না।' কমলের মা বললো, 'আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। জবা শুধুই তোমার, আর তোমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না।' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি কেন আমাকে বলেছিলে জবাকে ভুলে যেতে?' কমলের মা বললো, 'তখন তুমি জবার প্রতি কিছুটা বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলে, আর জবাকে নিজের কাজ করতে দিচ্ছিলে না। তাই আমি একটু রাগ করেছিলাম তোমার ওপর। কিন্তু জবা যা করেছে তারপর তোমার ওপর আর রেগে থাকি কি করে?' কমল বললো, 'আমি কিছুতেই জবার সাথে থাকবো না। তুমি জবাকে চলে যেতে বলো।' তারপর আবার ছটফট করতে লাগলো সে।

তখন জবা বললো, 'আপনারা দুই পাশ থেকে কমলকে শক্ত করে ধরুন। আমি বাকিটা দেখছি।' তারপর কমলের বাবা-মা কমলকে ধরতেই জবা কমলকে ঘুমের ইনজেকশন দিলো। আর তখনই একটা ভুল করলো সে (সেটা পরে বলা হবে)। তারপর জবা বললো, 'এবার চলুন। আজ আপনারা একসাথে ঘুমাবেন।' তারপর জবা বললো, 'বাবা, আপনি একদম ওই প্রান্তে চলে যান, আর আপনার পাশে মাকে জায়গা দিন। মায়ের পাশে কমল থাকবে, আর আমি এই প্রান্তে থাকবো।' তা-ই হলো। কমলের এক পাশে তার মা শুয়ে পড়লো, এবং জবা তার ব্যাগ থেকে লাল কোলবালিশটা বের করে তার একপাশে রাখলো, এবং নিজের কোলে একটি চারকোণা বালিশ রেখে তার ওপর কমলের মাথা রাখলো। তারপর জবা কমলের কপালে চুমু দিয়ে হাত বুলিয়ে দিলো। তারপর নিজের লাল কোলবালিশটাকেও চুমু দিয়ে বললো, 'আজ আমার প্রিয় মানুষটার শরীর খারাপ। তাই আজ আমি তোমাকে বুকে নিতে পারছি না। তবে তোমাকে সারা রাত আদর করবো।'

ততক্ষণে কমলের জ্বর সেরে গেছে। আর কমলের ঘুমও ভেঙে গেছে। সে দেখছে যে তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু জবা তখনও ঘুমায়নি। তখন কমল জবাকে বললো, 'আমি ঘাড়ে ব্যথা পাচ্ছি।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তোমার মাথাটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছি।' তারপর জবা কমলের মাথাটা আরেকটা বালিশে রেখে নিজের কোলের উপরের বালিশটা নিচে নামিয়ে দিলো। তারপর সে কমলকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর কমলকে চুমু দিলো সে। কিন্তু জবা তখনও জেগে রইলো। তখন কমল বললো, 'ঘুমাও, জবা। আমার প্রিয়তমা আমাকে ঘুম পাড়াবে, আর নিজে ঘুমাবে না, এটা হতে পারে না।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর দুজনই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে কমল উঠে বললো, 'ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।' জবা বললো, 'বলুন, স্যার। কী বলবেন?' কমল বললো, 'আপনার বুকে মাথা রাখলে মনে হয়...' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী মনে হয়?' কমল বললো, 'মনে হয় যেন দূর্বা ঘাসের গালিচায় মাথা রেখেছি।' তখন জবা কমলকে হালকা আঘাত করে বললো, 'দুষ্টু কোথাকার।' তারপর জবা কমলকে চুমু

দিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার উঠে পড়ো।' তারপর তারা উঠে পড়লো।

সকালে খাওয়ার পর কমলের মা কমলকে বললো, 'আমার সঙ্গে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' তারপর সে জবাকে বললো, 'বৌমা, তুমিও এসো।' তারপর কমলের মা দুজনকেই খাটে বসতে বললো। তারপর কমলের মা তার হাত এগিয়ে দিয়ে কমলকে বললো, 'আমার হাতের ওপর তোমার হাত রাখো।' কিন্তু কমল হাত রাখতে ভয় পাচ্ছে। তখন কমলের মা বললো, 'তুমি এখানে হাত না রাখলে জোর করে টেনে রাখবো।' তখন জবা বললো, 'ভয়ের কিছু নেই। তুমি হাতটা রাখো।' কমল বললো, 'কিন্তু আমার ভয় করছে, মা না আবার কিছু করে বসে।' জবা বললো, 'কিছুই হবে না। আর যদি হয়, সে ক্ষেত্রে আমি আছি তো।' তারপর কমল তার হাতটা তার মায়ের হাতের ওপর রাখলো ঠিকই, কিন্তু কমলের হাত তখনও কাঁপছে। তখন কমলের মা বললো, 'বৌমা, এবার তোমার হাতটা কমলের হাতের ওপর রাখো।' জবা তার হাত কমলের হাতের ওপর রাখতেই যেন সব ভয় কেটে গেল।

কমলের মা বললো, 'তোমরা এভাবেই হাতে হাত রেখে সারা জীবন একসাথে চলবে। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেবে।' জবা কমলকে বললো, 'আজ আমরা একসাথে ঘুরতে যাবো, কেমন?' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' কিন্তু কমলের মন খারাপ ছিলো।

কমল যখন দুপুরে খেতে যাবে, তখন সে ডান হাতে ব্যথা অনুভব করলো। কমল জবাকে এটা জানাতেই জবা বলে উঠলো, 'দেখি কী হয়েছে।' তারপর জবা দেখল যে সে ভুলে কমলের ডান হাতে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছিলো। তখন জবা বললো, 'তুমি যদি গতকাল এমন ছটফট না করতে, তাহলে আমার এমন ভুল হতো না, আর তুমি ব্যথা পেতে না। কিন্তু এখন যা অবস্থা, তাতে মনে হয় তোমাকে খাওয়াতে হবে।' তখন কমল বললো, 'না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই খেতে পারবো।' জবা বললো, 'চুপ করে বসো।' কিন্তু কমল কিছুতেই জবার কথা শুনবে না। তখন জবা

বললো, 'এবার কিন্তু আমিও মায়ের মতোই তোমাকে মারবো। যদি সেটা না চাও তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপট করে বসে থাকো।' কমল বসে রইলো। তখন জবা বললো, 'এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আজ আমরা ঘুরতে যাবো, তাই না?' তখন কমল খেয়ে নিলো।

দুপুরে খাওয়ার পর জবা বললো, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।' কমল তৈরি হয়ে নিতেই জবা বললো, 'আজ আমি লাল শাড়িটা পরেই তোমার সাথে ঘুরতে যাবো।' কমল বললো, 'না। এমনটা করলে তোমার ওপর কখন কার নজর লেগে যায়, বলা যায় না।' জবা বললো, 'লাগুক নজর। তাতে তোমার সমস্যা কী?' কমলের মা বললো, 'বৌমা, তুমি লাল শাড়িটাই পরে যাবে। তাতে খুব সুন্দর লাগবে তোমায়।' কমল বললো, 'না, মা। জবার ওপর অন্য কারো নজর লাগুক, সেটা আমি চাই না।' তখন জবা বললো, 'তাহলে গতকাল আমার সাথে ওরকম আচরণ করলে কেন?' কমল বললো, 'মা বলেছিলো তোমাকে ভুলে যেতে, তাই এমনটা করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' জবা বললো, 'আর কখনো এমনটা করবে না তো?' কমল বললো, 'কথা দিলাম, আর কখনো এমনটা করবো না। একদম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবো।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে তুমিই বলো, আমি কোন শাড়িটা পরে বের হবো।' কমশ বললো, 'আজ তুমি বেগুনি রঙের শাড়িটা পরে নাও।' কমলের মা বললো, 'কেন, কমল? লাল শাড়ি পরলে সমস্যা কোথায়?' জবা বললো, 'না, মা। লাল শাড়ি পরলে আমাকে এতটাই সুন্দরী দেখাবে যে সবাই আমার পেছনে লেগে পরবে। তখন কে আমাকে ছিনিয়ে নেবে, আমি বুঝতেই পারবো না। তাই আমি লাল শাড়ি পরে কোথাও যাবো না।' কমলের মা বললো, 'ঠিক আছে। তুমি বেগুনি রঙের শাড়িটা পরেই ঘুরতে যাও।'

জবা তৈরি হতেই কমল জবাকে বললো, 'ম্যাডাম, আমার ইচ্ছে করছে...' জবা বললো, 'বলুন, স্যার। কী করতে ইচ্ছে করছে?' কমল বললো, 'অপনাকে কাঙ্খে (কাঁখে: কোলে) নিতে ইচ্ছে করছে।' তখন জবা বললো, 'তাহলে আমাকে কাঁখে তুলে নিন।' সঙ্গে সঙ্গেই কমল জবাকে কোলে তুলে নিয়ে দোল খাওয়াতে লাগলো। তখন কমলের মা বললো, 'কেমন লাগলো

জবাকে কোলে নিয়ে?' কমল বললো, 'মনে হচ্ছ□ যেন পূর্ণিমা চাঁদ কোলে নিয়েছি।' জবা বললো, 'আমি মোটেও পূর্ণিমা চাঁদের মতো সুন্দরী না।' কমল বললো, 'দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে।' জবা বললো, 'কোনো ব্যাপার না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সবাই এমনটাই করে।' কমল বললো, 'আমার কোলে চড়ে কী মনে হচ্ছে?' জবা বললো, 'তোমার কোল যেন এক দোলনা।' কমল বললো, 'অনেক হয়েছে দোল খাওয়া। এবার চলো, ঘুরতে যাই।' তারপর কমল জবাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে তারা একে অপরের হাত ধরে ঘুরতে গেল।

কমল সবার জন্যই নানারকম জিনিস কিনলো, শুধু নিজের জন্য কিছু কিনলো না সে। তখন জবা বললো, 'এখনো কি তোমার মন খারাপ?' কমল বললো, 'না।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি কিছু কিনলে না যে?' কমল বললো, 'আমার কিছুই লাগবে না। তোমাদের খুশিতেই আমার খুশি।' জবা বললো, 'বুঝেছি। মায়ের ওপর এখনো মন খারাপ করে আছো, তাই না?' কমল বললো, 'তাহলে সবার জন্যই জিনিস কিনলাম যে?' জবা বললো, 'তবে কি আমার ওপর অভিমান করে আছো?' কমল বললো, 'না।' জবা বললো, 'তাহলে তোমার জন্যও অনেক কিছু কেনার আছে। তুমি এসো।' কমল কিছু বলার আগেই জবা কমলকে টেনে নিয়ে গেল।

কিছুদূর যেতেই জবা একটি মেয়ের চিৎকার শুনতে পেল: 'বাঁচাও।' জবা এগিয়ে যেতেই দেখল মেয়েটি তার আরেক সহপাঠী। তার নাম বৈশাখী। সঙ্গে তার স্বামী, তার ছোট বোন আঁখি এবং আঁখির স্বামী। একজন বৈশাখীর স্বামীকে বলছে, 'আপনার প্রিয় মানুষটাকে আমার করে দিন। বিনিময়ে আপনি যা চান, তা-ই দেব।' কিন্তু বৈশাখী বিবাহিত, এটা সে মেনে নিতে পারবে না। তখন জবা কমলকে নিয়ে সেখানে এগিয়ে গেল। তারপর সবাই মিলে সেই অপরিচিত মানুষটিকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলো।

বৈশাখী ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। জবা বৈশাখীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কিছু হয়নি, বোন। সব ঠিক আছে।' আঁখি বললো, 'হ্যাঁ, আপু। সব ঠিক হয়ে গেছে।' কিন্তু বৈশাখীর কান্না থামছে না। এর মধ্যেই কমল

বৈশাখীর স্বামীক□ জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই, আপনি কে?' সে বললো, 'আমি আরমান, আর আমার পাশে আমার ছোট ভাই আয়মান। আমি বৈশাখীর স্বামী, আর আয়মান আঁখির স্বামী।' তখন জবা বললো, 'তাহলে তোমরা একসাথে ঘুরতে এসেছ, তাই না?' আঁখি বললো, 'ঠিক বলেছেন, আপু।' তারপর বৈশাখী আঁখিকে বললো, 'এই যে জবা। আমরা একসাথে পড়তাম। এখন একসাথেই কাজ করি।' কমল বললো, 'তোমরা কি একসঙ্গে থাকো?' আঁখি বললো, 'হ্যাঁ।' তখন আরমান বললো, 'চলুন, আমরা একসাথে হেঁটে হেঁটে গল্প করি।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।'

তারা গল্প করতে করতে অনেক দূর গেল। তারপর একে একে সবাই তাদের পছন্দের জিনিস কিনলো, শুধু কমল ও জবা বাদে। তখন জবা বললো, 'সত্যিই লাল রঙের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি। আজ বৈশাখী লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরেছে বলেই হয়তো তাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিলো। আর আমি লাল শাড়ি পরলে তো...' জবার হাত-পা কাঁপছে। তখন কমল বললো, 'এবার বুঝেছ তাহলে।' তারপর কমল বৈশাখীকে বললো, 'এবার আমরা চলি।' তখন সে বললো, 'সময় পেলে আমাদের ঘরে আসবেন।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' জবা বললো, 'তোমরাও আসবে, কেমন?' আঁখি বললো, 'অবশ্যই।' তারপর সবাই তাদের ঘরে ফিরে গেল।

ঘরে ফিরে জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তারপর সে কমলের মাকে বললো, 'আপনার কথা শুনতে গেলে তো আজ আমি মরেই যেতাম।' কমলের মা জবাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'কী হয়েছে, মা? এমনটা বলছো কেন?' তখন জবা সব খুলে বলতেই কমলের মা বললো, 'আমি কমলের সাথে একটু মজা করেছিলাম। আসলে, আমিও জানতাম যে লাল শাড়ি পরা মেয়েদের প্রতি সবার আকর্ষণ বেশি থাকে।' তখন জবা শান্ত হলো। তখন কমল হঠাৎ করেই বললো, 'আমার বিষ চাই।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে যে তুমি এমন করছো?' কমলের মা বললো, 'এখনো কি আমার ওপর অভিমান করে আছো?' কমল বললো, 'না।' তখন জবা বললো, 'তুমি যদি এভাবে মরে যাও, তাহলে সবার জন্য নানা রকম জিনিস কে কিনবে?' কমল বললো, 'এটা তো

আমি ভেবে দেখিনি।' কমলের মা বললো, 'একবার দেখি তোমরা কী কিনেছ।'

একে একে সবকিছু দেখতে শুরু করলো তারা। কমল তার বাবা-মায়ের জন্য সুন্দর জামা-কাপড় কিনেছে, এবং জবার জন্য হলদেটে-কমলা রঙের জামা কিনেছে। সেই সঙ্গে একটি আংটি-ও কিনেছে সে। সেটা দেখে কমলের মা সত্যিই অবাক হয়ে গেল। তারপর সে বললো, 'এত সুন্দর আংটি! নিশ্চয়ই বৌমার জন্য, তাই না?' কমলের বাবা বললো, 'যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে আর দেরি কিসের? তাড়াতাড়ি বৌমাকে আংটি পরিয়ে দাও।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে জবাকে আংটি পরিয়ে সেই হাতে চুমু দিলো। জবা বললো, 'তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?' কমল বললো, 'না।' তখন কমলের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?' জবার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। তখন কমল বললো, 'শুধু ভালোবাসি বললে ভুল হবে।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে?' কমল বললো, 'আমি তোমাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।' তখন জবা বললো, 'তাহলে কথ□ দাও, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।' কমল জবার কপালে চুমু দিয়ে বললো, 'যাবো না, সোনা।' তারপর জবাকে জড়িয়ে ধরলো সে।

রাতে খাওয়ার সময় জবা বললো, 'মা, আজ আপনি আপনার সোনামণিকে খাওয়াবেন, আর আপনি তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবেন।' কমলের মা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে কমলকে খাওয়ালো। তারপর কমল তার বাবা-মায়ের সাথেই শুতে গেল। তখন কমল বললো, 'আমি আমার কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে চাই।' তখন জবা বললো, 'তুমি এক পাশে তোমার মাকে এবং অপর পাশে তোমার মেয়েকে নিয়ে ঘুমাবে! লজ্জা করে না?' কমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবো, এতে আবার লজ্জা কিসের?' জবা বললো, 'যদি তুমি তোমার মায়ের সাথে ঘুমাতে চাও তাহলে কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে হবে, আর কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাতে হলে আমার সাথেই ঘুমাতে হবে। তুমি কী চাও?' কমল বললো, 'আমি আমার বাবা-মায়ের সাথেই ঘুমাবো, আর কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাবো।' কমলের মা বললো, 'আমার সাথে থাকতে আবার কোলবালিশের কী দরকার? তুমি

কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাবে।' জবা বললো, 'বুঝেছি। কোলবালিশ পেয়ে তুমি মাথায় চড়ে বসেছ। রাত শেষ হওয়ার আগেই আমি তোমার কোলবালিশটা কেটে টুকরো টুকরো করে রাখবো। তার আগে শেষবারের মতো তোমার মেয়েকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো আমি।' তারপর জবা পাশের রুমে শুয়ে পড়লো। কমল কিছুক্ষণ তার বাবা-মায়ের সাথেই থাকলো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কমলের ঘুম ভেঙে গেল। তখন সে বললো, 'মা, আমি জবার কাছে যাবো।' কমলের মা বললো, 'মেয়েটাকে ঘুমাতে দাও, আর তুমিও ঘুমাও।' কমল বললো, 'জানি না, জবা আমার কোলবালিশটার সাথে কী করছে। এতক্ষণে হয়তো সে কেটে ফেলেছে সেটাকে।' কমলের মা বললো, 'কোনো মা কি পারে তার নিজের মেয়েকে হত্যা করতে? জবা কিছুই করবে না।' কমল তাও জবার কাছে যেতে চাইলো। তখন কমলের মা বললো, 'যাও, কিন্তু তাকে বিরক্ত করবে না।' কমল বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সে জবার কাছে গেল।

জবার কাছে গিয়ে কমল তার কমলা রঙের কোলবালিশটা টেনে ধরতেই জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? এটা নিয়ে টানাটানি করছো কেন?' কমল বললো, 'এটা আমাকে দাও। নইলে তুমি হয়তো আমার মেয়েকে মেরেই ফেলবে।' জবা বললো, 'কোনো মা কি পারে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করতে?' কমল বললো, 'জানি না।' তখন জবা রেগে বললো, 'নাও তোমার মেয়েকে।' তারপর সে কমলকে কোলবালিশটা দিয়ে ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল যে কমলা জামা পরা মেয়েটা মন খারাপ করে বসে আছে। জবা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা-মণি? মন খারাপ কেন?' মেয়েটি বললো, 'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছ, তাই।' তখন লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'এমনটা আমার সাথেও হয়েছে। কিন্তু আমার সাথে কিছুই হয়নি, তাই তোমার সাথেও হবে না।' জবা কমলা জামা পরা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তারপর সে বললো, 'কোনো ম□ কি পারে তার নিজের মেয়েকে হত্যা করতে?' তারপর সে অনেক চুমু দিলো মেয়েটিকে। মেয়েটিও কান্নায় ভেঙে পড়লো।

তখন আবার ঘুম ভেঙে গেল জবার। সে দেখল যে কমল কাঁদছে, আর কমলা রঙের কোলবালিশটাকে চুমু দিচ্ছে। তখন জবা বললো, 'মেয়ের জন্য মন খারাপ?' কমল বললো, 'হ্যাঁ।' তখন জবা বললো, 'তাকে আমার কাছে দাও, আর তুমিও আমার কাছে এসো।' কমল ভয় পাচ্ছিলো। সে বললো, 'যদি তুমি মেয়েটার কোনো ক্ষতি করে দাও?' তখন জবা বললো, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি কারও কোনো ক্ষতি করবো না।' তারপর কমল কোলবালিশটাকে নিয়ে জবার দিকে এগিয়ে গেল।

কমল জবার অতি নিকট যেতেই জবা কোলবালিশ সহ কমলকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। তারপর সে কমলের কপালে চুমু দিয়ে বললো, 'আজ এই কোলবালিশটা আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকবে।' সেটাই হলো। তারপর জবা প্রথমে লাল দও পরে কমলা রঙের কোলবালিশটাকে চুমু দিলো, এবং সে কমলের সাথে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে কমল ঘুম থেকে উঠে জবাকে ডেকে বললো, 'আজ কাজে যাবে না?' জবা বললো, 'যাবো তো।' কমল বললো, 'গতকাল যে জামাটা কিনে দিয়েছিলাম, সেটা পরেই যাবে, কেমন?' জবা বললো, 'যেতে পারি, যদি তুমিও নতুন জামা পরে যাও।' কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। এটাও করবো।' তখন জবা কমলকে চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সত্যিই তুমি খুব ভালো।' তারপর তারা উঠে পড়লো।

সকালে খাওয়ার পর তারা তৈরি হয়ে নিলো, এবং তারা কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। তারা কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর কমল জবাকে বললো, 'চলো, আজ আমরা আবার ঘুরে আসি।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' কমলের মা-ও এতে রাজি হয়ে গেল। তারপর জবা কমলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা ঠিক করলো, আজ তারা বৈশাখীদের ঘরে যাবে।

জবা বৈশাখীকে এই কথা জানাতেই সে ভীষণ খুশি হলো। সে বললো, 'তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।' তারপর বৈশাখী

জবাকে তার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জবা কমলকে নিয়ে সেখানে পৌছে গেল। সেখানে পৌছাতেই বৈশাখী জবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সে আঁখিকে বললো, 'আঁখি, দেখে যাও কে এসেছে।'

বৈশাখীর কথা শুনে আঁখি দৌড়ে তার কাছে চলে এলো। তারপর সে অবাক হয়ে জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপু, তোমরা এখানে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, বোন। তোমার সাথে দেখা করতে চলে এসেছি।' তারপর বৈশাখী জবাকে ছেড়ে দিতেই জবা আঁখিকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর জবা আঁখির কপালে চুমু দিলো। তখন বৈশাখী বললো, 'এসো আমার সাথে।' তারপর তারা বৈশাখীর বেডরুমে গেল।

বৈশাখীর পছন্দের রং ছিলো লাল, আর আঁখির পছন্দের রং কালো। কিন্তু দুজনেরই প্রিয় জিনিস: কোলবালিশ। বৈশাখীর ছিলো লাল পাড়ের সাদা কোলবালিশ, আর আঁখির কালো পাড়ের। আঁখি বললো, 'এসো, আমরা বিছানায় বসে গল্প করি।' বৈশাখী বললো, 'তোমরা কী খাবে, বলো। আমি নিজ হাতে বানিয়ে দেব।' জবা বললো, 'আমরা বেশি কিছু খাবো না।' কমল বললো, 'ঠিক তা-ই।' এতে বৈশাখীর মন খারাপ হয়ে গেল। সে বললো, 'ভেবেছিলাম একটা রাত তোমাদের সাথে কাটাবো, সেটাও সম্ভব না?' আরমান বললো, 'হ্যাঁ, ভাই। আপনারা থেকে গেলে খুব ভালো হয়।' কমল বললো, 'তাহলে মাকে জানাই।' আরমান বললো, 'অবশ্যই।' তারপর কমলের মাকে সব জানানো হলে সে বললো, 'ঠিক আছে। তোমরা এই রাত ওখানেই থেকে যাও। তাতে যদি তোমাদের মন ভালো হয়ে যায় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

তখন জবা বললো, 'আমি তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। তাহলে এখন আমি কী করবো?' তখন কমল তার মাকে এটা জানাতেই কমলের মা বললো যে জবা চাইলে তার প্রিয় লাল কোলবালিশটা সাথে রাখতে পারবে। তখন জবা বললো, 'তাহলে আমি সেটাকে নিয়ে আসছি।' তারপর জবা কমলের ঘরে গিয়ে নিজের কোলবালিশটা নিয়ে ফিরে এলো।

ততক্ষণে জুঁই তার স্বামীকে নিয়ে সেখানে চলে এসেছে। তাকে দেখে জবা সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। সে বললো, 'জুঁই, আমার প্রাণের সখী, তুমি এখানে!' বৈশাখী বললো, 'আমিই তাকে ডেকেছি। সে-ও আজ এখানেই থাকবে। এবার খুশি তো?' জবা বললো, 'আমি খুব খুশি।' তারপর তারা একসঙ্গে গল্প করতে লাগলো।

রাতে খাওয়ার পর ঠিক করা হলো যে ছেলেরা এক রুমে ঘুমাবে এব□ মেয়েরা অন্য একটি রুমে ঘুমাবে। তখন জবা বললো, 'আমি আঁখিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো।' বৈশাখী বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে আমি আঁখির অপর পাশে থাকবো।' জুঁই বললো, 'এবং আমি জবার অপর পাশে থাকবো।' তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলায় জবা এবং জুঁই উঠে পড়লো। তারপর জবা বললো, 'এবার আমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাই।' কিন্তু আঁখি সেটা হতে দেবে না। সে বললো, 'আপু, আর কিছুটা সময় থেকে যাও।' জবা বললো, 'না, বোন। কাজে যেতে হবে। নইলে থেকে যেতাম।' জুঁই বললো, 'ঠিক তাই।' তখন আঁখি কাঁদতে শুরু করলো। জবা আঁখির চোখ মুছে দিতেই সে দেখল যে আঁখি আসলে নীল চোখের মেয়ে। জবা অবাক হয়ে বললো, 'তুমি নীল চোখের মেয়ে!' আঁখি বললো, 'হতে পারে।'

ততক্ষণে বৈশাখীর ঘুম ভেঙে গেছে। সে জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?' জবা বললো, 'আঁখি যে নীল চোখের মেয়ে, সেটা জানতাম না।' বৈশাখী হেসে বললো, 'আঁখি যে এতটা সৌভাগ্যবতী, সেটা দেখার পর আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলাম। তার নীল চোখ থেকে চোখ ফেরানো কঠিন।' তখন জবা আঁখিকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব সুন্দরী। পৃথিবীতে তোমার মতো মেয়ে খুঁজে পাওয়া দায়।' এ কথা শুনে আঁখি খুশিতে নাচতে শুরু করলো, এবং পুরো ঘর মেতে উঠলো আঁখির পায়ের নূপুরের ছমছম শব্দে।

ছমছম শব্দ শুনে পাশের রুম থেকে সবাই এগিয়ে এলো। তারপর আয়মান আঁখিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, আঁখি? এত খুশি কেন?' তখন জবা

বললো, 'খুশি তো হবেই। সে যে নীল চোখের মেয়ে।' আয়মান অবাক হয়ে আঁখিকে দেখে বললো, 'সত্যিই তো। তুমি এত সুন্দরী কেন?' আঁখি হেসে বললো, 'জানি না।'

তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি নামলো। আর আঁখি আবার নাচতে লাগলো, আর গাইতে লাগলো:

'দেখ ছমছম করে পায়েল বলে রিমিঝিমি বৃষ্টি জানে
কত ভালোবাসি তোমাকে...'

জবা নিজেও সেখানে যোগ দিলো, আর সে-ও নাচতে লাগলো। কিন্তু বৃষ্টি থামলো না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর তারা খাটে বসে পড়লো। আর জবা ও জুঁই তাদের কোলবালিশগুলো নিজ নিজ ব্যাগে তুলে নিলো। জুঁই তার কোলবালিশটার রঙের সাথে মিল রেখে নিজেও গোলাপি রঙের জামা পরেছিলো। আর জবা সেটা দেখে বললো, 'খুব সুন্দর লাগছে তোমায়।' কিন্তু জবা তো তার কোলবালিশের রঙের সঙ্গ মিল রেখে জামা পরেনি। জুঁই সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই জবা বললো, 'সেটা করলে আমার আর বৈশাখীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।' বৈশাখী বললো, 'ঠিক তাই। আমিও তো লাল জামা পরেছি।' তখন জুঁই বললো, 'ঠিক আছে। কোনো ব্যাপার না।'

দেখতে দেখতেই বৃষ্টি থেমে গেল। তখন জবা বললো, 'এবার আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।' জুঁই বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর বৈশাখী খাবার তৈরি করে দিতেই সবাই খেয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কমল জবাকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। তখন কমলের মা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন কাটলো গতকাল রাত?' জবা বললো, 'খুব ভালো কেটেছে। অনেক দিন পর সহপাঠীদের সাথে গল্প করেছি।' কমলের মা বললো, 'তাহলে মনটাও ভালো হয়ে গেছে, তাই না?' জবা হেসে বললো, 'ঠিক বলেছেন, মা। আমার মনটা একদম ভালো হয়ে গেছে।' তখন

কমলের মা বললো, 'তাহলে এবার খেয়ে কাজে লেগে পড়ো।' কমল বললো, 'আমরা খেয়ে এসেছি।' তখন কমলের মায়ের মনে পড়লো, কিছুক্ষণ আগেই তো বৃষ্টি হয়েছে, তাই তাদের আসতে দেরি হয়েছে। তখন সে বললো, 'তাহলে যাও, কিন্তু ভালোভাবে যাবে।' কমল বললো, 'ঠিক আছে, মা।' তারপর সে জবাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কাজ শেষ করে দুপুরে যখন সবাই ঘরে ফিরে যাব□, তখন সবাইকে এক মাসের ছুটি দেয়া হলো, আর তাদের বলা হলো যেন তারা মালদ্বীপ ভ্রমণে যায়, এবং তারা ফিরে এসে যেন তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলে দেয়। জুঁই এটা শুনে বললো, 'তাহলে তো ভালোই হয়। আমাদের হানিমুনটাও (মধুচন্দ্রিমা) হয়ে যাবে।' সে কথা শুনে অন্যরাও বললো, 'একদম ঠিক। আমাদেরটাও হয়ে যাবে।' তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল।

দুপুরে খাওয়ার পর জবা সব খুলে বলতেই কমলের মা বললো, 'এমনটা যদি আমাদের সাথে হতো তবে খুব ভালো হতো।' তখন জবা বললো, 'চলুন। আগামী সপ্তাহে আমরা সবাই কক্সবাজার ঘুরতে যাবো।' এটা শুনে কমলের মা সত্যিই খুব খুশ□ হলো। তখন সবাই ঠিক করলো, পাঁচ দিন পর তারা কক্সবাজার ঘুরতে যাবে। জবা নিজের বাবা-মাকে জানাতেই তারাও রাজি হয়ে গেল। তারপর যখন কমল বিমানের টিকিট কাটতে গেল, তখনই দেখা দিলো বিপত্তি। যেই বিমানযোগে তাদের যাওয়ার কথা সেটাতে যথেষ্ট আসন (সীট) খালি নেই। তাই বাধ্য হয়েই তারা অন্য বিমান ঠিক করলো।

তারপর কমল বললো, 'কক্সবাজার যাওয়ার জন্য তো একটা নির্দিষ্ট বিমান না পেলেও সমস্যা নেই, অন্য বিমানযোগে যাওয়া যাবে। কিন্তু মালে (মালদ্বীপের রাজধানী) যাওয়ার ক্ষেত্রে?' তখন জবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তখনই জুঁই চলে এলো। সে বললো, 'মন খারাপ করার কী আছে? একটা সম্ভব না হলে আরেকটাতে যাও।' জবা বললো, 'কিভাবে?' জুঁই বললো, 'আমার পরিচিত একজন আছে। তাকে বলে দেখি।' তারপর জুঁই তার পরিচিতজনের সাথে কথা বলে জবাকে বললো, 'তোমরা

আগামীকাল আমার সাথে দেখা করবে। তখন আমি বলে দেব, কী করতে হবে।'

পরদিন সকালে জবা কমলকে নিয়ে জুঁই-এর সাথে দেখা করলো। তখন জুঁই বললো, 'এসো আমার সাথে।' তারপর জুঁই জবা ও কমলকে জুঁই-এর পরিচিতজনের অফিসে নিয়ে গেল। তারপর জবা ও কমলকে বলা হলো তাদের পাসপোর্ট জমা দিতে। তারা পাসপোর্ট জমা দেয়ার কিছুক্ষণ পর বলা হলো যে তাদের টিকিট প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপর তারা টিকিটের খরচ দিয়ে টিকিট নিয়ে নিলো। তারপর তারা ঘরে ফিরে এলো।

জবা ঘরে ফিরে এসে বললো, 'আমরা চার দিন পর কক্সবাজার যাচ্ছি, এবং তার পরদিন ফিরে আসবো। ফিরে এসে তার পরদিন আমরা মালে যাবো।' তখন কমলের মা বললো, 'সব ভালোভাবে মিটেছে তাহলে।' কমল বললো, 'হ্যাঁ, মা। সব ঠিক আছে।' তারপর তারা দুপুরের খাবার খেল। তারপর জবা বললো, 'আজ আবার আমি কোলবালিশগুলোর কভার ধুয়ে দেব।' তারপর জবা তার ব্যাগ থেকে লাল কোলবালিশটা বের করে কভারটা খুলতেই দেখলো যে মূল কোলবালিশটার অনেক জায়গায় সেলাই ছিঁড়ে গেছে। একদম ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে কোলবালিশটা। এটা দেখে জবার মন খারাপ হয়ে গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি করে একটি ওড়না দিয়ে কোলবালিশটাকে আবৃত করে দিলো। তারপর সে কমলা রঙের কোলবালিশটাকেও অনাবৃত করে ফেললো।

জবা দুটো কোলবালিশের কভারই ধুয়ে দিলো। তারপর সে কমলকে সব খুলে বলতেই কমল বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছু হয়নি। আমরা যেই হোটেলে থাকবো, সেই হোটেলে প্রতি রুমে একটা ফ্রি কোলবালিশ থাকবে।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি বলছো?' কমল জবার কপালে চুমু দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। আর তোমার তো টুকটুকে লাল কোলবালিশ পছন্দ। তাই আমি তুলা দিয়ে তৈরি টুকটুকে লাল এক সুন্দরী কোলবালিশ দিতে বলেছি।' এ কথা শুনে জবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তারপর সে

কমলের বুকে মাথা রেখে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো।' কমল বললো, 'একদম ঠিক।'

সেই রাতে জবা কমলকে বললো, 'আমি কি আজ তোমার কোলবালিশটা বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারি?' কমল বললো, 'তা পারবে, তবে তুমি তাকে ব্যথা দিতে পারবে না।' জবা বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমার মেয়ের গায়ে সামান্য আঁচড়-ও লাগতে দেব না।' তারপর জবা কমলা রঙের কোলবালিশটা বুকে নিয়ে সেটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমার লক্ষ্মী মেয়ে। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' তারপর জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো। এটা দেখে কমল খুব খুশি হলো। সে বললো, 'তাহলে তুমি আমার কোলবালিশটাকে নিয়েও ঘুমাতে পারবে।' তারপর সারা রাত কেটে গেল। শুরু হলো নতুন দিন।

তারপর থেকে তারা কক্সবাজার যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলো, আর দেখতে দেখতেই তাদের যাত্রার দিন চলে এলো। জবা কমলকে বললো, 'সব তো গোছানোই আছে। তাহলে এবার আমরা তৈরি হয়ে নিই।' তারপর সবাই তৈরি হয়ে নিলো। আর জবা নিজের কোলবালিশটা ব্যাগে তুলে নিলো। তারপর তারা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। জবার বাবা-মা বিমানবন্দরেই জবার সাথে দেখা করলো।

জবাদের ফ্লাইট ছিলো দুপুর একটায়। সেইমতো জবা তার মালপত্র জমা দিয়ে তার বোর্ডিং পাস বুঝে নিলো। সেই সঙ্গে ওই ফ্লাইটের অন্যান্য যাত্রীরাও নিজ নিজ বোর্ডিং পাস বুঝে নিলো। তারপর তারা বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বলা হলো, 'কক্সবাজার অভিমুখী যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি...' কিন্তু তখনো অনেকটা সময় বাকি। জবা দেখল, এটা তাদের ফ্লাইটের ঘোষণা নয়। তখন জবার মা বললো, 'কক্সবাজার যাওয়ার জন্য তোমার মনটা খুব আনচান করছে, তাই না?' জবা বললো, 'ঠিক বলেছ, মা-মণি।' ঠিক তখনই নীলাঞ্জনা এসে বললো, 'কী রে, জবা? আমরা তো চলে যাচ্ছি। তোমরা কখন যাবে?' জব□ বললো, 'কিছুক্ষণ পর।' তখন

নীলাঞ্জনা বললো, 'ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি। তোমরাও এসো, কেমন?'
জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর জুঁই এসে জবাকে বললো, 'এবার হয়তো আমাদেরও যেতে হবে।' তখন জবা দেখল যে সত্যিই তাদের ফ্লাইটের সময় হয়ে এসেছে। তখন আবার ঘোষণা করা হলো, 'কক্সবাজার অভিমুখী যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি...' তখন জবা বললো, 'এবার আমরাও চলি।' জুঁই বললো, 'চলো।' তারপর তারা তাদের নির্ধারিত বিমানে উঠে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো।

প্রায় বিশ মিনিট পর জুঁই-জবাদের দল কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলো, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা কক্সবাজার পৌঁছালো। তারপর তারা নির্ধারিত হোটেলে উঠলো এবং নিজ নিজ রুমে প্রবেশ করলো। তারপর তারা হাত-মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

দুপুরে খাওয়ার পর জবা বললো, 'আমি ক্লান্ত বোধ করছি। আমি কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নিতে চাই।' তখন কমল বললো, 'ঠিক আছে। তুমি ঘুমিয়ে নাও।' তারপর জবা তার প্রিয় লাল কোলবালিশটাকে ব্যাগ থেকে বের করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। কমল জবার পাশে শুয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর কমল উঠে পড়লো। কিন্তু জবা তখনো ঘুমাচ্ছে। তখন কমল জবার কপালে চুমু দিতেই জবার ঘুম ভেঙে গেল। তখন জবা বললো, 'চলো, এবার একটু ঘুরে আসি।' কমল বললো, 'ঠিক আছে। তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' তারপর তারা তৈরি হয়ে নিলো। তারপর সবাই একসাথে বেরিয়ে পড়লো। তারা সমুদ্রসৈকতে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যাস্তের অপরূপ মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখল। তারপর তারা বললো, 'কী অপরূপ দৃশ্য! দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল।' তারপর তারা আবার সেই হোটেলে ফিরে গেল। সেখানে রাতের খাবার খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল যে লাল জামা পরা মেয়েটা কাঁদছে। তখন জবা সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, সোনামণি? কাঁদছ কেন?' মেয়েটি বললো, 'আমার শরীরে অনেক ক্ষত তৈরি হয়েছে।' তখন জবা মেয়েটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'আহা রে, সোনা, তোমার শরীরে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, সেটা আমি দূর করে দেব। আপাতত তোমার ক্ষতগুলো ড্রেসিং করে ঢেকে দিচ্ছি। পরে দরকার পড়লে সেলাই করে দেব।' তখন কমলা জামা পরা মেয়েটি বললো, 'না। এমনটা করলে আমার বোনটা মরেই যাবে।' তখন লাল জামা পরা মেয়েটি বললো, 'না, সোনা। আমি মরবো না, তবে খুব কষ্ট পাবো।'

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। তারপর জবা উঠে বাথরুমে গেল, এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো। তারপর সে তার ব্যাগ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স (First Aid Box) বের করলো। ততক্ষণে কমল সেই লাল কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে। জবা কমলকে বললো, 'তুমি এটাকে আমার কাছে দাও।' কিন্তু কমল তো ঘুমের ঘোরে। সে বললো, 'তুমি তোমারটা নিয়ে ঘুমাও, আর এটাকে আমার কাছে থাকতে দাও।' তখন জবা কমলকে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। কমল বললো, 'আমাকে ঘুমাতে দাও, আর তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর জবা কমলকে জোরে ধাক্কা দিতেই কমল উঠে পড়লো। তারপর সে জবাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, জবা?' তখন জবা বললো, 'তুমি তো আমার কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছিলে। সেটার অনেক জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়েছে। তাই ড্রেসিং করে দেব। তারপর না হয় তুমি সেটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবে, কেমন?' কণল বললো, 'আচ্ছা।' তারপর কমল জবাকে তার কোলবালিশটা দিয়ে দিলো।

জবা কোলবালিশটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার কভার খুলে দিলো। তারপর ছেঁড়া জায়গায় মেডিকেল টেপ (medical tape) লাগিয়ে দিলো সে। তারপর সে কোলবালিশটাকে কভার দিয়ে আবৃত করে কমলকে বললো, 'তুমি চাইলে এখন এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারবে।' কিন্তু কমল তাতে রাজি হলো না। সে বললো, 'এটা তোমার, আর চিরদিন তোমারই থাকবে।' তখন

জবা হেসে বললো, 'তাহলে তুমি কার?' কমল বললো, 'আমি শুধু তোমার, আর তুমি শুধু আমার।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার সাথে ছায়ার মতো থাকবে তো?' তখন কমল গেয়ে উঠলো:

‘ছায়া হয়ে থাকবো পাশে সারাজীবন,
আমার বুকে মাথা রেখে হোক তোমার মরণ।’

তখন জবা খুশি হয়ে কমলের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। কমল নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর তারা সমুদ্রসৈকতে ঘুরতে গেল। সেখানে সমুদ্রস্নানে মেতে উঠলো তারা। সেখানেই বেশ কিছুটা সময় কাটালো তারা। তারপর তারা হোটেলে ফিরে গেল। সেখানেই তারা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

দুপুরে খাওয়ার পর সবাই কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়লো। সমুদ্রসৈকতের কাছে ছোট ছোট দোকান থেকে সবাই বিভিন্ন রকম জিনিস কিনলো। তারপর তারা আবার হোটেলে ফিরে নিজেদের মালপত্র গোছানো শুরু করলো।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তখন হয়তো সবারই মন খারাপ। কিন্তু কিছুই করার নেই। মন যতটাই পর্যটনস্থলে থেকে যাক ন□ কেন, একদিন নিজেকে ঘরে ফিরতেই হয়। জবার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। এটা দেখে কমল জিজ্ঞেস করলো, 'প্রিয়তমা জবা, তোমার কি মন খারাপ?' জবা মাথা নেড়ে জানান দিলো যে তার মন খারাপ। তখন কমল জিজ্ঞেস করলো, 'এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না বুঝি?' জবা মাথা নেড়ে জানান দিলো যে সে যেতে চায় না। তখন কমল বললো, 'বুঝেছি। এত সহজে এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করবে না। তবুও যেতে হবে। কিছু করার নেই।' জবা বললো, 'সেটাই। আমি এখানে থাকবো না ঠিকই, কিন্তু আমার মন এখানেই পড়ে থাকবে।'

কিছুক্ষণ পর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর তাদের বলে দেয়া হলো যেন তারা সবকিছু গুছিয়ে রাখে। তারা বললো যে তারা সবকিছু

গুছিয়ে রেখেছে। এতে পরদিন আর তাদের কিছু করতে হবে না। তারপর সবাই নিজ নিজ রুমে গেল। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলায় সবাই উঠে পড়লো। জবা নিজেও উঠে পড়লো। কিন্তু কমল তখনো ওঠেনি। তখন জব□ কমলকে ডাকতেই কমল জবাকে নিজের কাছে টেনে নিলো। তারপর কমল জবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তখন জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?' তখন কমল গেয়ে উঠলো:
এতটা কাছে তুমি, তবু হায়, দেখে তোমায় এ মন ভরে না,
হৃদয়ে আছো তুমি, দেখ হায়, আর কেউ নেই তুমি ছাড়া।
তখন জবা পা ছমছমিয়ে গেয়ে উঠলো:

'দেখ ছমছম করে পায়েল বলে রিমিঝিমি বৃষ্টি জানে
কত ভালোবাসি তোমাকে...'

কমল বললো, 'আমার খুব প্রিয় গান এটা।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। আমি পুরোটাই শুনিয়ে দেব। তবে আমাদের ঘরে ফিরতে হবে তো, তাই না?' কমল বলল□, 'সেটাই তো।' জবা বললো, 'তাহলে উঠে পড়ো।' তারপর তারা উঠে পড়লো।

তারপর সবাই সকালের নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর যাদের ফ্লাইট সকালে ছিলো তারা আগে বেরিয়ে পড়লো। জবা নিজেও বেরিয়ে যাবে বলে ঠিক করলো, ঠিক তখনই জুঁই এসে জবাকে বললো, 'আমাদের হাতে এখনো অনেকটা সময় বাক□।' জবা অবাক হয়ে বললো, 'সে কী! কেন?' জুঁই বললো, 'তোমার টিকিট দেখে নাও। আমাদের ফ্লাইট আজ বিকেলে, এখন নয়।' জবা নিজের টিকিট দেখে বললো, 'সত্যিই আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। কিন্তু আমরা তো ঘুরতে পারবো না।' জুঁই বললো, 'আজ না হয় ঘুরতে পারবো না। কিন্তু কাল থেকে ত□ পারবো, তাই না?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' তারপর তারা নিজ নিজ রুমে ফিরে গেল।

জবা রুমে ফিরে যেতেই কমল আবার গাইতে শুরু করলো:

'এতটা কাছে তুমি...'

জবা নিজেও গাইতে লাগলো। তারপর জবা কমলকে বললো, 'স্যার, এবার আপনি খুশি তো?' কমল বললো, 'না।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?' কমল বললো, 'ম্যাডাম, শুধু 'খুশি হয়েছি' বললে কি আর চলে?' তখন জবা হেসে বললো, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি আসলে খুব খুশি হয়েছ।' কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'ঠিক তাই।'

কিছুক্ষণ পর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় বিশ মিনিট পর তারা বিমানবন্দরে প্রবেশ করলো। তারপর সবাই নিজ নিজ ফ্লাইটে উঠে পড়লো। জুঁই-জবাদের ফ্লাইট বিকেল পাঁচটার দিকে কক্সবাজার ছেড়ে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা ঢাকা ফিরে এলো। তারপর জুঁই বললো, 'আমাকে তো আজ রাতেই মালে যেতে হবে, তাই আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারবো না। তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।' কিন্তু জবার মন খারাপ। তখন জুঁই বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছুই হয়নি। কাল তো আমরা একসাথে দেখা করবো, তাই না?' জবা বললো, 'ঠিক আছে। যাও তাহলে।' তারপর জুঁই আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দিকে চলে গেল, আর জবা অভ্যন্তরীণ টার্মিনালেই কিছুটা সময় থেকে গেল। তারপর সে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল।

জবার বাবা-মা বিমানবন্দরের কাছেই থাকে। তাই জবা ঠিক করলো, সেই রাতটা সে তার বাবা-মায়ের ঘরে কাটাবে। তখন সে কমলের বাবা-মাকে বললো, 'অনেক দিন তো আপনাদের সাথে কাটালাম। এবার এক রাত আমি আমার বাবা-মায়ের সাথে কাটাতে চাই।' কমলের মা বললো, 'তবে তুমি সেখানেই থেকে যাও। আর, মালদ্বীপ ঘুরে আমাদের কাছে আসবে, কেমন?' জবা বললো, 'অবশ্যই।' তারপর জবা কমলকে নিয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো, এবং প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

জবা নিজ ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। তারপর সে তার পরিবারের সবার সাথে গল্পে মেতে উঠলো। কিছুক্ষণ পর জুঁই জবাকে ফোন করে বললো যে

তারা এখন দেশ ছেড়ে যাবে। তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে, বোন। ভালোভাবে যেও।'

জুঁই-নীলাঞ্জনাদের ফ্লাইট ছিলো রাত দশটায়। তারা ওই সময়ই মালের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায়। তবে জবা তখন নিজ ঘরেই ছিলো। কিন্তু তার মন খারাপ ছিলো। তখন জবার মা বললো, 'তোমার মন ভালো করার জন্য একটা খেলা খেলতে হবে।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী খেলা?' জবার মা বললো, 'তোমাদের দুজনকেই কোলবালিশ ব্যবহার করতে হবে, এবং একজনের কোলবালিশ দিয়ে অপরজনের কোলবালিশকে আঘাত করে ফেলে দিতে হবে। যারটা থেকে যাবে, সে দুটো কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবে।' জবা বললো, 'বেশ ভালো। আমি খেলব।'

তখন জবা ও কমল ব্যাগ থেকে নিজ নিজ কোলবালিশ বের করে খেলার জন্য প্রস্তুত হলো। জবার মা বললো, 'মা, আমি জানি তুমিই জিতবে।' জবা বললো, 'ধন্যবাদ, মা-মণি।' তারপর তারা খেলা শুরু করলো। কিন্তু জবা অনেক চেষ্টা করেও কমলকে হারাতে পারলো না। পরে জবা নিজ কোলবালিশ দিয়ে কমলের হাতে আঘাত করতেই কমলের হাত থেকে নিজ কোলবালিশটা পড়ে গেল। তখন জবা বললো, 'আমি জিতে গেছি।' জবার মা বললো, 'হাতে আঘাত করলে হবে না। কোলবালিশে আঘাত করেই কোলবালিশ ফেলতে হবে।' জবা বুঝলো, এভাবে হবে না।

এভাবেই কিছুক্ষণ চলতে লাগলো। জবা যতবারই কমলের কোলবালিশ ফেলে দিয়েছে, প্রতিবার কমলের হাতে আঘাত লেগেছে। কিন্তু অবশেষে কমল জবার কোলবালিশে আঘাত করতেই সেটা জবার হাত থেকে পড়ে গেল। তখন কমল বললো, 'এবার কে জিতে গেল?' জবার বাবা জবাকে বললো, 'তুমি তো বলেছিলে তুমি জিতে যাবে। কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি হেরে গেছ।' জবা কমলকে বললো, 'তুমি চাইলে দুটো কোলবালিশ নিয়েই ঘুমাতে পারো, কিন্তু আমার লাল কোলবালিশটাকে আমাদের মাঝখানে রেখে দাও।' কমল বললো, 'আমি জিতে গেছি, তাই আমিই ঠিক করবো আমি কোন কোলবালিশ কোথায় রাখবো।' তখন জবা মন খারাপ করে

বললো, 'আমি একটা ছোট্ট অনুরোধ করেছি। সেটাও রাখবে না?' কমলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপে বসলো। সে বললো, 'না। দেব না। কী করবে?' জবা বললো, 'তাহলে আমি সেটা ছিনিয়ে নেব।' কমল বললো, 'পারলে নাও।' তারপর দুজন দুই পাশ থেকে লাল কোলবালিশটাকে টেনে ধরলো।

কিছুটা সময় টানাটানি করার পর কমল জবার কাছ থেকে লাল কোলবালিশটা ছিনিয়ে নিতেই জবা কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবার মা বললো, 'দিলে তো আমার মেয়েটাকে কাঁদিয়ে!' কমল জবাকে তার লাল কোলবালিশটা দিয়ে বললো, 'এই লড়াইতে হয়তো আমি জিতে গেছি, কিন্তু আমার মন যে অনেক আগেই তোমার কাছে হার মেনেছে।' কিন্তু জবার কান্না থামলো না। সে কেঁদেই চলেছে। তখন কমল বললো, 'আমার লক্ষ্মী জবা, আমার সোনা জবা...' আরো কত নামে ডাকলো তাকে! কিন্তু তাতেও জবা শান্ত হলো না।

কিছুক্ষণ পর কমল জবাকে বললো, 'আসুন, মহারাণী, এবার আমি আপনাকে খাওয়াবো।' কিন্তু জবা খাবে না। তখন কমল বললো, 'আমি দুটো কোলবালিশ-ই তোমাকে দিয়ে দিলাম। এবার খুশি তো?' জবা বললো, 'আমি কিছুই চাই না। না কোলবালিশ, না তোমাকে।' কমল বললো, 'না খেলে তো তুমি মরে যাবে। তখন আমি কাকে নিয়ে থাকবো?' জবা বললো, 'আমি মরে গেলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবো।' কমল বললো, 'তাহলে আমি যখন মরতে বসেছিলাম তখন তুমি আমাকে কেন বাঁচালে?' জবা কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'সেদিনের কথা তোমার এখনো মনে আছে!' কমল বললো, 'আর ব্যথাটাও আছে।' তখন জবা হেসে বললো, 'এতদিন কি ব্যথা থাকে?' কমল বললো, 'থাকবে না, যদি তুমি চুপচাপ লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো।

রাতে খাওয়ার পর জবা কমলকে দুষ্টুমির ছলে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি তোমার ব্যথা কমেছে?' কমল বললো, 'না।' জবা অবাক হয়ে বললো, 'সে কী! এখনো তোমার ব্যথা কমেনি কেন?' কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'এই যে তুমি আমার কথা শুনে খেয়েছ, তাতেই আমার ব্যথা দূর হয়ে

গেছে।' তখন জবা কমলকে হালকা আঘাত করে বললো, 'দুষ্টু কোথাকার!' কমল বললো, 'তাহলে এবার ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন?' জবা বললো, 'তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর কমল জবার এক পাশে লাল এবং অপর পাশে কমলা রঙের কোলবালিশ রেখে দিলো। তারপর তারা নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

কোলবালিশ নিয়ে লড়াই করার ফলে লাল কোলবালিশটার গায়ে আরো নতুন নতুন ক্ষত তৈরি হলো। এবং সেটাই ফুটে উঠলো জবার স্বপ্নে। জবা দেখল, লাল জামা পরা মেয়েটার শরীরে নতুন নতুন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আর তাই মেয়েটা কাঁদছে। জবা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা-মণি?' মেয়েটা বললো, 'এখন তো আরো বেশি ক্ষত তৈরি হয়েছে। খুব ব্যথা করছে।' তখন জবা মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে বললো, 'জানি নি, কেন তোমার এমনটা হচ্ছে। এসো, ড্রেসিং করে দিই।' তারপর জবা মেয়েটির ক্ষতস্থানগুলোতে ড্রেসিং করে দিলো।

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। তারপর জবা বিছানা থেকে নেমে তার প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটা নিয়ে বিছানায় রাখলো। তারপর সে তার প্রিয় লাল কোলবালিশের কভার খুলে ফেললো। তারপর সে ছেঁড়া জায়গাগুলোতে মেডিকেল টেপ লাগিয়ে দিলো। তবে সেই কোলবালিশের অবস্থা এখন এতটাই খারাপ যে সেটা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তারপর জবা কোলবালিশটাকে কভার দিয়ে আবৃত করে সেটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো, এবং সবাই ভোরবেলায় উঠে পড়লো। জবা নিজেও উঠে পড়লো, তবে মন খারাপ করে। তখন কমল জবাক□ জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, প্রিয়া? আজ তো তোমার হাসিখুশি থাকার কথা। তা বাদ দিয়ে মন খারাপ করে কেন বসে আছো?' জবা বললো, 'আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কোলবালিশটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এখন আমি আর এটাকে নিয়ে থাকতে পারবো না।' কমল বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আমরা এই কোলবালিশের তুলা আমাদের নতুন কোলবালিশে ভরে দেব। তাহলেই

তো হলো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সবাই সকালের নাশতা করলো।

নাশতা করার পর জবা তার লাল কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে বললো, 'এখনকার মতো আমি তোমাকে এভাবেই ফেলে রেখে যাচ্ছি। ফিরে এসে পারলে ছেঁড়া জায়গাগুলোতে সেলাই করে দেব। ততদিন তুমি আমার মায়ের কাছেই থাকবে। হাজার হোক, আমার মা তো তোমাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসে।' তখন জবার মা বললো, 'ঠিক বলেছ, জবা। আমি এটাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতাম। আর আমার প্রিয় রং ছিলো লাল, তাই আমি আদর করে এই লাল কোলবালিশের নাম রেখেছিলাম 'জবা'। পরবর্তীতে তোমার জন্মের ছয় বছর পর এটাকে উপহার হিসেবে তোমাকে দিয়েছি।' জবা বললো, 'আর সেদিন তোমরা যেভাবে আমাকে চমকে দিয়েছিলে!' তখন জবার মা জবার কপালে চুমু দিয়ে বললো, 'কেমন লেগেছিল তখন?' জবা বললো, 'তোমাদের ওপর সত্যিই খুব রাগ হয়েছিল, আর তা দেখালাম এই ছোট্ট নিষ্পাপ মেয়েটার ওপর। আহা রে, সত্যিই খুব মায়া হচ্ছে এটার জন্য।'

তখন জবার মা বললো, 'দাও, মা। তোমার মেয়েটাকে আমার কোলে তুলে দাও।' জবা কোলবালিশটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সেটাকে জবার মায়ের কোলে তুলে দিলো। তারপর জবা ও কমল তৈরি হয়ে নিলো। তারপর তার বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা বিমানবন্দরে প্রবেশ করলো। বিমানবন্দরে ঢোকার সময় তাদের পাসপোর্ট ও টিকিট যাচাই করে তবেই তাদের ঢুকতে দেয়া হলো।

বিমানবন্দরে প্রবেশ করার পর জবা নিজ ফ্লাইটের তথ্য খুঁজে বের করলো। সেটা ছিলো এরকম:

Time (est.)	Airline	Flight no.	Destination	Check-in row	Gate	Status
14:40	Maldivian	Q2 551	Male	D	9	Gate

						closed

সেই তথ্য অনুযায়ী জবা কমলকে নিয়ে কাঙ্খিত চেক-ইন কাউন্টারে (Check-in counter) গেল। তারপর তারা তাদের পাসপোর্ট এবং টিকিট দেখিয়ে তাদের মালপত্র জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস বুঝে নিলো। তারপর তারা অভিবাসন প্রক্রিয়া (Immigration procedure) সম্পন্ন করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঠিক তখনই জবার সাথে বৈশাখীর দেখা হলো। আঁখিও ছিলো সাথে। আঁখি জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছো, আপু?' জবা আঁখিকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'খুব ভালো হয়েছে যে আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি। এরপর ভালো না থেকে কী করবো?' আঁখি বললো, 'একদম ঠিক।' কমল বললো, 'এখনো তো অনেকটা সময় বাকি। চলো, কিছু খেয়ে নিই।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। চলো।'

তারপর তারা দুপুরের খাবার খেতে গেল। তখন হঠাৎ করেই একজন বলে উঠলো, 'আপু, এদিকে এসো।' জব□ বললো, 'এটা তো মৌ-এর গলা। তবে কি সে-ও আমাদের সাথেই যাবে?' তারপর জবা তার আরেক সহপাঠী মৌ-এর সাথে দেখা করলো। মৌ বললো, 'আপু, আমিও তোমাদের সাথেই যাচ্ছি।' জবা বললো, 'খুব ভালো, মৌ। আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি। তবে আগে কিছু খেয়ে নিই, কেমন?' মৌ বললো, 'অবশ্যই।' তারপর তারা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো।

কিছুক্ষণ পর ঘোষণা করা হলো, 'মালে অভিমুখী যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যে সকল যাত্রীগণ মালদ্বীভিয়ান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট Q2 551 যোগে মালে অভিমুখে যাত্রা শুরু করবেন, অনুগ্রহ করে নয় নং ফটকের মাধ্যমে বিমানে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। ধন্যবাদ।' (Attracting the attention of passengers bound to Male. Passengers bound to Male by Maldivian Airlines flight Q2 551, please

board the plane through Gate no. 9.) তারপর জবা-মৌদের দল বিমানে প্রবেশ করলো।

তখন প্রায় আড়াইটা বাজে। মৌ-বৈশাখীকে পেছনে ফেলে জবা সবার আগে বিমানে প্রবেশ করলো। জবার সীট ছিলো 1B, এবং কমলের ছিলো 1A। এটা দেখে জবার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তখন কমল জিজ্ঞেস করলো, 'জানালার পাশে বসতে ইচ্ছে করছে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ।' কমল বললো, 'তুমি সেখানেই বসবে। তোমার ওপর যেন কারো নজর না লাগ□।' (জবা একটি টুকটুকে লাল জামা পরেছিলো।) জবা খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর সে পাশের সীটে বসে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর মৌ জবার কাছে এসে বললো, 'কী রে, সবার সামনে বসে পড়লে যে?' জবা বললো, 'তুমি চাইলে এখানে বসতে পারো। আমরা সরে পড়ছি।' মৌ বললো, 'একদম না। তুমি আমাদের সকলের মহারাণী, আর মহারাণীকে মহারাণীর জায়গায়ই মানায়।' ততক্ষণে বৈশাখী-ও চলে এসেছে। সে বললো, 'ঠিক তাই। তুমি এখানেই থাকবে।' জবা বললো, 'বেশ।' তারপর সবাই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো।

জবাদের ফ্লাইট বেলা তিনটায় মালের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে গেল, এবং তারা প্রায় চার ঘণ্টা পর মালে পৌঁছে গেল। মালে বিমানবন্দরে সবাই আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) নিয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলো। তারপর সবাই নিজ নিজ মালপত্র নিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর জবা কমলকে নিয়ে তাদের কাঙ্খিত হোটেলে প্রবেশ করলো। তারপর তারা নিজ রুমে ঢুকে পড়লো। তারপর তারা হাত-মুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেতে গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখল যে গত রাতে যারা এসেছে তারাও এই হোটেলেই উঠেছে। তারপর সবাই একসাথে খেয়ে নিজ নিজ রুমে ফিরে গেল। তবে যারা সেদিন ওই হোটেলে নতুন উঠেছিলো, তাদের রুমে তখনো কোলবালিশ পৌঁছে দেয়া হয়নি।

জবা এ বিষয়টা জানাতেই তাদের রুমে একটি টুকটুকে লাল কোলবালিশ পৌঁছে দেয়া হলো, এবং জিজ্ঞেস করা হলো এমনটাই তারা চায় কি না। জবা বললো তারা এমনটাই চায়, এবং তখন সেই কোলবালিশটাকে দুধের মতো ধবধবে সাদা কভার দিয়ে আবৃত করে দেয়া হলো। তারপর জবা সেটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই নাশতা করতে গেল। সেখানেই যে যার কোলবালিশ সম্বন্ধে বললো। জবা এবং বৈশাখীর ছিলো লাল রঙের কোলবালিশ, আঁখি এবং কৃষ্ণার ছিলো কালো রঙের কোলবালিশ, নীলাঞ্জনার ছিলো নীল রঙের কোলবালিশ, মৌ এবং স্বর্ণালীর ছিলো হলুদ রঙের কোলবালিশ, জুঁই-এর ছিলো গোলাপি রঙের কোলবালিশ, শুভ্রার ছিলো সাদা রঙের কোলবালিশ- আরো কত কী! নাশতা করে সবাই প্রথম দিনের নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর জবা কমলকে নিয়ে নৌকায় উঠলো। তার প্রায় দশ মিনিট পর নৌকা ভর্তি হলে নৌকা চলতে শুরু করলো। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর প্রথম পার্শ্ববর্তী দ্বীপে পৌঁছে গেল তারা। সেখানে কিছুটা সময় কাটানোর পর তারা আবার নৌকায় উঠে পড়লো। কিছু সময় পর আরেকটি দ্বীপে পৌঁছে গেল তারা। সেখানে কিছুটা সময় কাটানোর পর আবার তারা নৌকাযোগে আরেকটি দ্বীপে গেল। এভাবেই চলতে থাকলো বেশ কিছুটা সময়।

এভাবেই দুপুর ঘনিয়ে এলো। প্রায় চল্লিশটি দ্বীপ ঘুরে আরেকটি দ্বীপে থামলো তারা। সেখানেই তারা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর তারা আবার নৌকা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো, আর তারা সন্ধ্যায় মালে ফিরে এলো। তারপর তারা আবার ওই হোটেলেই ফিরে গেল।

ততক্ষণে প্রায় সত্তরটা দ্বীপ ঘুরে দেখেছে তারা। রুমে ফিরে গিয়ে তারা সেটা নিয়েই গল্প করতে লাগলো। তার কিছুক্ষণ পর তারা রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর সবাই নিজ নিজ রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে তারা উঠে নাশতা করে আবার নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলো।

তবে এবার তারা ঠিক করলো, দুপুরে খাওয়ার পর তারা হোটেলে ফিরে আসবে। সেটাই হলো। প্রায় চল্লিশটি দ্বীপ ঘুরে তারা একটি দ্বীপে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর তারা হোটেলে ফিরে গেল।

হোটেলে কিছুটা সময় কাটানোর পর তারা কেনাকাটা করতে বের হলো। শহরের বিভিন্ন দোকান থেকে তারা নানারকম জিনিস কিনলো। তারপর তারা আবার হোটেলে ফিরে গেল। তারপর তারা মালপত্র গোছাতে শুরু করলো। যাদের ফ্লাইট সেই রাতে ছিলো তারা আগেই কিছুটা গুছিয়ে রেখেছিলো। বাকিটাও তারা গোছাতে শুরু করলো। এবার তাদের মালপত্রের সাথে হোটেলের কোলবালিশ-ও যুক্ত হলো।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই নিজ ব্যাগে হোটেল থেকে দেয়া কোলবালিশ উঠিয়ে রাখছে। জবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সে নিজেও মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে। তখন কমল বললো, 'এখান থেকে তোমার মন যেতে চাইছে না, তাই না?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।' কমল বললো, 'কিন্তু আমাদের তো যেতে হবে। আপনজনদের ছেড়ে কতদিন এখানে থাকবো?' জবা বললো, 'সেটাই।' কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'মন খারাপ করার মতো কিছুই হয়নি। পরবর্তীতে আমরা হয়তো আরো সুন্দর জায়গায় ঘুরতে যাবো, কেমন?' জবা বললো, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

কিছুক্ষণ পর সবাই রাতের খাবার খেতে গেল। রাতের খাবার খাওয়ার পর জুঁই জবার সাথে দেখা করলো। সে বললো, 'জবা, আমার প্রাণের সখী, আমরা আর কিছুক্ষণ পর চলে যাবো। তোমরা এখানে আরো কিছুটা সময় কাটাতে পারবে। তারপর কাল দেশে ফিরে বাকি কথা হবে, কেমন?' জবা বলল□, 'ঠিক আছে, বোন।' তারপর সবাই নিজ নিজ রুমে ফিরে গেল।

সেদিন পূর্ণিমা চাঁদের আলোয় যেন সব চকচক করছিলো। জবা সেই চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী করছো তুমি?' জবা বললো, 'স্যার, আমি জ্যোৎস্নাস্নান করছি।' তখন কমল জবার কাছে গিয়ে বললো, 'ম্যাডাম, সেটাই যদি হয় তবে আমার কাঙ্খে

উঠে করুন।' জবা বললো, 'তবে আপনি আমাকে আপনার কাঁখে তুলে নিন।' কমল জবাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, 'দেখেছ, চাঁদের রুপালি আলো তোমার গায়ে পড়তেই তোমার সারা শরীর ঝলমল করছে।' জবা বললো, 'সত্যিই তো, দিনের বেলায় যেমন রোদের সোনালি আভায় আমার শরীর ঝিলমিলিয়ে ওঠে, রাতে চাঁদের রুপালি আভায়-ও আমার শরীর ঝিলমিলিয়ে ওঠে।' কমল বললো, 'এমনটা শুধু পরীদের সাথেই হয়। তুমি নিজেও এক ফুটফুটে পরীর মতোই দেখতে।' জবা বললো, 'মোটেও না।' তারপর কমল জবাকে খাটে নামিয়ে দিলো।

জবাকে খাটে নামিয়ে দিয়ে কমল জবাকে বললো, 'আমি তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই। তবে তার জন্য তোমাকে চোখ বন্ধ করতে হবে।' জবা বললো, 'কী এমন উপহার যেটা পেতে হলে আমাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে?' কমল বললো, 'তুমি চোখ বন্ধ না করলে আমি তোমাকে উপহারটা দিতে পারবো না।' জবা মনে করলো, কমল এমন কিছু দিতে চায়, যা চোখে পড়লে চোখের ক্ষতি হবে। তখন জবা বললো, 'না, কমল। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার চোখের ক্ষতি করতে চাও। আমি চোখ বন্ধ করবো না, আর তাতে উপহার না পেলেও আমি কিছু মনে করবো না।' কিন্তু কমল জবার কাছে হার মানবে না। সে বললো, 'এমন কিছু হবে না। কথা দিচ্ছ□। আর যদি সেটা না হয় তবে তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে আমি মেনে নেব।' জবা বললো, 'সেটাই যদি হয় তবে ঠিক আছে।' তারপর জবা চোখ বন্ধ করলো।

জবা চোখ বন্ধ করতেই কমল জবার চোখের পাতায় চুমু দিলো। তখন জবা কমলকে বললো, 'এটা কেন করলে?' কমল বললো, 'ভেবে দেখ, মানুষ মানুষের কোন জায়গায় চুমু দেয়।' জবা ভেবে দেখলো, মানুষ মানুষকে অনেক জায়গায়ই চুমু দেয়, কিন্তু এটাই প্রথম যে একজন আরেকজনের চোখের পাতায় চুমু দিয়েছে। তখন জবা বললো, 'চুমু দিতে হলে গালে বা কপালে দেবে, চোখের পাতায় কেন?' কমল বললো, 'এটাই প্রথমবার যে কেউ তোমার চোখের পাতায় চুমু দিয়েছে। তুমি কি আমার এই চুম্বনে খুশি

হয়েছ?' জবা বললো, 'না।' তখন কমল মন খারাপ করে বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, রাজকন্যা। আর কখনো এমনটা হবে না।'

এ কথা শুনে জবা হেসে ফেললো। তারপর সে কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'বোকা কোথাকার। আমি তোমার চুম্বনে খুব খুশি হয়েছি। তোমার এই চুম্বন আমার সারাজীবন মনে থাকবে।' কমল বললো, 'ঠিক আছে, সোনা। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন ভোরবেলায় উঠলো তারা। তারপর তারা হাত-মুখ ধুয়ে নিজ নিজ মালপত্র নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে হোটেল ত্যাগ করলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা বিমানবন্দরে প্রবেশ করলো। তারপর তারা নির্ধারিত চেক-ইন কাউন্টারে মালপত্র জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস বুঝে নিলো। তারপর তারা অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

জবাদের ফ্লাইট ছিলো সকাল আটটায়। তখনো হাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় আছে। তখন জবা বললো, 'আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। চলো, কিছু খেয়ে নিই।' কমল বললো, 'ঠিক বলেছ। চলো, কিছু খেয়ে নিই।' তারপর সবাই নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর তারা বিমানে উঠে নিজ নিজ সীটে বসে পড়লো। তার প্রায় বিশ মিনিট পর তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে মালে ত্যাগ করলো, আর প্রায় চার ঘণ্টা পর তারা ঢাকা পৌঁছ□ গেল। সেখানেও তারা অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিজ নিজ মালপত্র সংগ্রহ করে নিজ নিজ ঘরের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দর ত্যাগ করলো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর জবা কমলকে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে এলো। তারপর তারা হাত-মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এবার তাহলে আমার লাল মেয়েটার সাথে একটু সময় কাটাই।' তারপর সে তার মাঝারি আকারের লাল কোলবালিশটাকে কোলে নিয়ে সেটাকে চুমু দিলো, আর তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'এই তো, মা, আমি এসে গেছি।' জবার মা বললো, 'এটার যা অবস্থা, তাতে এটা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।' তখন জবা সেই কোলবালিশটার কভার খুলে ড্রেসিং উঠিয়ে নিলো। তখন সে দেখলো যে এটাকে আর সেলাই করা সম্ভব হবে না।

এটা দেখে জবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন সে বললো, 'এখন এটার তুলা বের করে আমাদের নতুন কোলবালিশের ভেতর ভরে দিই।' তারপর জবা কোলবালিশটাকে কেটে তার ভেতর থেকে সব তুলা বের করে নিলো। তারপর সে তার ব্যাগ থেকে বড় কোলবালিশটা বের করে সেটার কভার খুলে সেটার সেলাই-এর একটা অংশ কেটে নিলো। তারপর সে মাঝারি আকারের কোলবালিশের সব তুলা বড় কোলবালিশে ভরে সেলাই করে ফাঁকা জায়গাটা আটকে দিলো।

জবার পুরনো কোলবালিশটা এখন আর নেই। সেটার সব তুলা নতুন কোলবালিশে ভরে দেয়া হয়েছে। জবা সেই নতুন কোলবালিশটাকে কভার দিয়ে আবৃত করে দিলো। তারপর সে কোলবালিশটাকে বললো, 'তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।' তারপর সে কোলবালিশটাকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো। আশা করি এতে তোমার মন ভালো হবে।' তারপর জবা তার বড় কোলবালিশটাকে বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা উঠে পড়লো। সে দেখলো, কমল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তখন জবা বললো, 'তুমি ঘুমাওনি?' কমল বললো, 'না। তোমার ভালো ঘুম নিশ্চিত করার জন্যই আমি জেগে ছিলাম।' তারপর জবা উঠে বললো, 'ঠিক আছে। এবার আমরা যা কিনেছি, তার কিছুটা আমার বাবা-মায়ের জন্য। সেগুলো তাদের হাতে তুলে দিই।' কমল বললো, 'বেশ। তাহলে তা-ই করো।' তারপর জবা ব্যাগ খুলে কিছু জিনিস বের করে তার বাবা-মাকে বললো, 'এসব তোমাদের জন্য।' জবার বাবা-মা এসব দেখে ভীষণ খুশি হলো।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্যদের মন ভালো থাকলেও জবার মন ভালো নেই। তখন জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? মনটা এখনো ওখানেই পড়ে রয়েছে, তাই না?' জবা বললো, 'সেটা না। আসলে, আমার এতদিনের ভালোবাসার কোলবালিশটাকে আজ আমি নিজ হাতে কেটে ফেলেছি, তাই মন খারাপ।' জবার মা বললো, 'সেটা তো প্রায় বিশ

বছরের পুরনো কোলবালিশ ছিলো। অযত্নে-অবহেলায় রাখলে সেটাও চিরজীবী হতো, তবে তোমার মনটা ভালো থাকতো না।' জবা বললো, 'সেটা ঠিক। যাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তাকে কি করে দূরে ঠেলে দিই?' জবার মা বললো, 'ঠিক তাই।'

কিছুক্ষণ পর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। কমলের বাবা-মাকে জানিয়ে দেয়া হলো, সেদিন জবা কমলকে নিয়ে সেখানে যেতে পারবে না। কমলের বাবা-মা এতে আপত্তি জানায়নি, তবে তারা বলেছে পরদিন যেন কমল জবাকে নিয়ে কমলের বাবা-মায়ের ঘরে যায়। জবা এতে সম্মতি জানালো। পরে জবা ও কমল নিজ নিজ কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখলো, লাল জামা পরা মেয়েটা মরে গেছে। তার বুকের মাঝখানে এক লম্বা কাটা দাগ আছে। জবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, কে তোমার এই অবস্থা করেছে?' মেয়েটি কিছু বলছে না। তখন জবা বললো, 'একবার চোখ খোল।' তাতেও লাভ হলো না। তখন জবা কাঁদতে কাঁদতে গেয়ে উঠলো:

'সোনা, আদর করে দিচ্ছি তোমাকে,
কোটি চুমু তোমার মায়াভরা মুখে।
কলিজা তুমি আমার, তুমি দু'চোখের আলো,
লাগে না তুমি ছাড়া আমার এক মুহূর্ত ভালো।
রূপকথা তুমিই তো আমারই, জীবনের চেয়ে আরো দামী।'

তখন কমলা জামা পরা মেয়েটা বললো, 'এসব তোমার জন্যই হয়েছে। তুমিই আমার বোনের বুকটা চিরে দিয়েছ।' জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না, সোনা। কোনো মা কি পারে তার নিজের মেয়েকে হত্যা করতে?'

তখন জবা চিৎকার করে উঠলো, 'না!' এতে কমলের ঘুম ভেঙে গেল। সে জবাকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, প্রিয়া?' তখন জবা বললো, 'আমার মেয়েটা...' কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার মেয়ের?' জবা বললো, 'আমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছি।' তারপর

কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। ততক্ষণে জবার বাবা-মা সেখানে চলে এসেছে। তারা জবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, মা? হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে যে?' জবা সব খুলে বলতেই জবার মা বললো, 'তুমি হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখেছ। তোমার মেয়ের কিছুই হয়নি। সে একদম অক্ষত আছে।' তারপর জবার মা জবার কোলে লাল কোলবালিশটা তুলে দিতেই জবা সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'তাহলে আমি সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।'

কমল বললো, 'আমি পানি এনে দিচ্ছি।' তারপর সে পানি আনতে গেল। তারপর সে পানি নিয়ে এসে বললো, 'জবা, পানি খেয়ে নাও।' জবা পানি খেয়ে নিলো। তারপর কমল বললো, 'এবার তুমি আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাও।' জবা ঘুমিয়ে পড়লো। কমল কিছুটা সময় জেগে থাকলেও এক পর্যায়ে সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখলো, লাল জামা পরা মেয়েটি আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি এভাবে আমাকে ছেড়ে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।' কিন্তু মেয়েটা আস্তে আস্তে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন কমলা জামা পরা মেয়েটি বললো, 'তোমাকে আমি পরী ভেবেছিলাম। আর এখন কি না তুমি ডাইনির মতো কাজ করলে?' জবা বললো, 'আমি এমনটা করিনি।' কিন্তু মেয়েটি বিশ্বাস করলো না। সে বললো, 'আমি আর কখনো তোমার সাথে কথা বলবো না।' ঠিক তখনই পেছন থেকে একজন বললো, 'এভাবে বলতে নেই।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?' মেয়েটি বললো, 'কিছুক্ষণ আগে তুমি যেই মেয়েকে দেখেছিলে, সেই ছোট্ট মেয়েটি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ অবাক। সে পেছনে তাকাতেই দেখল টুকটুকে লাল জামা পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির বয়স প্রায় বিশ বছর। জবা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ছোটবেলায় এরকম ছিলে?' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ। একদম এই ছোট্ট মেয়েটার মতো।' কমলা জামা পরা মেয়েটি তখন খুব খুশি। বড় মেয়েটি ছোট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে তাকে

চুমু দিয়ে বললো, 'এবার খুশি তো?' মেয়েটি বললো, 'আমি ভীষণ খুশি, আপু।'

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। সে কোলবালিশটাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে। কমল জবাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই জবা বললো, 'আমার ছোট্ট মেয়েটা কত বড় হয়ে গেছে!' কমল বললো, 'এ তো দারুণ খুশির কথা।' জবা বললো, 'এখন আমার বড় মেয়েটাই ছোট মেয়েটাকে আগলে রাখবে।' কমল বললো, 'ঠিক বলেছ।' তারপর কমল জবাকে চুমু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। জবা নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই উঠে পড়লো। তারপর তারা সকালের নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর জবা ও কমল নিজ নিজ মালপত্র গুছিয়ে নিলো। তারপর জবা তার বাবা-মাকে বললো, 'এবার আমরা আসি।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে, মা। ভালোভাবে যেও।' জবা বললো, 'তোমরাও ভালো থেকো, কেমন?' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমল জবাকে নিয়ে কমলের ঘরের উদ্দেশ্যে বের হলো।

প্রায় তিন ঘণ্টা পর কমল জবাকে নিয়ে নিজের বাড়ি প্রবেশ করলো। কমলের মা বললো, 'এতদিন নিশ্চয়ই খুব ভালো কেটেছে, তাই না?' জবা বললো, 'তা ঠিক না। আপনাদের ছেড়ে কি আর ভালো থাকতে পারি?' কমলের বাবা বললো, 'একদম ঠিক।' তারপর জবা কমলের বাবা-মায়ের সাথে গল্পে মেতে উঠলো। তারপর জবা ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস বের করে বললো, 'এসব আপনাদের জন্য।' কমলের বাবা-মা এসব দেখে ভীষণ খুশি।

কিছুক্ষণ পর সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা ঠিক করলো, সে কমলকে নিয়ে ঘুরতে যাবে। কমলের বাবা-মা এতে রাজি হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর জবা কমলকে নিয়ে পার্কে ঘুরতে বের হলো। সেখানেও তারা কিছু পরিচিতজনদের সাথে দেখা করলো। তারপর তারা সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে এলো। তারপর জবা ফন্দি আঁটলো, সেদিন কমল যা-ই করুক না কেন জবা বলবে যে তার মন ভালো নেই।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে এসেছে এবং সবাই নিজ নিজ জিনিস বুঝে নিয়েছে। সবাই ভীষণ খুশি। কমল ও জবা তাদের মালদ্বীপ ভ্রমণের কথা খুলে বললো। কিন্তু জবার মধ্যে সেই দুষ্টু বুদ্ধিটা রয়েই গেল, সে কমলকে ছাড়বে না। জবা দেখতে চায়, কমল তার জন্য কী করতে পারে।

কিছুক্ষণ পর সবাই রাতের খাবার খেয়ে নিলো। তারপর জবা কমলকে নিয়ে বেডরুমে গেল। তারপর জবা মন খারাপ করে বসে রইলো। কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে তোমার? মন খারাপ কেন?' জবা বললো, 'আমার মন ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিচ্ছ।' কমল সেটাই করলো। তখন জবা বললো, 'আমাকে আইসক্রিম এনে দাও।' কমল বললো, 'একদম না। এসব খেলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' জবা বললো, 'বেশি খাবো না।' কিন্তু কমল কিছুতেই সেটা হতে দেবে না।

তখন কান্নার অভিনয় করতে লাগলো জবা। তাই বাধ্য হয়েই কমলকে জবার কথা শুনতে হলো। তবে প্রতিবার জবা নতুন নতুন বায়না করতো, আর কমল জবার কথা না শুনলে জবা কান্নার অভিনয় করতো। এক পর্যায়ে কমল বললো, 'আমি আর পারছি না। এবার আমাকে ছেড়ে দাও।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর জবা কমলের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জবা দেখল, কমল কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই কমল বললো, 'তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ।' জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী এমন করেছি আমি?' তখন কমলা জামা পরা মেয়েটি বললো, 'এত কাজ কি একজন আরেকজনকে দিয়ে করায়?' তখন জবা বললো, 'এই ব্যাপার? আমি তো একটু মজা করছিলাম।' তখন মেয়েটি বললো, 'এমনটা যদি তোমার সাথে হতো?' তখন জবা বললো, 'আমি তো এমনটা ভেবে দেখিনি।' তারপর জবা কমলকে বুকে নিয়ে বললো, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও। কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা করবো না।'

ততক্ষণে জবার ঘুম ভেঙে গেছে। জবার যেই হাত কমলের মাথার নিচে ছিলো, সেই হাত ভিজে গেছে। তখন জবা বললো, 'তোমার কী হয়েছে, কমল? তুমি কি আমার আচরণে কষ্ট পেয়েছ?' কমল মাথা নেড়ে জানান দিলো যে সে কষ্ট পেয়েছে। তখন জবা কমলকে বুকে টেনে নিয়ে তাকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি একটু দুষ্টুমি করেছিলাম। যদি তুমি তাতে কষ্ট পেয়ে থাকো, তবে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমনটা করবো না।' তারপর জবা কমলকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবা কমলকে নিয়ে উঠে পড়লো। তারপর জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগলো আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে?' কমল বললো, 'খুব ভালো লেগেছে।' তখন জবা কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'তা তো লাগবেই। আমি তো এই রাজপুত্রকে দূর্বা ঘাসের গালিচায় ঘুমাতে দিয়েছি।' তখন কমল জবাকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি সত্যিই খুব ভালো। তোমার মতো রাজকন্যা যেন প্রতিটি ঘরে থাকে।' জবা বললো, 'জানি না, এমনটা হবে কি না, তবে আমিও এমনটাই চাই।'

তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করে নিলো। তারপর জবা বললো, 'এখন তো হাসপাতাল বন্ধ। কিন্তু আমি তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। এরকম করলে তো আমি সব ভুলে যাবো।' তারপর জবা তার সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে কথ□ বললো। তখন তারা কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভেবে দেখল। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিলো, তারা একটি নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবে। তারা সেভাবেই কাজ শুরু করলো।

প্রথমে তারা একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই কাজ করতে লাগলো। তারপর মাস শেষ হতেই তারা সে ঘর ছেড়ে আবার পুরনো হাসপাতালে কাজ করতে লাগলো। সেই সাথে একটু একটু করে গড়ে উঠতে লাগলো তাদের স্বপ্নের নতুন হাসপাতাল। সবাই ভীষণ খুশি।

তবে কিছুদিন পর কমল এমন এক মেয়েকে দেখল, যে অবিকল জবার মতো দেখতে। তার নাম যূঁথী। সে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। তার লাশ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সঙ্গে যূঁথীর বাবা, মা এবং ভাই। তারা সবাই

শোকাহত। তারা বলছে, 'কী এমন অপরাধ করেছিলো মেয়েটা যে তাকে এভাবে চলে যেতে হলো?' কমল বললো, 'চোখ খোল, জবা। তুমি তো আমার কোলে মরতে চেয়েছিলে। তাহলে এখন এভাবে কেন?' যূঁথীর মা বললো, 'আমার মেয়েকে জবা বলে ডাকছেন কেন? সে তো যূঁথী।' যূঁথীর ভাই বললো, 'অপনার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। সে আমার বোন যূঁথী।' কিন্তু কমল কিছুতেই সেটা বুঝতে চাইলো না।

কমল তার বাবা-মাকে বললো যে জবা মরে গেছে। কমলের বাবা-মা তখনই হাসপাতালে ছুটে এলো। তারা লাশ দেখে প্রথমে মনে করেছিলো যে জবা মরে গেছে। তবে তখন তাদের মনে হলো, জবা তো একবার যূঁথীর কথা বলেছিলো। তাহলে যে মরে গেছে সে যূঁথী নয় তো? তখন হঠাৎ করেই জবা কমলের মাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, আপনারা কোথায়?' কমল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'জবা, তুমি বেঁচে আছো!' জবা বললো, 'হ্যাঁ। আমি বেঁচে আছি। কেন? কী হয়েছে?' কমল সব খুলে বলতেই জবা হাসপাতালে ছুটে এলো।

হাসপাতালে এসেই জবা অবাক হয়ে গেল। সে লাশ দেখার জন্য মর্গে গেল, কারণ ততক্ষণে লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর জবা যূঁথীর লাশ দেখে কমলকে বললো, 'আমি না জেনেই তোমাকে যূঁথীর কথা বলেছিলাম। তবে আমার কথা যে সত্যি হবে, সেটা আমি জানতাম না।' তখন কমল জবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তখন জবা বললো, 'আমি ছুটি নিয়ে আসছি। কিছুদিন তোমাকে পরম যত্নে রাখতে হবে।' তারপর জবা ছুটি নিয়ে কমলের পরিবার সহ কমলের ঘরে গেল।

ঘরে ঢুকে জবা বললো, 'কান্না থামাও, সোনামণি। আমি কিছুদিন তোমার সাথেই থাকবো, তোমাকে চোখে চোখে রাখবো। ওই যূঁথীকে তোমার মন থেকে চিরতরে মুছে দিয়ে তবেই আমি কাজে যোগ দেব।' তারপর থেকে জবা নিজেই কমলকে খাওয়াতো, এবং ঘুমানোর সময় জবা কমলকে বুকে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো। কমলকে অনেক চুমুও দিতো জবা,

আর জবা কমলকে মন ভালো করা গান-ও শুনিয়ে দিতো। দেখতে দেখতেই সব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তারপর জবা আবার কাজে ফিরে গেল। কমলের মন খারাপ থাকলেও কিছু করার থাকতো না। জবাকে যে কাজ করতেই হবে। তবে কমলের মন ভালো করার জন্য জবা মাঝেমধ্যেই তার সাথে খুনসুটিতে মেতে উঠতো। আর তাদের সঙ্গ দিতে কোলবালিশগুলো তো আছেই। সেগুলো সবসময় তাদের কোল দখল করে রাখতো। শুধু জবা কোলবালিশগুলো নিয়ে বাইরে যেতে পারতো না। তবে তাতে কারো মন খারাপ হতো না, কারণ কোলবালিশ ছিলো তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

এভাবেই সুখে-শান্তিতে কাটতে লাগলো জবা-কমল দম্পতির জীবন। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান সবই ছিলো তাদের মধ্যে। তবে তারা কখনোই একে অপরকে বেশি সময় রেগে থাকতে দিতো না। একজন রেগে থাকলে অপরজন তাকে আদর-ভালোবাসা দিয়ে রাগ ভাঙিয়ে দিতো। আর তাতেই সব স্বাভাবিক হয়ে যেত। তারা হাসিখুশি-ই ছিলো। বলতে গেলে, পরিবারটাও ভীষণ সুখী ছিলো।

(জবা-কমল দম্পতি সুখে-শান্তিতেই থাকতে লাগলো। শীঘ্রই তাদের ঘরে নতুন অতিথি আসবে।)

অধ্যায় আট
জবার মেয়ের জন্ম

(জবার বিয়ের পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। এবার সেই পরিবারে এক নতুন মুখের অপেক্ষায় আছে সবাই। জবা শীঘ্রই সন্তানের জন্ম দেবে, এবং তাকে নিয়ে সুখে সংসার করবে।)

খুব ভালোভাবেই কাটছিলো জবা ও কমলের পারিবারিক জীবন। কিন্তু হঠাৎ করেই কমলের মনে হলো, এই পরিবারে এক ছোট্ট সদস্য দরকার। সে বললো, 'জবা, কথা দাও, তুমি আমাকে এক ছোট্ট জবা এনে দেবে। সে হবে ভীষণ লক্ষ্মী, একদম তোমার মতো। আমি তাকে আদর-যত্নে বড় করবো।' জবা বললো, 'মোটেও না। আমি এক ছোট্ট কমল এনে দেব, যে হবে তোমার মতোই দুষ্টু-মিষ্টি। সে যদি সামান্য দুষ্টুমি-ও করে, তাকে এমন মার মারবো যে সে দ্বিতীয়বার সেটা করার সুযোগ পাবে না।' তখন কমলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে বললো, 'তুমি কি এতটাই নিষ্ঠুর যে ছোট্ট একটা ছেলের গায়ে আঘাত করবে?' তখন জবা হেসে ফেলল। তারপর সে কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'আমি কি এত ছোট বাচ্চাকে আঘাত করতে পারি?'

এ কথা শুনে কমল বললো, 'জানি না। তুমি তো রেগে গেলে আঘাত করতেই পারো।' জবা বললো, 'আমি তাকে ততদিন মারবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমার এটা মনে হয় যে সে অন্যায় করেছে।' তখন কমল জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি কতদিন তাকে আঘাতমুক্ত রাখবে?' জবা বললো, 'দেখ, কমল, আমি তো দুধের শিশুকে আঘাত করতে পারবো না, কারণ সে কিছু না বুঝেই অন্যায় করে ফেলবে। তবে তার যখন এটা বোঝার

বয়স হবে তখন না বুঝলে অবশ্যই মারবো। তখন আর তাকে প্রশ্রয় দেব না।' কমল বললো, 'এমনটা হলে ঠিক আছে।'

ঠিক তখনই কমলের মা সেখানে চলে এলো। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছো?' কমল বললো, 'আমি চাই, এই পরিবারে এক ছোট্ট ফুটফুটে সদস্য আসুক।' কমলের মা বললো, 'সেটা তো আমিও চাই। তাহলে আমি কবে তার মুখ দেখতে পাবো?' জবা বললো, 'অবশ্যই দেখতে পাবেন। তবে একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে, কেমন?' কমলের মা বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর জবা ও কমল ঠিক করলো, পরিবারের নতুন সদস্যের জন্য এই ঘর যথেষ্ট নয়। তাই তারা নতুন ঘরে উঠবে। তাদের নতুন ঘর কোথায় থাকবে, সেটাও তারা ঠিক করে ফেলল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তারা তাদের নতুন ঘরে উঠে পড়লো। নিজেদের প্রিয় কোলবালিশগুলো নিতেও ভুললো না তারা।

নতুন ঘরে উঠে জবা ও কমল তাদের পুরো ঘর সাজিয়ে নিলো। মাঝেমধ্যে জবার বাবা-মা, আবার মাঝেমধ্যে কমলের বাবা-মা এই নতুন ঘরে কিছুদিন থেকে যেত। এভাবেই চললো কিছুদিন। তারপর একদিন জবা হঠাৎ করেই অসুস্থ বোধ করলো। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করা হলে জবা বলতো যে তার কিছুই হয়নি। তবু কমল জোর করেই জবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে এক ডাক্তার জবাকে দেখে বললো, 'আমার তো মনে হচ্ছে জবা মা হতে চলেছে।' সেখানে মৌ উপস্থিত ছিলো। সে ভীষণ খুশি। সে বললো, 'আমার আপুটার বাচ্চা হবে, আর আমি তাকে নিয়ে খেলব।'

তখন সেই ডাক্তার বললো, 'এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি কিছু পরীক্ষা দিচ্ছি, সেগুলো করিয়ে নেবেন।' কমল বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর কমল জবাকে নিয়ে সেসব সম্পন্ন করলো। তারপর তারা ঘরে ফিরে এলো। কমল এই কথা জবার বাবা-মাকে, এমনকি নিজের বাবা-মাকেও জানিয়ে দিলো। এতে তারা ভীষণ খুশি হলো।

সেদিনই জবার বাবা-মা জবা ও কমলের নতুন ঘরে এসে বললো, 'চলো, জবা। আজ থেকে কিছুদিন তুমি আমাদের সাথে থাকবে।' তখন কমল বললো, 'ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি।' তারপর জবা ও কমল তাদের নিজ ঘর ছেড়ে জবার বাবা-মায়ের সাথে তাদের ঘরে উঠল□। কমল তার বাবা-মাকে জানিয়ে দিলো, কিছুদিন তারা জবার বাবা-মায়ের সাথে থাকবে। কমলের বাবা-মা এতে রাজি হয়ে গেল, কারণ তারা জানতো, হাসপাতালটা জবার বাবা-মায়ের ঘরের বেশি কাছে।

পরদিন কমল জবার পরীক্ষার প্রতিবেদন (report) নিয়ে হাসপাতালে যেতেই তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে জবা কন্যাসন্তানের মা হতে চলেছে। তারপর থেকে কমল জবাকে নিয়ে জবার বাবা-মায়ের ঘরেই ছিলো। আর কমল জবার বিশেষ যত্ন নিচ্ছিলো। জবার যখন যা প্রয়োজন ছিলো, কমল তখন তাকে সেটাই দিতো। এভাবেই বেশ কিছুদিন কাটালো তারা।

তারপর একদিন কমল বললো, 'আমি একটু আমার বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে চাই।' কিন্তু জবা এটা করতে দেবে না। সে বললো, 'আগে আমার মেয়ের জন্ম হোক, তারপর আমরা একসাথে যাবো।' কিন্তু কমলের মন মানছিলো না। তাই কমল জবাকে না জানিয়েই নিজের বাবা-মায়ের ঘরে গেল। এদিকে জবা কমলকে খুঁজে না পেয়ে তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো সে কোথায় আছে। কমল বললো, 'আমি আমার বাবা-মাকে দেখতে এসেছি। আজ এখানেই থাকবো। কাল ফিরবো।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ রেগে গেল। তখন সে বললো, 'তুমি আমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে গেলে কেন? তুমি এখনই ফিরে আসবে, না হলে আর কোনোদিন আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না।' তখন কমলের বাবা বললো, 'বৌমা, আসলে কমলের মায়ের শরীর খারাপ তো, তাই আজ রাত কমলকে থাকতে বলছি। তুমি সুস্থ থাকলে তোমাকেও আসতে বলতাম।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে, বাবা। তাহলে আজ রাত কমল আপনাদের সাথেই থাকবে। তবে কাল অবশ্যই তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন?' কমলের বাবা বললো, 'আচ্ছা।'

সেই রাত কমল তার বাবা-মায়ের সাথে কাটিয়ে দিলো, এবং পরদিন সকালে নাশতা করে সে জবার কাছে ফিরে এলো। তখন জবা কমলকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মায়ের কী খবর?' কমল বললো, 'যে অবস্থা দেখলাম তাতে বেশি দিন বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না।' তখন জবা বললো, 'তোমার মা তো আমার মেয়ের মুখ না দেখে মরবে না।' কমল বললো, 'সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।'

তারপর কিছুদিন কমল জবার সাথে সুখেই কাটিয়েছিলো। তারপর হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় কমলের কাছে একটি ফোন আসে। কমল ফোন ধরতেই বলা হয় যে তার মা বেঁচে নেই। তখন কমল চিৎকার করে বললো, 'এটা হতে পারে না!' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। তখন জবা জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে, কমল? কাঁদছ কেন?' কমল বললো, 'আমার মা...' জবা বললো, 'কী হয়েছে তোমার মায়ের?' কমল বললো, 'আমার মা বেঁচে নেই।' তখন জবা কমলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এ কী হয়ে গেল তোমার!' তারপর জবা কমলকে অনেক চুমু দিলো।

ততক্ষণে জবার বাবা-মা সেখানে উপস্থিত হয়েছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই জবা সব খুলে বললো। তখন জবার মা বললো, 'এখন তো আর কিছুই করার নেই। চলো, আমরা কমলের মাকে শেষবারের মতো দেখে আসি।' জবা বললো, 'চলো।' তারপর তারা কমলের ঘরের কাছে গেল। কমলের মায়ের লাশ একটি গাড়িতে রাখা ছিলো। জবা সেই গাড়িতে উঁকি দিয়ে এক নজর কমলের মায়ের লাশ দেখল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

জবার পর কমল নিজেও তার মায়ের লাশ দেখল। তারপর জবার বাবা-মা সেই লাশ দেখে নিলো। তারপর সবাই জবার ঠিক করা গাড়িতে উঠে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। জবা পুরোট□ সময় কমলের পাশে ছিলো। জবা কমলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, যেন কমলের কষ্ট কিছুটা হলেও কম হয়।

গ্রামে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিলো। তখন বাড়িতে সবাই শোকাহত। জবা বললো, 'এখন আর কান্নাকাটি করে লাভ নেই। যার যাবার, সে চলে গেছে।' তারপর সবাই কমলের মাকে শেষবারের মতো দেখল। তারপর সবাই প্রয়োজনিয় প্রক্রিয়া শেষ করার পর কমলের মাকে সমাহিত করা হলো। তারপর কমলের বাবা বললো, 'এখন তো রাত হয়ে গেছে। আজ তোমরা এখানেই থেকে যাও, কেমন?'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'আজ রাত এখানেই থাকবো, আর কাল আপনাকে নিয়ে ফিরবো।' কমলের বাবা বললো, 'না। আমি আর শহরে ফিরবো না। এখন থেকে এই গ্রামেই থাকবো।' গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দারাও সেটাই চায়। তাই জবা ঠিক করলো, কমলের বাবাকে গ্রামে রেখে তারা ফিরে যাবে।

সেই রাতে খাওয়ার পর জবা তার মাকে বললো, 'মা, কমলের মা তো চিরতরে চলে গেছে। তুমি কি পারবে না কমলের মা হয□□ উঠতে?' জবার মা বললো, 'কমলের কী দরকার ছিলো তোমাকে এভাবে ফেলে তার মায়ের সাথে দেখা করার? সে জন্যই কমলের মা মরে গেছে। তবে আমি কোনোদিন কমলের মা হয়ে উঠতে পারবো না।' তখন জবার বাবা বললো, 'কমল যদি তার মায়ের সাথে দেখা না করতো, তাহলে কি কমলের মা মরে যেত না?' জব□ বললো, 'মা, এখন তুমি কমলের পাশে না থেকে তাকে আরো কষ্ট দিচ্ছ?' তখন জবার মা বললো, 'যার যাবার সে তো গেছে। হয়তো তার কপালে লেখা ছিলো বলেই কমলের সাথে তার দেখা হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করবো কমলের মায়ের সেই ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করে দিতে।'

এ কথা শুনে জবা বললো, 'তাহলে কমলের খারাপ সময়ে তুমি তার পাশে থেকো।' জবার মা বললো, 'থাকবো। তাতে কমলের মন ভালো থাকবে।' কমল বললো, 'আমার মা মরে গিয়েও খুশি হয়েছে।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?' কমল বললো, 'ওপারে গিয়েও মা জবার সাথেই গল্প করবে।' জবার মা বললো, 'জবা তো এখানে। তাহলে সে কিভাবে তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে?' তখন জবা বললো, 'একবার আমি

কমলের সাথে তর্ক করে তাকে বলেছিলাম যে আমি তার সাথে থাকবো না, আমার পরিবর্তে যূঁথী থাকবে।' তখন জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তুমি কোথায় ছিলে, মা-মণি?' জবা বললো, 'আমি কমলের সাথেই ছিলাম, তবে যূঁথী হয়ে। কারণ, আমি জানতাম, কমল আমাকে ছাড়া বাঁচবে না।'

এ কথা শুনে জবার বাবা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে যূঁথী কি মরে গেছে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ, বাবা। যূঁথী মরে গেছে। আর সে অবিকল আমার মতোই দেখতে।' কমল কাঁদতে লাগলো। জবা কমলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি সেদিনের কথা মনে পড়ছে?' কমল মাথা নেড়ে জানান দিলো যে তার সেসব কথা মনে পড়ছে। জবার বাবা বললো, 'তাহলে কমলের মা যূঁথীর সাথে গল্প করবে, তাই তো?' জবা বললো, 'ঠিক তাই।'

তারপর জবা কমলকে চুমু দিয়ে বললো, 'এবার তুমি ঘুমাও।' তারপর জবা কমলকে বুকে টেনে নিলো। কমল বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?' জবা বললো, 'তোমার মতো এক লক্ষ্মী ছেলেকে রেখে আমি কোথায় যাবো?' জবার মা বললো, 'ঠিক তাই। এই পরিবার সব সময় তোমার সাথে থাকবে।' তার কিছুক্ষণ পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে সবাই নাশতা খেয়ে নিলো। তারপর জবা সপরিবারে বেরিয়ে পড়লো। যেতে যেতে জবা কমলের সাথে গল্প করতে লাগলো। এতে কমলের মনটাও ভালো হয়ে গেল। এভাবেই কাটলো সারা দিন। তারপর সন্ধ্যাবেলায় জবা সপরিবারে নিজ ঘরে প্রবেশ করলো। তারপর সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিলো।

কমলের মন তখনো ভীষণ খারাপ। তখন জবা বললো, 'আমি মা হারানোর কষ্ট বুঝতে পারছি।' জবার মা বললো, 'আমি জানি, সে আসলে কে ছিলেন।' জবা বললো, 'ঠিক তাই। যেই মানুষটা তোমাকে জন্ম দিয়েছে, যে তোমাকে বড় করেছে, তুমি তাকেই হারিয়েছ। তবে আমরা যতটা সম্ভব তোমার এই কষ্ট দূর করে দেব।' তারপর থেকে জবার পরিবার কমলকে সঙ্গ দিতে লাগলো, এবং আস্তে আস্তে কমলের মন থেকে সব কষ্ট দূর হয়ে গেল।

এরপর হঠাৎ একদিন জবা স্বপ্নে দেখল, কমলা জামা পরা মেয়েটা জবার পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তখন জবা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী করছো তুমি?' মেয়েটি বললো, 'আমি আমার ছোট্ট বোনকে আদর করছি।' তারপর সে জবার পেটে চুমু দিলো। তখন জবা মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে তাকে চুমু দিলো। তারপর জবা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার পেটের ভেতর যে বড় হচ্ছে, সে কি দেখতে তোমাদের মতোই হবে?' তখন মেয়েটি বললো, 'সে দেখতে অবিকল আমাদের মতোই হবে। ছোটবেলায় আমার মতো, আর বড় হলে জবা আপুর মতো।'

এ কথা শুনে জবা ভীষণ খুশি হলো। পরদিন সকালে জবা কমলকে এ কথা জানাতে সে নিজেও খুব খুশি হলো। তারপর জবার বাবা-মাকেও এই কথা বলা হলো। সবাই ভীষণ খুশি। তখন হঠাৎ করেই কমল গেয়ে উঠলো:

'মানে না মন, মানে না,
তুমি ছাড়া কিছু চায় না।'

তখন জবা নিজেও গেয়ে নিলো:

'তোমার মনে আমি যদি একটু জায়গা পাই,
সারা জনম ধরে তোমায় ভালোবাসতে চাই।'

একপর্যায়ে তারা পুরো গানটা গেয়ে নিলো। তখন থেকেই তারা প্রতীক্ষায় ছিলো, কবে সেই শুভ দিন আসবে।

অবশেষে সেই শুভ দিন ঘনিয়ে এলো। জবা কিছুদিন পর মেয়ের জন্ম দেবে। সবাই এখন জবার প্রতি বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। জবা যখন যা চাইতো তাকে সেটাই দেয়া হতো। এভাবেই বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন জবা পেটের ব্যথায় ছটফট করতে লাগলো। তখন তাড়াতাড়ি জবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই সে যমজ মেয়েসন্তানের জন্ম দেয়। জবার ইচ্ছেতেই তাদের নাম রাখা হয় সোনালী ও রুপালী।

(আমি চাইলে জবার মৃত্যু দিয়ে গল্পটা শেষ করতে পারতাম। তবে আপনারা তাতে কষ্ট পাবেন-এটা ভেবে আমি জবার মৃত্যু

অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছি। জবা নিজের মেয়েদের আদর-যত্নে বড় করবে এবং নিজ হাতে তাদের বিয়ে দেবে। তারও অনেক পরে জবার মৃত্যু হবে)

প্রথম প্রকাশ: ২৮/০১/২০২৫
মূল্য: ১০০ টাকা

আশা করছি এই গল্পটা আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আপনাদের মনে হয় যে গল্পে কোনো পরিবর্তন করা দরকার তাহলে অবশ্যই জানাবেন। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে আরো ভালো কিছু থাকবে বলে আশা করছি। ধন্যবাদ।